জয় পরাজয়

উপন্যাস

শ্রীপাঁচকড়ি দে-প্রণীত

কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

১৩৩৯

Published by P. C. Dey, 7, Shibkrishna Daw Lane.
Printed by L. M. Roy, LALIT PRESS.
116, Manicktola Street, Calcutta.

THIRD EDITION.

শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু ;—
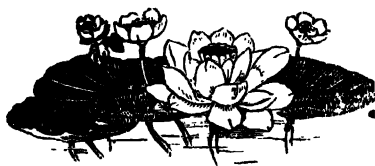
জয় পরাজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিতে বসি নাই ; এখন আমার বয়স প্রায় আশী বৎসর হইয়াছে ; যে ঘটনার উল্লেখ করিতে যাইতেছি, তখন আমার বয়স পঁচিশ বৎসর। এখনকার মত তখন এ দেশ এমন সুশাসিত হয় নাই ; চুরি ডাকাতিটা দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে ছিল। আমি একটি অদ্ভুত ডাকাতির বিষয় লিখিতে যাইতেছি ; যাহার বিশ্বাস হয়, তিনি বিশ্বাস করিবেন, না হয়, তিনি না করিবেন। তবে আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা উপন্যাস নহে, একটি প্রকৃত ঘটনা।

সে সময়ে মুর্শিদাবাদে মহরমের সময়ে বড় ধূম হইত ; বাজী বাজানা, নাচ গাওনার সীমা থাকিত না ; হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায় জাতিভেদ ভুলিয়া মহরমের আমোদে মত্ত হইতেন।

আমি যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরে এই আমোদ-
... াদে একটা বড়ই বিঘ্ন ঘটিল। এই সময়ে আমন্ত্রিত হইয়া দূরস্থ
... নক বড়লোক মুর্শিদাবাদে আসিতেন ; নাচ বা ভোজের সভায় উপস্থিত
...বেন বলিয়া সকলেই মূল্যবান্ অলঙ্কার-জহরতাদি সঙ্গে লইয়া-
...াসিতেন

সে সময়ে রেল ছিল না; সুতরাং কেহ পাল্কীতে আসিতেন, কেহ নৌকায় আসিতেন, কেহ ঘোড়ায়, কেহ বা হাতীতে আসিতেন। কিন্তু যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসর উপর্য্যুপরি তিন-চারিটি ডাকাতি হইল।

অন্যান্য ডাকাতির ন্যায় এ সেরূপ ডাকাতি নহে। প্রত্যেক ডাকাতিই মুর্শিদাবাদ হইতে সাত-আট ক্রোশ দূরে, পথের কোন নির্জ্জন স্থানে সমাধা হয়। এই ডাকাতিতে ডাকাতের দল নাই, কেবল একজনমাত্র অশ্বারোহী আসিয়া গভীর রাত্রে মুর্শিদাবাদ যাত্রী বড়লোক-পথিকের পাল্কী, ঘোড়া বা হাতী দাঁড় করাইয়া দুই হাতে দুইটা পিস্তল লক্ষ্য করে। তখন প্রাণভয়ে সেই পথিক জহরতাদি সেই অশ্বারোহীকে প্রদান করিতে বাধ্য হয়, আর অশ্বারোহী নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

এই ব্যাপার লইয়া মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এক ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছে—সকলের মুখেই সেই এক ডাকাতের কথা; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই ডাকাত ধরিতে পারিল না। ডাকাতিও বন্ধ হইল না

এই সময়ে আমি মুর্শিদাবাদে একটী আত্মীয়ের বাড়ীতে ছিলাম; আমাদের মধ্যেও সর্ব্বদা এই ডাকাতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইত। এক মাসের মধ্যে চারিবার এইরূপ ডাকাতি হইয়াছে; প্রথম জঙ্গীপুরের জমিদারের, তাহার পর কাদিরের, তাহার পর মালদহের এক জমিদারের; তাহার পর এক সপ্তাহ হইল, কাটোয়ার এক জ[illegible]র উপর এইরূপ রাহাজানী হইয়াছে। প্রতিবারেই সেই পিং[illegible] অশ্বারোহী—সেই নির্জ্জন পথ—এবং সঙ্গের লোকজন কিছু[illegible] পড়িয়াছে।

যখন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এই ডাকাতির জন্য তোলপাড় হ[illegible] সেই সময়ে নলহাটী হইতে রণেন্দ্রপ্রসাদ নামে এক ধনী যুবক [illegible]

আত্মীয়কে পত্র লিখিল যে, তিনি মহরমের আমোদ দেখিবার জন্য দুই-একদিনের মধ্যে মুর্শিদাবাদে পৌঁছিবেন। পাছে ইনি পথেই এই ভয়ানক ডাকাতের হাতে মজা দেখেন ভাবিয়া, আমরা সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। আমার আত্মীয় মুর্শিদাবাদের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার বাড়ীতে মুর্শিদাবাদের বহুতর গণ্য-মান্য ব্যক্তির আগমন হইত। অদ্যও অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। আজই আবার রণেন্দ্রপ্রসাদের পৌঁছিবার কথা—সকলেই তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সকলে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, এবং কেবল ডাকাতের বিষয়ই আলোচনা হইতেছিল।

অপরাপর দিন সকলে রাত্রি নয়টা না বাজিতে নিজ নিজ গৃহে যাই-তেন, আজ আর কেহই উঠিতেছেন না; সকলেই বলিতেছিলেন, "দেখি আর একটু—রণেন্দ্র বাবুর এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।"

যত রাত্রি হইতে লাগিল, ততই সকলে আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে-ছিলেন। এই সময়ে নিকটে পাল্কীর শব্দ হইল; সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "এইবার নিশ্চয় তিনি আসিতেছেন।"

"হাঁ, যথার্থই তিনি আসিয়াছেন পাল্কী আমাদের বাড়ীর সম্মুখে লাগিল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রণেন্দ্র বাবু পাল্কী হইতে নামিলেন: নামিয়াই বলিলেন, "ভাই, সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আমার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রণেন্দ্রপ্রসাদের কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া ঝাঁৎ করিয়া সকলের মনে সেই ডাকাতের কথা উদিত হইল; কিন্তু কাহারও মুখে কথা ফুটিল না—সকলেই অবাক্। তখন আমার আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি : কি হইয়াছে?"

রণেন্দ্রপ্রসাদ গৃহমধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আর ব্যাপার কি! সব কেড়ে নিয়ে গেছে!"

এবার সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কে—কে?"

রণেন্দ্রপ্রসাদ বলিলেন, "আমি পাল্কী করিয়া আসিতেছি, পাল্কীর ভিতরে আমার টাকা-কড়ি জহরতের বাক্স ছিল, লোকজন আমার একটু পিছনে পড়িয়াছিল; এমন সময়ে একজন মুখসপরা ঘোড়-সওয়ার দুই হাতে দুইটা পিস্তল, একেবারে পাল্কীর সম্মুখে—গুলি করে আর কি! প্রাণের ভয়ে বাক্সটী দিয়া প্রাণে বাঁচিয়া আসিয়াছি—কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি—যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে!"

আমরা সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "সেই ডাকাত!"

তখন রণেন্দ্রপ্রসাদ ব্যাকুলভাবে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, পুলিসে সংবাদ দিন।"

কেহ কোন কথা কহিলেন না। আমরা সকলেই জানিতাম, পুলিস কিছুই করিতে পারিবে না। পূর্ব্বে যে কয়েকবার এইরূপ ডাকাতি হইয়াছিল, পুলিস প্রাণপণ চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত তাহার কিছু কিনারা করিতে

পারে নাই। আমি কিন্তু মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করিলাম—বোধ হয়, পুলিসের উপর রাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলাম। তখন আমার উষ্ণ রক্ত, হৃদয়ে অসীম উৎসাহ, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেমন করিয়া হউক, এই ডাকাতটাকে ধরিব।

এই শেষ ডাকাতিতে মুর্শিদাবাদ আরও আলোড়িত হইয়া উঠিল—মহরমের আমোদ প্রায় ভাঙ্গিয়া যায়। রাত্রিতে সাহস করিয়া কেহ পথ চলে না; যে সকল বড় লোকের আসিবার কথা ছিল, তাঁহারা মুর্শিদাবাদে আসা বন্ধ করিলেন। অনেকে কিরূপে দেশে ফিরিবেন, তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই অশ্বারোহী ডাকাতের ভয়ে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের লোকের কায়মনোবাক্যে নিদারুণ উদ্বেগের সঞ্চার হইল।

তখন নবাব নাজিম সাহ বিচলিত হইয়া একজন সুদক্ষ গোয়েন্দার জন্য কলিকাতায় লিখিলেন। তথা হইতে সুবিখ্যাত গোয়েন্দা ফতে আলি প্রেরিত হইলেন। তিনি যথাসময়ে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তাহার গোয়েন্দাগিরিতে যে বিশেষ দক্ষতা ছিল, তাহা বলিয়া বোধ হয় না; তবে ভাগ্যবলে তিনি কয়েকটা বড় মামলার কিনারা করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার এত নাম হইয়াছিল এবং নামের সঙ্গে অহঙ্কারও ষোল আনা দেখা দিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহাঁর দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হইবে না।

আমি এ ডাকাত ধরিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়া ইহাঁর সহিত আলাপ করিলাম। ইনি কতদূর কি সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাই অবগত হওয়া আমার প্রধান উদ্দেশ্য—আর ইনি যদি আমাকে সঙ্গে লয়েন, তবে আরও ভাল।

আমার আত্মীয়ের অনুগ্রহে ফতে আলির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। ফতে আলি, আমার গোয়েন্দাগিরি করিবার সাধ হইয়াছে শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমার রাগ হইল, কিন্তু রাগ প্রকাশ করিলাম না।

আমার গাম্ভীর্য্য দেখিয়াই হউক, বা যে কোন কারণেই হউক, তিনি হাসি বন্ধ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; আমিও তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, চোখ নামাইলাম না। ক্ষণপরে তাঁহার স্থূল মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিল যে, আমি সহজ ছেলে নই.

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া তিনি বলিলেন, "হুঁ, তুমি পারিবে, তোমাকে সঙ্গে লইব, তবে বলিতে কি অমর বাবু, ইহার মাথা মুণ্ডু আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। কোথা হইতে যে আরম্ভ করি, কিছুই বুঝিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "সাধারণভাবেই আরম্ভ করুন, দারোগা সাহেব।"

"অসম্ভব—এই মনে কর একটা যদি খুন হয়, তবে যেখানে খুন হইয়াছে, সেইখান হইতে সুরু করিতে পারি। এই ডাকাতির কোন নিশ্চিত স্থান নাই। হঠাৎ কোন্‌খানে আসিয়া আক্রমণ করে, জহরত টাকা-কড়ি লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া আজ এখানে—কাল সেখানে—আজ উত্তরে—কাল দক্ষিণে। ঘোড়ায় চড়িয়া বিশ-পঁচিশ ক্রোশ দূরে রাত্রের মধ্যে চলিয়া যাওয়া কম আশ্চর্য্য নয়।"

আমি অতি বিনম্রভাবে বলিলাম, "ঘোড়া ধরিয়াই সন্ধান করুন না কেন।"

ফতে আলি বলিলেন, "যাঁহাদের নিকট হইতে এইরূপে টাকা-কড়ি কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি—সকলেই বলেন, লোকটার মুখে মুখস, ঘোড়াটা কাল রঙের—বড় ঘোড়া—এই

পর্য্যন্ত—ব্যস্। আর কেহই লোকটার বিষয় কিছু ভাল কর্
পারে না! ইহাতে ঘোড়া ধরিয়া মাথা মুণ্ডু কি জানিব! সং ন্ধান পান্
হাজার কাল ঘোড়া আছে—সকলে ভয়েই আড়ষ্ট, তাহার উপ
লোকটাকে কেহই ভাল করিয়া দেখে নাই।"

"তবে এটা স্থির, ডাকাত যাহাকে-তাহাকে আক্রমণ করে না। যাহার নিকটে অনেক টাকার জহরত থাকে, তাহাকেই আক্রমণ করে।"

ফতে আলি আনন্দে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "হাঁ, এই কথাই ঠিক! ডাকাত একা নয়, দলে আরও লোক আছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আপনি মনে করেন যে, ইহারা একটা ডাকাতের দল?"

ফতে আলি উৎসাহের সহিত বলিলেন, "নিশ্চয়—নিশ্চয়—অমর বাবু। একজন সন্ধান দেয়, কোন্ পাল্কীতে বেশি জহরত আছে—আর একজন ডাকাতি করে—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার আছে। একটার সন্ধান পাইলে যে হয়!"

"তাহা হইলে আপনি কি স্থির করিয়াছেন, আমাকে বলিলে অনুগৃহীত হই।"

"ভাল, তবে শোন। যে জহরতের খবর দেয়, সে একজন ভদ্রলোক—সম্ভবতঃ সম্ভ্রান্ত লোক।"

"আপনি এরূপ স্থির করিতেছেন কেন?"

আমার লোক না হইলে কোন্ বড়লোক কোন্ দিন বেশি দামী ফতে আলি, য়া মুর্শিদাবাদে আসিতেছেন, তাহা অপরের জানিবার উপায় করিয়া হাসি দ্বিতীয়কে সংবাদ দেয়; সে বড় লোকের মত ঘোড়ায় লাম - বেড়াইতে বাহির হয়, কোন নির্জ্জনস্থানে আসিয়া মুখস প'রে, তাহার পর ডাকাতি ক'রে কাজ শেষ করিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া দূরে কোন স্থানে গিয়া তৃতীয়কে জহরত দেয়, সে আবার কোন দূরদেশে গিয়া উহা বিক্রয় করে।"

"আপনি যে বলিলেন, প্রথম লোক যে সন্ধান দেয়, সে ভদ্রলোক না হইতেও পারে। কোন বড়লোকের বাড়ীর চাকর, মনিবদের মধ্যে কথা-বার্ত্তা শুনিয়াও জানিতে পারে যে, কোন্ বড়লোক কখন্ কোন্ পথে মুর্শিদাবাদে আসিতেছেন।"

ফতে আলি মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন, "আমি যাহা বলিলাম, তাহাই ঠিক।"

আমি বলিলাম, "এখন এই ডাকাতির কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে—কোন লোক এমন করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইয়া বেড়াইলে তাহার উপর লোকের সন্দেহ হইত, কেহ-না-কেহ তাহাকে দেখিতে পাইত।"

"সে কথাও ঠিক—এখানকার পুলিস কিছুই করিতে পারে নাই।"

"তাহাদের অপরাধ নাই; আপনার মত লোকেই যখন হতাশ হইলেন!"

"আমি হতাশ হই নাই।"

"তাহা হইলে এখন কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?"

"তুমি কি করিতে চাও?"

"আমি এখনও কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।"

"মুর্শিদাবাদের চারিদিকে অনুসন্ধান করিব।"

"এখানকার পুলিস তাহাও করিয়াছেন, কিন্তু কোন সন্ধান পান্ নাই।"

"তবে কি করা যায়? দেখিতেছি, এখন উল্টা দিক্ হইতে সন্ধান করিতে হইবে।"

"সে কি?"

"যেখানে ইহারা জহরত বিক্রয় করে, সেইখানে অনুসন্ধান করিতে হইবে। দামী জহরত যেখানে-সেখানে বিক্রয় হয় না খুব সম্ভব ইহারা কলিকাতায় এই সকল জহরত বিক্রয় করে—সেইখানেই সন্ধান করিব।"

"আর এখানে এইরূপ নির্ব্বিঘ্নে ডাকাতি হইতে থাক্।"

"আমরা ত আর জগৎ-জুড়ে পাহারা রাখিতে পারি না। এই ডাকাত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিকে ডাকাতি করে—কখন্ কোথায় ডাকাতি করিবে, কিছুই স্থির নাই। আজ এখানে করিল, দুইদিন পরে বিশ ক্রোশ দূরে করিল, কোন্ দিক্ সাম্‌লাইব।"

"যাঁহাদের জহরত গিয়াছে, সকলেই হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দিতে চাহিয়াছেন।"

ফতে আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সবই বুঝিলাম, কিন্তু এ যে বড় বিষম ব্যাপার! অনেক অনেক মামলা কিনারা করিলাম, এটার লেজে হাতও দিতে পারিতেছি না। যাহাই হউক, আশা ছাড়ি নাই—একটা হেস্ত-নেস্ত করিবই। তুমি কি করিবে?"

"আমি এখন কি করিব-না-করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নূতন, আপনি বহুদর্শী লোক—আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমি করিব।"

"সন্ধান কর।"

"কি ধরিয়া সন্ধান করিব, সূত্র কি?"

"আমার মাথা!"

অগত্যা আমি ফতে আলি দারোগার বাসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কি সন্ধান করিব, কিরূপে সন্ধান করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, আর একটা ডাকাতি না হইলে কিছুই সন্ধান করিতে পারিব না।

এই ব্যাপারের কোন কিনারা না হওয়ায় সকলেই প্রতিদিন ভাবিতেছিল, আজ কাহার আবার সর্ব্বনাশ হয়—ডাকাতি নিশ্চয়ই থামিবে না। তবে কোথায় কোন্‌খানে কখন্ কে ডাকাতের হাতে পড়িবে, তাহাও কেহই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর পনের দিন ডাকাতি না হওয়ায় আবার মহরমের আমোদ কতক পরিমাণে উদ্দীপিত হইল। আজ আমার আত্মীয়ও মহরমের জন্য নাচ দিলেন। দুইজনই বিখ্যাত বাইজী নিমন্ত্রিত হইল। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের বড়ীতে সমাগত হইলেন। আজ মহা ধুম।

খুব উৎসাহে ও আনন্দে নাচ-গাওনা চলিতে লাগিল। আমি এক পার্শ্বে বসিয়া নাচ দেখিতেছিলাম। একটা নর্ত্তকী উঠিয়া নাচ গান করিতেছিল, অপর নর্ত্তকী এক পার্শ্বে বসিয়াছিল।

যে বসিয়াছিল, তাহার নাম মনিয়া বাইজী। সম্প্রতি পশ্চিম হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছে। রূপে, গুণে সর্ব্বতোভাবে সে শ্রেষ্ঠ। এরূপ

বাইজী মুর্শিদাবাদে আর কখনও আসে নাই। পূর্ব্বে ইহারই গান হইয়াছে, সকলেই ইহার নাচে ও গানে একবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

সহসা মনিয়া উঠিয়া আমার নিকটে আসিয়া বসিল। আমি সরিয়া বসিলাম। সে তখন তাহার সেই চিরাভ্যস্ত মধুর হাসি হাসিয়া বীণাবিনিন্দিতস্বরে বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, মশাই।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "আমার সঙ্গে!"

মনিয়া বলিল, "হাঁ, আপনার সঙ্গে। শুনিলাম, আপনি নাকি এই ডাকাতের সন্ধান করিতেছেন—আমার অনেক জহরত আছে—তা দেখ্‌ছেনই ত।" বলিয়া তাহার সুগোল বাহু উত্তোলিত করিল।

এরূপ সুন্দর বাহু আমি আর কখনও দেখি নাই। আমি কি বলিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমার এই প্রথম অপর স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন। বুকের স্পন্দনও তখন দ্রুতবেগে চলিতেছিল, এবং আমার মনে হইতেছিল, যেন সেই শব্দ বাহিরেও স্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছে। আমি কেবলমাত্র বলিলাম, "তা দেখিতেছি।"

মনিয়া মিষ্টস্বরে কহিল "আপনি এ সম্বন্ধে কি জানিয়াছেন, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন। আমার বড় ভয় হইয়াছে।"

আমি তখন মস্তক কণ্ডুয়ন আরম্ভ করিয়াছি। বলিলাম, "আপনি বোধ হয়, সবই শুনিয়াছেন।"

"অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহ কিছু ভাল বলিতে পারে না। আপনি এ বিষয়ের সন্ধান করিতেছেন—"

"আমি ঠিক নই—ফতে আলি গোয়েন্দা।"

"তা শুনিয়াছি, লোকে বলে তিনি নির্ব্বোধের একশেষ। তিনি এ ডাকাতির কিছুই করিতে পারিবেন না।"

"আমি যে সন্ধান করিতেছি, এ কথা আপনাকে কে বলিল ?"

মনিয়া মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "কথা কি গোপন থাকে ? লোকেই আপনাকে আমায় চিনাইয়া দিতেছে। এখন এই ডাকাতের বিষয় আমায় বলুন—ডাকাতের কোন সন্ধান পাইয়াছেন ?"

"না, পাওয়া যে যাইবে, সে বিষয়েও আশা খুব কম।"

"দেখিতেছি, লোকটা যে-সে নয়। এখানে এমন কেউ আছেন, সেই ডাকাত যাঁহার কিছু আত্মসাৎ করিয়াছে ?"

আমি রণেন্দ্র বাবুকে দেখাইয়া দিলাম। বলিলাম, "আপনি কি উহার সহিত আলাপ করিবেন ?"

মনিয়া অসম্মতভাবে ঘাড় নাড়িল। বলিল, "আজ ত কাহাকেও ধরিবে না—সহরে সে একবারও ডাকাতি করে নাই ?"

আমি বলিলাম, "না, তবে যদি তাহার কেহ কিছু করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই সাহস বাড়িয়া যাইবে—তখন সে এ সহরেও ডাকাতি করিবে।"

মনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "বলেন কি ! আজ ত করিবে না ?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম "সকল লোকেই সাবধান হইয়াছে. এখন কাহাকে আক্রমণ করিলে, হয় সে ধরা পড়িবে—নতুবা গুলি খাইবে।"

"কেন ?"

"এখন রাত্রে যাইতে হইলে সকলের কাছেই পিস্তল থাকে।"

"আমার কাছে ত নাই।"

"আপনার ভয় নাই, আপনার সঙ্গে অনেক লোক থাকিবে, বিশেষতঃ সে সাহস করিয়া সহরে আসিবে না।"

"আপনি কি মনে করেন যে, তাহাকে কেহ ধরিতে পারিবে না ?"

"এইরূপ আরও দুই-চারিবার ডাকাতি করিয়াও সে এড়াইয়া যাইতে পারে ; কিন্তু এটা নিশ্চিত, শেষে সে ধরা পড়িবে।"

"আমার সঙ্গে বাজি রাখুন—সে ধরা পড়িবে না।"

আমি মনিয়ার এই কথায় বিশেষ বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, "বাজি রাখিলে আপনাকে হারিতে হইবে।"

"হারিতে রাজি আছি," বলিয়া সে আমার নিকট হইতে উঠিয়া অন্য-দিকে চলিয়া গেল।

তখন অনেক রাত্রি হইয়াছিল, অনেকেই চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অনেকে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাইজীও গান বন্ধ করিয়াছিল। গোলযোগের মধ্যে মনিয়াকে আমি আর দেখিতে পাইলাম না।

সহসা একটা গোল উঠিল। রণেন্দ্রপ্রসাদ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ডাকাত—ডাকাত—"

সকলে চারিদিক্ হইতে সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি! ডাকাত—কোথায়?"

আমরা সকলে ছুটিয়া রণেন্দ্রপ্রসাদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বলিতেছেন—ডাকাত কি?"

তখন রণেন্দ্রপ্রসাদ বলিলেন, "আমি এইমাত্র এখানে সেই ডাকাতের গলার আওয়াজ শুনিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া আমরা সকলে স্তম্ভিত হইলাম। মুহূর্ত্ত পরে গৃহ মধ্যে আর কোন শব্দ নাই—নীরব—নিস্তব্ধ—সূচিপাতের শব্দও সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু কোনদিকে কোন শব্দ নাই। আমরা সকলেই বিস্মিতভাবে রণেন্দ্রপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়াছি, সে নিশ্চয়ই এই ভিড়ের মধ্যে আছে।"

সকলেই পরস্পর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। সহসা কে ভিড়ের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল, "তোমরা তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিবে না।"

রণেন্দ্রপ্রসাদ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ—ঐ -"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য, তখনই নাচ-গাওনা আমোদ-প্রমোদ ভাঙিয়া গেল। ডাকাত যে সেই গৃহে উপস্থিত ছিল, তাহা রণেন্দ্রপ্রসাদের কথায় আর কাহারও অবিশ্বাস রহিল না; তখন সেই গৃহে অচেনা কোন লোক আছে কি না, আমরা সকলে তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

কিন্তু গৃহমধ্যে কোন অচেনা লোককে দেখিতে পাইলাম না; তখন আমরা অনেকে আলো ধরিয়া বাড়ীর বাহির হইলাম; কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সন্দেহজনক কোন লোক চোখে পড়িল না। মনিয়া যাইতে যাইতে আমাকে বলিল, "পথে নাই ত— আমাদের ধরিবে না ত!"

আমি বলিলাম, "কোন ভয় নাই, আপনাদের সঙ্গে অনেক লোক যাইতেছে—সে ডাকাত এত সাহস করিবে না।"

সকলে চলিয়া গেলে আমার আত্মীয় আমা[illegible] ডাকিলেন। [illegible]নি জানিতেন, আমি ফতে আলি ডিটেক্‌টিভের [illegible]হিত মিলিয়া [illegible]াতের সন্ধান করিতেছি।

তিনি বলিলেন, "অমর, তু[illegible] কি মনে কর [illegible], এই ডাক[illegible] ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল?"

"না, তাহা হইলে কেহ-[illegible]-কেহ ঘোড়া[illegible] পায়ের[illegible] শুনিতে পাইত।"

"আশ্চর্য্য! কেমন করিয়া [illegible]সিল—কোথায় গেল? [illegible]ন্দ্রের কখনই ভুল হয় নাই। সে চাকরদের [illegible]ধ্যে লুকায় নাই ত?"

"না, সে এতক্ষণ এখান থেকে নিশ্চয়ই পলাইয়াছে। তবে ফতে আলি ডিটেক্‌টিভ আসিয়াছেন, তিনি চাকরদের লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন।"

"এরূপ কাণ্ড হইতে আরম্ভ হইলে আর ত এ দেশে থাকা যায় না। শেষে সে সহরের মধ্যেও আসিতে লাগিল; ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল এ ডাকাত ধরা না পড়িলে এ দেশে আর কাহারও ধন, মান, প্রাণ রক্ষা পাইবে না।"

"নিশ্চয়ই একদিন-না একদিন ধরা পড়িবে।"

"তুমি ইহার কতদূর কি জানিলে?"

"এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই।"

"ডিটেক্‌টিভ?"

"যতদূর বুঝিতেছি, তিনিও কিছুই জানিতে পারেন নাই।"

"তবে উপায়? বাড়ীর ভিতরে কোনখানে লুকাইয়া নাই ত?"

"বাড়ী খুব ভাল করিয়া দেখা হইয়াছে, সে অনেকক্ষণ পলাইয়াছে।"

"অথচ আমরা কেহ কিছু জানিতে পারিলাম না।"

"এই ডাকাত যে-ই হউক, এ যে খুব চালাক লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"আজ রাত্রে আর ঘুম হইবে না," বলিয়া আমার আত্মীয় নীলরতন বাবু শয়ন করিতে গেলেন।

তাহার সে রাত্রে ঘুম হইল কি না বলিতে পারি না; কিন্তু আমার হইল না। এই ডাকাত আমার মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করাইয়াছিল। সমস্ত রাত্রের মধ্যে আমি ঘুমাইতে পারিলাম না—এই ডাকাত সম্বন্ধে ভাবিতে লাগিলাম। কত কি ভাবিলাম, সব মনে নাই. তবে ইহা স্থির করিলাম যে, যেমন করিয়া হউক, এই ডাকাতকে ধরিবই ধরিব।

আরও স্থির করিলাম যে, এ বাড়ীতে থাকিলে আমি তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারিব না। মুর্শিদাবাদ সহরের প্রান্তভাগে একটা হোটেল ছিল, আমি সেই হোটেলে বাসা লওয়া স্থির করিলাম। হোটেলে অনেক বিদেশী লোক আসিয়া বাস করে; তাহাদের নিকটে এই ডাকাত সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাইলেও পাইতে পারি।

তাহার পর নীলরতন বাবুকে আমার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া আমি হোটেলে আসিয়া বাসা লইলাম। চাকরীর চেষ্টায় সহরে আসিয়াছি, হোটেলওয়ালাকে তাহাই বলিলাম; সে তাহাই বিশ্বাস করিল। আমি তথায় বাস করিতে লাগিলাম।

হোটেলওয়ালা ব্রাহ্মণ ও তাহার দাসী ব্যতীত আর কেহ হোটেলে ছিল না, তবে চালে একখানা খাচা ঝুলিতেছিল; দেখিলাম তাহার ভিতরে একটা ময়না—ময়নাটা বেশ পড়ে। আমি যখন উপস্থিত হইলাম, তখন হোটেলে আর কেহই ছিল না। খরিদ্দারের মধ্যে আমিই একা।

পরদিন সকালে দুই- একজন লোক আসিল ; তাহারা আবার সন্ধ্যার সময়ে চলিয়া গেল ; আমি আবার একা হইলাম।

হোটেলওয়ালাকে আমি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভাবিলাম, জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত তাহার সন্দেহ হইবে ; একবার সন্দেহ হইলে আর এখানে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

পর দিবস সন্ধ্যার সময়ে আমি হোটেল হইতে বাহির হইয়া, মাঠের উপর দিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিতে পাইলাম, এক দল বেদে মাঠের মধ্যে ডেরা ফেলিয়াছে। বেদেরা প্রায়ই চোর-ডাকাত হয়, এইজন্য ভাবিলাম, হয় ত ইহারাই এই ডাকাতির মূল। যদি কিছু জানিতে পারি, ভাবিয়া আমি বেদেদের আড্ডার দিকে চলিলাম।

মাঠের মধ্যে একটী পুষ্করিণীর তীরে ইহারা কাপড় ও চটের ছোট ছোট তাম্বু ফেলিয়াছে ; তাহার ভিতরে ছেলেমেয়ে লইয়া বাস করিতেছে। সঙ্গে গাধা, ভেড়া, কুকুর, ছোট বড় ঘোড়াও দুই-একটা আছে। শিশুরা মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া, ধূলা মাখিয়া খেলা করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা রন্ধনাদি কার্য্যে নিযুক্ত, পুরুষেরা ঝুড়ি প্রভৃতি বুনিতেছে। অনেকে সহরে নানাবিধ দ্রব্য বেচিতে ও ভিক্ষা করিতে গিয়াছে। সুবিধা পাইলে ইহারা চুরি করিতেও ছাড়ে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমি দেখিলাম, একজন বেদে সহর হইতে সেইদিকে আসিতেছে। আমি তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলাম। সে নিকটে আসিয়া আমাকে সেলাম করিল। আমি তাহার ভাবভঙ্গী বেশভূষা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিলাম যে, এই লোকটাই বেদেদের দলপতি। আমি আলাপ করিবার জন্য বলিলাম, "তোমাদের ডেরা দেখিতে যাইতেছি।"

লোকটা মৃদু হাসিল। হাসিয়া বলিল, "আসুন, কি আর দেখিবেন, কেবল দুঃখ কষ্ট। দেশে দেশে ঘুরে—এক রকম দুঃখের ধান্দায় ঘুরে বেদেদের চ'লে যায়। তাদের কে দেখে ?"

আমি বলিলাম, "কেন, তোমরা ত খুব সুখে আছ। খোলা জায়গায় থাক—নানা দেশ দেখ—ভাল খাওয়া খাও।"

সে আবার হাসিল। হাসিয়া বলিল, "বাবু, আমরা বড় দুঃখী—আসুন দেখিবেন। ওষুধ চান, আমাদের অনেকে ভাল ভাল ওষুধ জানে।"

"তোমরা এখানে কোথা হইতে আসিতেছ ?"

"আমাদের কিছুই ঠিকানা নাই—আজ এখানে, কাল সেখানে। বোধ হয়, দু-একদিনের মধ্যেই এখান থেকে চ'লে যাব।"

"এবার কোথায় যাইবে ?"

"কিছুই ঠিক নাই, যেখানে ঐ উপরওয়ালা নিয়ে যায়।"

আমি বুঝিলাম, লোকটা কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইবে, কিছুই স্বীকার করিতে চাহে না। সুতরাং সে কথা ছাড়িয়া দিয়া বলিলাম, "তোমাদের দলে কতজন লোক আছে ?"

"বেশি নয় বাবু, বিশ-পচিশ জন হবে।"

"তোমাদের চলে কিসে?"

"এই ঝুড়ি, কাঁচি, ছুরি, খেল্না বেচে—ওষুধ দিয়েও কিছু পাই।"

এই সময়ে আমরা দুইজনে তাহার ডেরায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া অনেক স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা আমাকে চারিদিক্ হইতে ঘেরিয়া ফেলিল। অনেকে অনেক জিনিষ বেচিতে চাহিল, কেহ কেহ ঔষধের কথাও বলিল। আমি বলিলাম, "আমি কেবল বেড়াইতে আসিয়াছি, এখন কিছু কিনিব না।"

এই কথা শুনিয়া অনেকে হতাশ হইয়া চলিয়া গেল। যাহার সঙ্গে আসিয়াছিলাম, সে আমাকে একপার্শ্বে আনিয়া বসাইল। কলিকায় তামাক সাজিয়া আমাকে ধূমপান করিতে দিল, আমি তামাক খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?"

সে বলিল, "লোচন। লোচন বলিয়া সকলে আমায় ডাকে বেদের নাম আবার কি—আমরা বড় দুঃখী।"

"তুমিই বোধ হয়, এ দলের সর্দ্দার?"

"বাবু, সর্দ্দার আর কি, তবে ওরা আমাকে মানে যা বলি, তা করে।"

এমন সময়ে তথায় একটা বালিকা আসিল। তাহাকে ঠিক বালিকা বলা যায় না, বোধ হয়, তাহার বয়স পনের বৎসরের কম নহে। তাহার আকার প্রকার চেহারাও ঠিক বেদের মতও নহে, বরং বেশ গৌর—বড় সুন্দরী সে। তাহার পরিধানে মলিন বস্ত্র—তথাপি তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছে। তাহার বিশাল চক্ষু দুইটি যেন তারার মত জ্বলিতেছে—সেই চোখ দুটীর জন্যই তাহার মুখখানি এত সুন্দর। তাহাকে এই বেদের দলের মধ্যে দেখিয়া সর্দ্দারকে আমি বলিলাম, "এটী কে?"

লোচন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বালিকা বলিল, "আমার নাম কুঞ্জ—আমি বেদিনী।"

লোচন ভ্রুকুটি করিল—বিরক্ত হইল। বিরক্তভাবে তাহার দিকে চাহিল। তাহাতে কুঞ্জ যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন লোচন আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "বুঝিয়াছি, বাবু একে দেখে আশ্চর্য্য হয়েছেন—হবারই যে কথা, ও ঠিক আমাদের মত নয়। ওর মাকে পশ্চিমের এক বড় লালা বিয়ে করেছিল; তার পর বাপ মা দুজনেই ম'রে গেলে আমরাই ওকে এনে মানুষ করছি।"

আমি উঠিলাম। যাইতে যাইতে কথায় কথায় বলিলাম, "লোচন, তোমরা ত অনেক জায়গায় যাও, এই ডাকাতের বিষয় কিছু শুনিয়াছ?"

সে বলিল, "না মশাই, আমরা কাহারও কোন কথায় থাকি না।"

কুঞ্জ আমাদের পশ্চাতে আসিতেছিল, তাহা আমি বা লোচন, কেহই দেখি নাই, সে বলিয়া উঠিল, "আমি—কেন সেই কাইয়া—"

লোচন বিরক্তভাবে তাহার দিকে চাহিয়া তাহাকে ধমক্ দিল। তাহার পর বলিল, আমরা দুঃখী মানুষ, আমরা কাইয়ার কি ধার ধারি? (কুঞ্জের প্রতি) তুই আমাদের সঙ্গে আসছিস্ কেন?"

কুঞ্জ ফিরিয়া গেল। আমি লোচনের সহিত নানা কথা কহিতে কহিতে সহরের দিকে চলিলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া সে-ও ফিরিয়া গেল।

আমি আসিতে আসিতে ভাবিলাম, "বোধ হইতেছে, এই বালিকা ডাকাতির সম্বন্ধে কিছু জানে, নতুবা আমি ডাকাতের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কাঁইয়ার কথা বলিল কেন? কাঁইয়া—এ কে? কি জাত? কোথায় আসিয়াছিল, কেন আসিয়াছিল? আমি যে হোটেলে আছি, সেখানে ছিল না ত?" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে আমি হোটেলে ফিরিলাম।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমি সে রাত্রি কেবল ডাকাতের কথা ভাবিতে লাগিলাম। এই লোচন সম্ভবতঃ কিছু জানে—তাহার ভাবে ইহাই বোধ হয়। কারণ সে ডাকাতির কথা শুনিবামাত্রই কথাটা উড়াইয়া দিল কেন? কেন এ সম্বন্ধে আদৌ আলোচনা করিতে চাহে না? কুঞ্জের কথায় যেন লোচন ভীত হইল—কেন? সে কেন কুঞ্জকে কথা কহিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি তাড়াইয়া দিল? যাহা হউক, এতদিন পরে কতকটা সন্ধানের সুবিধা হইল। লোচন আর কাঁইয়া, ইহাদের নিকটে কিছু জানিতে পারিবার সম্ভাবনা আছে—এই কুঞ্জকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, সে নিশ্চয়ই কিছু জানে। তবে খুব সাবধানে সন্ধান করিতে হইবে। যদি কোনরূপে ইহারা সন্ধান পায়, তাহা হইলে সমস্ত কাজ পণ্ড হইবে। এই হোটেলওয়ালার নিকটে সন্ধান লইতে হইবে। যদি কাঁইয়া তাহার হোটেলে না আসিয়াও থাকে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বেদেদের ডেরায় যাইবার সময়ে তাহার হোটেলের সম্মুখ দিয়া গিয়াছে, অন্য পথ আর নাই। যাহাই হউক, আমি হোটেলওয়ালাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব, মনে মনে স্থির করিলাম। বেলা দ্বিপ্রহরের পর হোটেল-ওয়ালা নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক খাইত—সেই-ই উপযুক্ত সময়।

ঠিক সময়ে আমি তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। নানা কথা কহিতে লাগিলাম, পরে সময় বুঝিয়া কাঁইয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিব স্থির করিলাম; কিন্তু তাঁহার কথা পাড়িব মনে করিতেছি, এমন সময়ে লোচন সেইখানে

উপস্থিত হইল - যেন আমাকে দেখিয়াই সে দাঁড়াইল। তৎপরে বলিল, "বাবু আজ রাত্রে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আমরা রওনা হইব।"

আমি বলিলাম, "আজ-ই যাবে, আমি সেদিন তোমাদের ওখানে গিয়ে বড় খুসী হয়েছিলাম ; আর একদিন যাব মনে করিতেছিলাম।"

লোচন বলিল, "অনেকদিন এখানে আছি।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "তোমরা গেলেই বাঁচি। যেখানে বেদেরা যায়, সেইখানেই চুরি ডাকাতি—লোকজন আর সে দেশে ভয়ে আসে না ; আমার খদ্দের-পত্র সব মাটী হ'য়ে গেছে। আগে কত লোক আস্‌ত।"

আমি সুবিধা বুঝিয়া বলিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আপনার হোটেলে কাঁইয়া নামে একজন আসিয়াছিল ?"

চক্রবর্ত্তী উত্তর দিবার পূর্ব্বে লোচন হাসিয়া বলিল, "আপনার মাথার ভিতর কুঞ্জির কথা গিয়াছে দেখিতেছি, একজন কাঁইয়া জিনিষ বেচ্‌তে আমার ডেরায় গিয়েছিল।"

চক্রবর্ত্তী রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া বলিল, "জানি—জানি - বেটা আমার এখানেই বাসা নিয়েছিল—বলে দেশে দেশে ফিরি ক'রে বেড়াই ; খেতো নিজে রেঁধে—যাবার সময় দু গণ্ডা পয়সা ঘর ভাড়া দিতে চায়—আমি তাকে দূর ক'রে দিয়েছি।"

"তাই সে আমাদের ডেরায় গিয়েছিল।"

"সে রকম লোক বেদের বন্ধু হবে না ত হবে কে ?"

"বন্ধু ! আমাদের ঠকিয়ে জিনিষ বেচ্‌বার চেষ্টা পেয়েছিল, তাই দেখে আমিও তাকে দূর ক'রে দিয়েছিলাম।"

আমি নীরবে ছিলাম, ভাবিলাম, ইহারা উভয়ে ঝগড়া করিয়া ডাকাতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া ফেলিবে ; কিন্তু সে কথা উভয়ের কেহই বলি-

তেছে না দেখিয়া, আমি চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,"চক্রবর্ত্তী মহাশয়, এই যে এমন সব ভয়ানক ডাকাতি হইতেছে, ইহার বিষয় আপনি কি মনে করেন ?"

চক্রবর্ত্তী ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "এই বেদে বেটাদেরই কাজ—বেটাদের সঙ্গে কাঁইয়ার এত ভাব দেখিতেছেন—এতেও কিছু বুঝ্ছেন না ?"

লোচন কেবলমাত্র বলিল, "দুঃখী মানুষের মা বাপ নাই—তাদের দু' কথা বল্লেই হ'ল," বলিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান হ'তে লোচন চলিয়া গেল।

আমি তখন বলিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আপনি কি বলিতেছিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।"

চক্রবর্ত্তী বিরক্তভাবে বলিল, "আপনার মত লোকের বোঝ্বার সাধ্য নাই।"

"তবু বলুন না, শুনি।"

"এ আর বুঝ্তে পার্লেন না। এই বেদেরা চুরি-ডাকাতি করে—তার পর চোরাই মাল এই কাঁইয়া বেটাকে বেচে—সে সেই সব চোরাই মাল অন্য সহরে নিয়ে গিয়ে কাজ ফতে ক'রে আসে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "কাঁইয়া আপনাকে পয়সা দেয় নাই, বলিয়াই বুঝি এত রাগ।"

চক্রবর্ত্তী মুখখানা মহা বিকৃত করিয়া বলিল, "মহাশয়, বেদেরা আবার কবে সাধু হয় ? ও বেটারা চিরকাল চোর-ডাকাত—দুনিয়াশুদ্ধ লোক জানে।"

আমি বলিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, যেদিন কাঁইয়া এখানে আসে, সেদিন আর কেউ এখানে এসেছিল ?"

"হাঁ এসেছিল, তারই জন্যে, বেটা কিছু না দিলেও আমি তত রাগি নাই।"

"কেন?"

"একটী বড় ভদ্রলোক এসেছিলেন; তাঁর কি মিষ্ট কথা, কি চেহারা, তিনি একবেলা খেয়ে আমাকে একটা পূরো টাকা দিয়া গিয়াছিলেন।"

"কাঁইয়া কি ইহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?"

"না, কাইয়া বেটা তাহাকে চিনিবে কেমন করিয়া। বেটা কি কম ভুগিয়েছিল—জল খাবার জন্যে একটা ঘটা চাহিলে, যে-টা দিই, সেইটাই বলে, বড় ময়লা, আর একটা নিয়ে এস। বেটাকে যে আমি তখন মারিনি, এই তার বড় ভাগ্য।"

আমি উঠিলাম—আমি কতক সন্ধান পাইয়াছি। ভাবিলাম যে, সেই ডাকাত এই ভদ্রলোক; কাইয়া তাহারই লোক; বোধ হয়, সেই ভদ্রলোক ঘটীতে কোন সঙ্কেত তাহার জন্য লিখিয়া যায়, নতুবা কাইয়া ঘটার পর ঘটা চাহিবে কেন? যাহা হউক, ঘটাগুলি আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে হইল।

সুবিধামত সকলের অসাক্ষাতে আমি হোটেলের ঘটীগুলি দেখিতে লাগিলাম। একটা ঘটার নীচে তীক্ষ্ণাগ্র শলাকা দিয়া কি লেখা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ভাল করিয়া পড়িয়া দেখি, লেখা আছে,—

"শুকন গাছ—দশ ডাইনে—ছয় বায়—ত্রিশূল।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘটার নীচে এই রহস্যপূর্ণ কথা কয়েকটী লেখা দেখিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। ইহার ভিতরে যে গুরুতর রহস্য নিহিত আছে, তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভদ্রলোক সহসা চক্রবর্ত্তীর হোটেলে আহার করিতে আসিবে কেন? আসিয়া একেবারে এক টাকা দিবে কেন? তাহার পরই কাঁইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; সে ঘটার পর ঘটী চাহিয়াছিল, সুতরাং তাহার নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য ছিল। কেহ তাহার উপরে কোন সন্দেহ না করে, এইজন্যই সে শেষে চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বেদেদের আড্ডায় গিয়াছিল।

আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, প্রথম ব্যক্তি ঘটার নীচে লিখিয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয় ব্যক্তি কাঁইয়া ঘটার পর ঘটা চাহিয়া সে লেখার অনুসন্ধান করিতেছিল। উভয়ের মধ্যে এই কৌশলপূর্ণ সঙ্কেত চলিত— কেহ কাহারও সহিত দেখা করিত না। ইহাতে কেহই সন্দেহ করিত না যে, ইহারা উভয়ে একদলেরই লোক।

তাহার পর কাঁইয়া নানা দ্রব্য ফিরি করিয়া বেড়াইত, কেহ তাহাকে সন্দেহ করিত না।

আমি বুঝিলাম, নিশ্চয়ই এই ভদ্রলোক, কাঁইয়া ও লোচন, তিন-জনেই একদলের লোক। তবে ইহাদের সহিত যে অশ্বারোহী ডাকাতের কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। তবে এটা স্থির, ইহারাও ডাকাত, না হয় চোর। প্রথম ব্যক্তি চুরি করিয়া

কোনখানে চোরাই মাল পুতিয়া রাখিয়া এইরূপে হোটেলে আসিয়া ঘটীর সঙ্কেতে কোথায় মাল লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহাই লিখিয়া রাখিয়া যায়। পরে কাঁহয়া আসিয়া ঘটীর নীচে লিখিত বিষয় পড়িয়া দেখে। তাহার পর সে সেখান থেকে চোরাই মাল বাহির করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। কি সুন্দর সুবন্দোবস্ত। কি সুকৌশল! আমি ভাবিলাম, যাহাদের এমন বুদ্ধি, এমন মাথা, তাহারা ভাল দিকে মাথা খাটাইলে সংসারের যে অনেক উপকার করিতে পারে।

আমি ইহাও বুঝিলাম, শুক্‌ন গাছের ডান দিকে—দশ হাত দূরে আর বামদিকে ছয় হাত দূরে—মাটীর নীচে কিছু চোরাইমাল পোতা আছে, এবং যথাস্থানে ত্রিশূল চিহ্ন দেওয়া আছে। কিছু যে পোতা আছে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। আমি মনে মনে স্থির করিলাম, এই শুক্‌ন গাছের নীচেটা আমাকে একবার দেখিতে হইবে। আমি চক্রবর্ত্তীকে কোন কথা বলিলাম না। এই শুক্‌ন গাছটা কোথায়, আমি তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কখনও যে এরূপ গাছ এখানে কোনখানে আমার চোখে পড়িয়াছে বলিয়াও মনে হইল না।

অবশেষে আমি চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আপনার কোন শুক্‌ন গাছের কথা মনে হয়? একটী আলাপী লোক আমাকে পত্র লিখেছেন যে, শুক্‌ন গাছের নীচে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে; কিন্তু কোন্ শুক্‌ন গাছের কথা তিনি লিখিয়াছেন, আমি ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

চক্রবর্ত্তী বলিল, "কেন, ঐ যে উত্তরদিকের মাঠের মধ্যে মস্ত একটা শুক্‌ন গাছ আছে—বোধ হয়, তিনি সেইটার কথাই বলেছেন।"

"তাহাই হইবে," বলিয়া আমি সেই মাঠের দিকে চলিলাম। তখন সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই।

আমি দূর হইতে দেখিলাম যে, বেদেরা এখনও আড্ডা তুলে নাই—আমাকে শুক্‌ন গাছের কাছে যাইতে যে পথ চক্রবর্ত্তী বলিয়া দিয়াছিল, এবং বেদেরা যে মাঠে ছিল, তাহা তাহার অপর দিকে, আমি সেইদিকেই চলিলাম।”

সহসা আমার পশ্চাতে কে বলিল, “আপনি ভাল আছেন, অমর বাবু?”

আমি চমকিত হইয়া ফিরিলাম, দেখি সেই বেদিনী কুঞ্জ। সে আমার নাম কেমন করিয়া জানিল, ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইলাম যাহাই হউক, আমি যেমন করিয়া হউক, একবার গোপনে তাহার সহিত দেখা করিব, মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। সে বিষয়ে আমাকে আর কোন কষ্ট পাইতে হইল না। এই নির্জ্জন প্রান্তরে সে আপনা-আপনিই আমার সম্মুখে দেখা দিল।

আমি বলিলাম, “তুমি আমার নাম জানিলে কিরূপে?”

সে বলিল, “আমি আপনাকে চিনি, লোচনও চিনে, আমরা সহরে জিনিষ বেচতে গিয়ে আপনাকে দেখেছিলাম।”

“তাহা হইলে লোচন বেশ জানে, আমি কে?”

“হাঁ, আরও জানে যে, আপনি ডাকাতির সন্ধান করছেন।”

“তার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি? তবে কি এই ডাকাতের সঙ্গে লোচনের কোন সম্বন্ধ আছে?”

“না, আমি তা জানি না।”

“কাঁইয়ার বিষয় কি জান?”

“সে আমাদের ডেরায় এসেছিল; তার পর লোচনের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়, তাই লোচন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।”

আমি কুঞ্জের কথা ঠিক বলিয়া বোধ করিলাম না; সুতরাং তাহাকে

কোন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। বোধ হয়, সে আমার মনের ভাব বুঝিল। বলিল, "আমি সত্যকথাই বলিয়াছি। আমি এখন আপনার কাছেই যাইতেছিলাম। আপনি এইদিকে যাইতেছেন দেখিয়া এইদিকে আসিলাম।"

"কেন? কোন কথা আছে?"

"আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অনেক কষ্টে ডেরা হইতে লুকাইয়া আসিয়াছি।"

"কেন, কিছু কি হয়েছে?"

"আপনি এখানে থাকিলে বিপদে পড়িবেন।"

"বিপদ্—কেন?"

"কেন? আপনি এই ডাকাতির সন্ধানে লাগিয়াছেন বলিয়া আপনার উপর লোচনের ভারি রাগ সে আপনার উপর নজর রেখেছে, আপনি এ সন্ধান ছেড়ে দিয়ে সহরে যান।"

এ কথায় আমার পূর্ব্ব সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। বলিলাম, "কুঞ্জ, আমার বোধ হইতেছে, লোচন এই ডাকাতির মধ্যে আছে।"

সে নতমুখে বলিল, "তা জানি না। আপনি নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া যান্—এখানে আর থাকিবেন না।"

আমি বলিলাম, "লোচন ত আজই চলিয়া যাইবে?"

"হাঁ, আমরা রাত্রে রওনা হইব।"

"তাহা হইলে আমার ভয় কি?"

সে আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "সে আপনাকে খুন করিবে।"

আমি চমকিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "যান্—সহরে যান্—এখানে আর থাকিবেন না।"

"পান করুন, কথা কহিবেন না।"

[জয়-পরাজয়—২৯ পৃষ্ঠা।

PAUL & SON

এই বলিয়া সে সত্বরপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। আমি তখন আবার শুকনা গাছের দিকে চলিলাম।

সম্মুখেই সেই গা , দশ হাত দক্ষিণ দিকে গিয়া দেখিলাম, মাটীতে একটা ছোট ত্রিশূল পোতা আছে। আমি পকেটে করিয়া একখানা বড় ছুরি আনিয়াছিলাম হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সেই ছুরি দিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিলাম। এক হাত নীচে একটা ছোট টীনের বাক্সে ছুরি লাগিয়া শব্দ হইল। আমি ব্যগ্র হইয়া মাটী সরাইয়া বাক্সটা তুলিলাম। বাক্স বন্ধ ছিল—ছুরি দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে খুলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার কিন্তু উহা হইতে সমস্ত জহরতগুলি কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

সহসা আমার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিল আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম তাহার পর আর কিছু মনে নাই

নবম পরিচ্ছেদ

যখন আমার জ্ঞান হইল তখন আমি মস্তকে গুরুতর বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম দেখিলাম আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তবে মেঘ থাকায় পরিষ্কার জ্যোৎস্না নাই। আরও দেখিলাম, একটী স্ত্রীলোক আমার শুশ্রূষা করিতেছে—সেই অস্পষ্ট আলোকে আমি তাহাকে চিনিলাম—সে সেই কুঞ্জ।

আমি কষ্টে বলিলাম, "আমি কোথায়? আমার——"

বাধা দিয়া সে অতি স্নেহপূর্ণ মৃদুস্বরে বলিল, "চুপ্ করুন, কথা কহিবেন না, কথা কহিলে অসুখ বাড়িবে—এইটা খান।"

সে আমাকে কি একটা ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। আমি ঔষধের গুণে শীঘ্রই অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। তখন আমার মনে পড়িল যে, আমি গহনার বাক্স মাটীর নীচে পাইয়াছিলাম—তার পর কে আমার মাথায় লাঠী মারিয়াছিল।

আমি বলিলাম, "কে আমার মাথায় লাঠী মারিয়াছিল?"

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলিল, "লোচন, আমি আগেই আপনাকে বলিয়াছিলাম।"

আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "গহনা—গহনা?"

অতি কষ্টে গর্ত্তের দিকে ফিরিলাম। দেখিলাম, গহনার বাক্স নাই, যে আমাকে আঘাত করিয়াছিল, সে-ই গহনা লইয়া পলাইয়াছে। আমাকে ব্যাকুল ও ব্যস্ত হইতে দেখিয়া কুঞ্জ বলিল, "ব্যস্ত হইলে অসুখ বাড়্‌বে। আমি মাথাটা বেঁধে দিই।"

আমি কোন কথা কহিলাম না। কুঞ্জ অতি যত্নে আমার মাথা বাঁধিয়া দিল, সে কি ঔষধ দিয়া পূর্ব্ব হইতেই রক্ত বন্ধ করিয়াছিল। সে আবার আমায় কি একটা ঔষধ খাওয়াইয়া দিল।

তখন সে অতি যত্নে আমাকে ধরিয়া গাছের গায়ে ঠেসান দিয়া বসাইয়া দিল, সে-ও নিজে আমার পাশে বসিল।

সেই গভীর রাত্রে নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে সেই শুক্‌ন গাছের নীচে আমি এক অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর পার্শ্বে উপবিষ্ট। আমাদের চারিদিকে অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে জনমানব নাই—বোধ হয়, কাহারও কখনও এরূপ অবস্থা হয় না। আমার তখন বয়স অল্প—যুবক মাত্র। কেমন আমার মন আপনা আপনি কুঞ্জের দিকে আকৃষ্ট হইল।

আমি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কুঞ্জকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখানে কিরূপে আসিলে, কুঞ্জ?"

সে বলিল, "লোচনকে ডেরায় না দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল ; আমি ভাবিলাম, নিশ্চয়ই সে তোমার সন্ধানে গিয়েছে, তাই আমি অনেক কষ্টে আবার এইদিকে আসিলাম। আসিয়া দেখি, আপনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, বোধ হয়, আমি আসিয়া ঔষধ দিয়া রক্ত বন্ধ না করিলে আপনি বাচিতেন না।"

আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কুঞ্জ বলিল, "বোধ হয়, সে আপনার পিছনে আসিয়াছিল। আমি জানি, সে আপনাকে খুন করিবার জন্য ঘুরছিল।"

"গহনার বাক্স ?"

"গহনার বাক্স এখানে ছিল না।"

"নিশ্চয় সে-ই নিয়ে গেছে।"

"অনেক রাত হয়েছে, আমাকে না দেখ্‌তে পেলে সকলে খুঁজ্‌বে। চলুন, আপনাকে সঙ্গে ক'রে আমি হোটেলে রেখে আসি।

আমিও ইহাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তাহার পর অতি কষ্টে কুঞ্জের স্কন্ধের উপরে ভর দিয়া হোটেলের দিকে চলিলাম। সে অতি যত্নে সাবধানে আমাকে লইয়া চলিল। কুঞ্জ সে সময়ে না থাকিলে আমার রক্ষা পাইবার কোন উপায় ছিল না।

পথে আমি কুঞ্জকে বলিলাম, "কুঞ্জ, তুমি ত বেদের মেয়ে নও।"

"হাঁ, আমার বাপ লালা, এখন আমি বেদে।"

"তোমার কি এদের দলে থাক্‌তে ভাল লাগে ?"

"তা কি কখনও ভাল লাগে ? আমার বাপ আমাকে বড় যত্নে রেখে-ছিলেন কি করি, আর কোথাও যাবার স্থান নাই।"

"যদি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে তোমাকে রাখি, তাহা হইলে কি তুমি থাক ?"

"কেন থাক্‌ব না, কে রাখ্‌বে ?"

"যদি কেউ রাখে।"

কুঞ্জ একটু ভাবিয়া বলিল, "হয় ত আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন ?"

"জানি না।"

"বল, তা হ'লে কুঞ্জ, তুমি ঐ চোরের দল ছেড়ে আসিবে ?"

"আমি চোর বলিতে পারি না ; তাহারা এখনও আমাকে খাওয়াই-তেছে, পরাইতেছে।"

"তুমি ওদের দলে থেকো না, কুঞ্জ।"

"এই আমরা হোটেলের দরজায় এসেছি—এখন আমি যাই।"

এই বলিয়া কুঞ্জ আমার হাত হইতে হাত সরাইয়া লইল, আমিও তাহার গলা হইতে হাত তুলিয়া লইলাম ; সে চলিয়া গেল। আমি হোটেলের দরজায় ঘা মারিলাম।

তখন আবার আমার মাথা ঘুরিয়া গেল—আমি বসিয়া পড়িলাম ; তাহার পর কি হইল, আমার আর সংজ্ঞা নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

আমার যখন জ্ঞান হইল, তখন আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, আমি আমার আত্মীয় নীলরতন বাবুর বাড়ীতে আমার নিজের ঘরে শয়ন করিয়া আছি। নীলরতন বাবু আমার বিছানার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন; আর আমাদের ডাক্তার বাবু আমার বিছানায় বসিয়া আমার নাড়ী দেখিতেছেন।

আমার সংজ্ঞালাভ হইয়াছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ভয় নাই, অমর বাবু, সপ্তাহ মধ্যে ভাল হইয়া উঠিবেন।"

আমি বলিলাম, "তাহাই করিয়া দিন, আমার অনেক কাজ করিতে আছে।"

ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এখন ও সব ভাবিবেন না, বেশি কথা কহিবেন না, বিশ্রাম করুন। আমি চলিলাম।"

সপ্তাহ মধ্যে আমি সুস্থ হইলাম না। সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া উঠিতে আমার প্রায় পনের দিন লাগিল। এই পনের দিন আমি কেবল ডাকাতির বিষয় ভাবিলাম; তবে মিথ্যাকথা বলিব না, এই ডাকাতির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কুঞ্জের কথাও ভাবিয়া ফেলিতাম; তাহার সরলতামাখা সুন্দর মুখখানি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার বিশাল চক্ষুর্দ্বয় যেন আমার হৃদয়কাশে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করিত—আমি তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম!

ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই. সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। ভাল হইলেই সন্ধান করিয়া তাহার সহিত দেখা করিব—পাষণ্ড লোচনের উপযুক্ত দণ্ড দিব, মনে মনে এইরূপ একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম।

সুস্থ হইলে আমি জানিতে পারিলাম যে, সেদিন কুঞ্জ কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া চাহিয়াছিল; আমাকে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া সে সত্বর আমার নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে আমাকে অজ্ঞান দেখিয়া হোটেল-ওয়ালাকে ডাকিয়া আমার নাম ও ঠিকানা বলিয়া নীলরতন বাবুর বাড়ীতে আমাকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিল। তাহাই চক্রবর্ত্তী সেই নীলরতন বাবুকে সংবাদ দেয়। নীলরতন বাবু তৎক্ষণাৎ হোটেলে আসিয়া আমাকে পাল্কী করিয়া বাড়ী লইয়া যান্।

চক্রবর্ত্তী মধ্যে মধ্যে আমার সংবাদ লইতে আসে। তাহার হোটেল-বাসকালে আমি আহত হইয়াছিলাম বলিয়া, সে আমার উপর বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিত। সকলকেই বলিত, "এ-ও সেই বেদে বেটা-দের কাজ—বেটারা যত অনিষ্টের মূল—তবে সেদিন সেই বেদের মেয়েটা আমাকে ডেকে না দিলে অমর বাবুর দেহত্যাগ হইত।"

আমি একটু ভাল হইলে যখন একদিন চক্রবর্ত্তী আসিল তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সেই কাঁইয়াটার চেহারা কেমন বলিতে পারেন?"

চক্রবর্ত্তী তাহার যেরূপ রূপ বর্ণন করিল, তাহাতে তাহাকে চিনিবার কোন উপায় নাই। চক্রবর্ত্তীর বর্ণনা মাড়োয়ারী বেনিয়া মাত্রেরই উপরে প্রয়োগ করা যায়। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না দেখিয়া সে বলিল, "তার বা দিক্‌কার চোখের উপরে একটা কাটা দাগ আছে।"

আমি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলাম, "হাঁ, এখন কতক সন্ধান হইতে পারে।"

তাহার পর আমি যেদিন ভাল হইয়া উঠিলাম, সেইদিনই আবার ডাকাতির সন্ধান আরম্ভ করিলাম। তবে ইহাও বলি, কুঞ্জের সন্ধানও করিতে লাগিলাম; শুনিলাম, তাহারা কলিকাতার দিকে গিয়াছে—বোধ হয়, এতদিনে নাগাদ হুগলীতে পৌঁছিয়াছে; তাহা হইলে তাহারা কলিকাতার দিকে গিয়াছে। কলিকাতায় গেলে কুঞ্জের সঙ্গে দেখা হইতে পারে। ফতে আলি দারোগাও কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন। তাহার সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত প্রয়োজন; আমি যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা অনাতবিলম্বে তাহাকে বলা আবশ্যক; তাহাতে তাহারও অনুসন্ধানের সুবিধা হইবে—ডাকাতও শীঘ্র ধরা পড়িবে। এই সকল ভাবিয়া আমি কলিকাতা যাওয়া স্থির করিলাম; পরদিনই কলিকাতা রওনা হইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় অমূল্য বাবু বলিয়া আমার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী লোক, টাকা-পয়সা যথেষ্ট ছিল। আমি তাহার বাড়ীতে বাস করিব স্থির করিয়াই রওনা হইলাম।

রওনা হইবার পূর্ব্বেই আমি ফতে আলি দারোগাকে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, এবং যাহা যাহা আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, সমস্ত লিখিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি যে কলিকাতায় যাইতেছি, তাহাও জানাইয়াছিলাম

আমি কলিকাতায় আসিয়া অমূল্য বাবুর বাড়ীতে উঠিলাম। তিনি বহুদিন পরে পুরাতন বন্ধু পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন, যত্ন অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হইল না।

আহারাদির পরই আমি ফতে আলি দারোগার সহিত দেখা করিতে চলিলাম। তিনি আমাকে অতি সমাদরে বসাইলেন; তৎপরে তথা হইতে অন্যান্য সকলকে বিদায় করিয়া দিয়া বলিলেন, "অমর বাবু, তুমি অনেক ভুগিয়াছ—বিশেষতঃ এই ব্যাপারে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "যদি মাথায় লাঠী পড়ার বিষয় বলেন, তবে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছি, এইমাত্র। যাহা হউক, আমি যে অনেক-খানি সন্ধান পাইয়াছি, এ কথা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে।"

"দু'হাজারবার স্বীকার করি। এ মাম্‌লার তদারকে যে তোমার সাহায্য পাইয়াছি, ইহাতে আমি বিশেষ খুসী হইয়াছি। যাহা হউক, যে লাঠী চালাইয়াছিল, আমি তাহাকে পাইয়াছি।"

তাঁহার এই কথায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কোন কথা বলিলাম না; কিন্তু তিনি পরে যাহা বলিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিলাম, তিনি নিজে মস্ত ভুল করিয়াছেন।

তিনি বলিলেন, "যখন তোমার পত্র পাইলাম, আর কাঁইয়ার কথা জানিলাম, তখনই বুঝিলাম কে লাঠী চালাইয়াছিল।"

"আপনি কাহাকে সন্দেহ করেন?"

"এ কথা কি তোমার মত বুদ্ধিমানের জিজ্ঞাসা করা উচিত? সেই কাঁইয়া—কাঁইয়া—ভিকরাজ—কাঁইয়া ফেরিওয়ালা।"

"তবে আপনি বলেন, সেই কাঁইয়াই আমার মাথায় লাঠী মারিয়াছিল?"

"সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে—সে প্রথমে মাটী খুঁড়িয়া গহনার বাক্স বাহির করিয়া জহরতগুলা লইয়া যায়; তাহার পর সোনাগুলা লই-

বার জন্ত দ্বিতীয়বার আসে, তোমাকে গাছতলায় দেখিতে পায়, তাহার পর যাহা হইয়াছিল, তুমি তাহা বেশ জান।"

এই বলিয়া ফতে আলি খুব হাসিতে লাগিলেন। যদি কুঞ্জের নিকটে না শুনিতাম যে, লোচন আমাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা হইলে হয় ত আমি ফতে আলির কথা বিশ্বাস করিতাম; কিন্তু সকল কথা একেবারে এই পণ্ডিত দারোগাকে বলা উচিত নহে মনে করিয়া আমি কেবলমাত্র বলিলাম, "সম্ভব।"

ফতে আলি বলিলেন, "এই ভিকরাজ সব করিতে পারে।"

"আপনি তাহাকে পাইয়াছেন?"

"হাঁ তোমার চিঠীতে তাহার চেহারার বর্ণনা ছিল তাহাতেই তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিয়াছি, বা ভ্রূর উপরকার দাগেই বেটা ধরা পড়িয়াছে।"

"এ কোথায় থাকে?"

"বাশতলার গলিতে, রোকড়ের একটা দোকান আছে; তবে ভিতরে ভিতরে চোরাই মাল কেনা আর বেচাই ব্যবসা।"

"তাহা হইলে সে চোর-ডাকাতের একজন মহাজন।"

"হাঁ, অনেকদিন হইতে আমাদের নজর ইহার উপরে আছে, তবে প্রমাণ অভাবে কিছুই করিতে পারি নাই।"

"তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন?"

"না, এখনও করি নাই। এখনও তাহার বিরুদ্ধে বেশি কোন প্রমাণ নাই; বিশেষতঃ সে যদি ধরা পড়ে, তাহা হইলে দলের লোক সাবধান হইয়া পলাইবে—তাহাদের কাহাকেই আর ধরিতে পারিব না।"

"এ কথা আপনি ঠিক বলিয়াছেন। তবে তাহার সঙ্গে আমি একবার দেখা করিতে চাই। দেখা করিলে সে হয় ত কোন কথা বলিয়া

ফেলিতে পারে, আর আমরাও এমন কোন প্রমাণ পাইতে পারি, যাহাতে তাহাকে ধরিতে আর কোন আপত্তি থাকিবে না।"

"বেশ কথা, আজ সন্ধ্যার পর দেখা করিব; কিন্তু অমর বাবু, আমি খুব খুসী হইয়াছি।"

"কি বিষয়ে?"

"ঘটীর বিষয়ে তোমার খুব বাহাদুরী আছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ইহাতে বড় বেশি বাহাদুরী নাই, কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম।"

দারোগা সাহেব উঠিয়া সানন্দে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "না হে বাপু না—এই ঘটীর ব্যাপার অন্যান্য ডাকাতিতে আছে কি না, দেখিবার জন্য আমি এক লোক পাঠাইয়াছিলাম—সে গিয়া যেখানে যেখানে ডাকাতি হইয়াছিল, তাহার নিকটস্থ সরাইখানায় ঘটী অনুসন্ধান করিয়া ঘটীর নীচে লেখা দেখিয়াছে। এখন স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, রাত্রে ডাকাতি করিয়া ডাকাত কাছে কোনখানে মাল পুতিয়া রাখিত; পরে ভদ্রলোক সাজিয়া নিকটস্থ সরাইখানায় ঘটীর নীচে সঙ্কেতে মাল যেখানে পুতিয়াছে, তাহা লিখিয়া যাইত; পরে গুণধর ভিকরাজ কাঁইয়া ফেরিওয়ালা সাজিয়া সেই সরাইখানায় যাইত, আর ঘটীর নীচে হইতে সঙ্কেত পড়িয়া যথাসময়ে মাল তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় ফিরিত—বেটাদের বুদ্ধি আছে, এ কথা স্বীকার করি। এও স্বীকার করি, তোমারও বুদ্ধি আছে—পুলিসে চাকরী লও না কেন—উন্নতি করিতে পারিবে; যাহাতে উন্নতি হয়, সে বিষয়ে আমি খুব দৃষ্টি রাখিব।"

এইরূপ সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর "আজ সন্ধ্যার সময়," বলিয়া ফতে আলি দারোগা চলিয়া গেলেন; আমিও বাসার দিকে চলিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমার কাছে সকল কথা শুনিয়া অমূল্য বলিল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব—মজা কি হয়, দেখিতে চাই।"

আমি বলিলাম "ফতে আলি কি বলিবে, বলিতে পারি না; বোধ হয়, কিছু আপত্তি করিবে না।"

"আপত্তি করে, চলিয়া আসিব।"

"তবে ঠিক হইয়া থাকিয়ো, সন্ধ্যার সময়ে যাইব।"

"ঠিক আর কি হইব, তবে কেবল একবার দেখিয়া লইতে হইবে, রিভল্‌বারটা ঠিক আছে কি না।"

"রিভল্‌বার! রিভল্‌বার কেন হে?"

"রাত্রে বদমাইসের আড্ডায় যাইতে হইবে—সাবধানে মার নাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "পুলিসের দারোগা সঙ্গে থাকিবে।"

অমূল্য গম্ভীরভাবে বলিল, "পুলিসের দারোগাকে যে রেহাই দিবে, তাহা তোমাকে কে বলিল?"

আমি আর কোন কথা কহিলাম না। সন্ধ্যার পরে আমরা দুইজনে ফতে আলি দারোগার বাড়ীর দিকে চলিলাম।

বাঁশতলার গলিতে পৌঁছিতে প্রায় রাত্রি আটটা বাজিল। সৌভাগ্যের বিষয়, ফতে আলি অমূল্যকে সঙ্গে লইতে কোন আপত্তি করিলেন না। হাসিয়া বলিলেন, "বাবুর একটু পুলিসের কাজ দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে—ভাল—ভাল।"

আমরা একটা ছোট দোকান ঘরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে একটা হিন্দুস্থানী বালক বসিয়াছিল, সে আমাদিগকে দেখিয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ফতে আলি ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে তাহার গলাটা টিপিয়া ধরিলেন; বলিলেন, "ভিকরাজ কোথায় ?"

বালক রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল. "বল্‌ছি—সে—সে—গলা ছেড়ে দাও—দম বন্ধ হ'য়ে গেল যে!"

"বল বেটা," বলিয়া ফতে আলি তাহার গলা ছাড়িয়া দিলেন।

সে বলিল, "কর্ত্তা এখন ভিতরের ঘরে একজনের সঙ্গে কথা কহিতে-ছেন।"

দারোগা নিঃশব্দে গিয়া ভিতর দিকের দরজাটা একটু ঠেলিয়া দেখি-লেন; তৎপরে ফিরিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "এক বেটা বেদে; এখন গিয়াছে. এস।"

বেদের নাম শুনিয়া আমার লোচনের কথা মনে পড়িল; কিন্তু আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ফতে আলি আমায় বলিলেন, "এস।" আমরা দুইজনে তাহার সঙ্গে ভিতরের গৃহে প্রবিষ্ট হইলাম। দেখিলাম, একজন মাড়োয়ারী বসিয়া খাতা-পত্র দেখিতেছে, তাহার বাম ভ্রূর উপরে যথার্থ একটা দাগ আছে। সে সত্বর উঠিয়া দুই হস্ত বাড়াইয়া সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে বলিল, "দারোগা সাহেব, আসুন—আসুন।" তাহার পর আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইহাঁরা আপনার বন্ধু—বসুন, বসুন, বাবু সাহেব।"

আমরা সকলে বসিলাম। তখন ফতে আলি দারোগা বলিলেন, "আমরা তোমাকে সেই ডাকাতির সম্বন্ধে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

ভিকরাজ হাসিয়া বলিল, "সে কি দারোগা সাহেব ? ডাকাতির আমি কি জানি ? আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না—সাহেব। আমি এমন পাগল নই যে, ফাঁসী-কাঠে মাথা দিই।"

আমি বলিলাম, "অনেক সময়ে এ ভয় থাকে না।"

ভিকরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মশায়, মাড়োয়ারীরা এত গোল-যোগে যায় না—বেচে-কেনে খায় এইমাত্র। আমি এইখানেই কাজ করি, এখান হইতে এক পাও নড়িনি।"

আমি বলিলাম, "মুর্শিদাবাদের হোটেলে মধ্যে মধ্যে মহাশয়ের যাওয়া-আসা আছে ?"

"মুর্শিদাবাদ—নাম শুনিয়াছি, কখনও দেখি নাই।"

আমি কি জিজ্ঞাসা করিব, সহসা স্থির করিতে পারিলাম না, শেষে বলিলাম, "আপনি যদি এখান হইতে কোনখানেই যান্ না, তবে আপনার বেদেদের সঙ্গে পরিচয় হইল কিরূপে ?"

ভিকরাজ কহিল, "টাকা ধার দেওয়া কাজে অনেক রকম লোকের সঙ্গে আলাপ হয়—বোধ হইতেছে, যেন আপনিও একদিন আমার কাছে কতকগুলা গহনা বাধা দিতে আসিয়াছিলেন।"

ফতে আলি আমার দিকে চাহিলেন। আমি প্রথমে ভিকরাজের কথায় নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম ; কিন্তু শীঘ্রই বেটার বদ্‌মাইসী মৎলব বুঝিয়া বলিলাম, "মহাশয়কে বেশ চিনিয়াছি।"

তখন সে রাগতভাবে বলিল, "আপনি কি আমাকে ডাকাতের দলের লোক বলিতে সাহস করেন ?"

আমি অবিচলিতভাবে বলিলাম, "হাঁ, খুবই সাহস করি ; আমাকেও আজ-কাল ঘটার নীচের সঙ্কেত পড়িবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে।"

এই কথায় যেন সে কিছু বিচলিত হইল। মুহূর্তের জন্য যেন ভীতির

চিহ্ন তাহার মুখে দেখা দিল। সে আরও রাগত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "মিথ্যাকথা।"

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "মিথ্যাকথা নয়—বেদের সঙ্গে তোমার বন্দোবস্ত আছে—সেই বেদে একটু আগে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল।"

এই সময়ে একটা দ্বার এক্‌টু খুলিল ; বোধ হয়, আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ভিতরস্থ ব্যক্তি 'আমরা কে' দেখিবার জন্য দরজা একটু খুলিল ; আমি স্পষ্ট তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম—সে লোচন।

ভিকরাজ অতিশয় ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আপনার সব মিথ্যাকথা, কোন বেদে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসে নাই।"

"বটে, এই যে তোমার ঘরে সে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

এই বলিয়া আমি লম্ফ দিয়া সেই দ্বারের দিকে ছুটিলাম ; কিন্তু সহসা কে আলো নিবাইয়া দিল। কে একজন অন্ধকারে আমাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরের দিকে ছুটিল—আমিও ছুটিলাম। আমার পশ্চাতে অমূল্য ও ফতে আলি ছুটিলেন। কিন্তু আমরা বাহিরে আসিয়া লোচনকে আর দেখিতে পাইলাম না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমার অবিমৃশ্যকারিতার জন্যই সমস্ত কাজ পণ্ড হইল ; আমি ব্যস্ত হইয়া লোচনকে ধরিতে না গেলে, তাহারা কিছুই জানিতে পারিত না ; এখন বোধ হয়, ভিকরাজ ও লোচন উভয়েই সরিয়া পড়িবে ইহাদের দুইজনকে ধরা কষ্টকর হইবে।

যখন আমরা লোচনকে পাইলাম না, তখন ফতে আলি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কাজটা মাটী করিলে হে ; অত ব্যস্ত হইবার কি দরকার ছিল ?"

আমি আমার দোষ স্বীকার করিলাম ; বলিলাম, "এখন বুঝিতেছি, কাজটা ভাল হয় নাই।"

"এখন আর কালবিলম্ব না করিয়া এখনই এই মাড়োয়ারী বদ্‌মাইসটাকে ধরা যাক্।"

আমি ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলাম, "যদি এখন আমরা ইহাকে ধরি, তবে দলের সকলে সাবধান হইয়া সরিয়া পড়িবে। তাহা হইলে লোচনকে বা সেই ঘোড়সোওয়ার ডাকাতকে বা তার দলের অন্য কাহাকেও ধরা যাইবে না।"

"হাঁ, এ কথাও ঠিক বটে—তবে আমার মাথা-মুণ্ড এখন আমি কি করিব ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ব্যস্ত হইবেন না, আমরা এই ডাকাতের দলকে নিশ্চয়ই ধরিতে পারিব।"

"আগে হইতেই সাবধান হইয়া গেল।"

"আমরা দিনরাত চুপ্ করিয়া থাকিলে ভাবিবে যে, আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাই নাই, তাহাই চুপ্ করিয়া আছি—তখন আবার কাজ আরম্ভ করিব।"

"এ পরামর্শ মন্দ নয়—এখন কিছুদিন এ বিষয়ে চুপ্ করিযাই থাকা যাক্।"

এই পরামর্শ স্থির করিয়া আমরা বাড়ীর দিকে ফিরিলাম. দারোগাও নিজের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

সাতদিন আমরা এ বিষয়ে আর কিছুই করিলাম না। কোন কাজ না থাকায় আমি কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থান সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে অমূল্য বলিল, "অমর, ডাকে তোমার একখানা চিঠী এসেছে—তোমার বাক্সের উপর রাখিয়া দিয়াছি।"

পত্র! কে লিখিল? আমি ব্যগ্র হইয়া সত্বর গিয়া পত্রখানি লইয়া খুলিলাম। যাহা পড়িলাম, তাহাতে বিশেষ বিস্মিত হইলাম। পত্রে লেখা আছে;—

"অমর বাবু,

আপনার মাদুলী কে চুরি করিয়াছিল, যদি জানিতে চাহেন, তবে কাল বেলা দুইটার সময়ে তালতলা কানাই বেনের দোকানে যাইবেন।

আপনার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী।"

আমার গলায় ঔষধশুদ্ধ একটা সোনার মাদুলী একগাছা সরু সোনার হারের সঙ্গে বরাবরই ছিল। মাথায় লাঠী লাগায় যেদিন আমি গাছের নীচে অজ্ঞান হইয়া পড়ি, সেইদিন সেই হার চুরি যায়।

আমি নিশ্চিত জানিতাম যে, লোচন আমার মাথায় লাঠী মারিয়া অজ্ঞান করিয়া এ সোনার হার আমার গলা হইতে চুরি করিয়াছিল; সুতরাং আজ এরূপ চিঠী পাইয়া আমি প্রথমতঃ ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; তবে সন্দেহ হইল, ইহার ভিতরে কিছু-না-কিছু দুরভিসন্ধি আছে ডাকাতি ব্যাপারের সঙ্গে নিশ্চয়ই ইহার কোন-না-কোন সম্বন্ধ আছে। এই সকল ভাবিয়া ফতে আলি দারোগার সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম।

তাঁহার হাতে পত্রখানি দিয়া বলিলাম, "এখন আপনি কি মনে করেন. দারোগা সাহেব?"

তিনি পত্রখানি পড়িলেন; পড়িয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিশেষরূপে পত্রখানি দেখিতে লাগিলেন; তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমর বাবু, কে এ পত্র লিখিয়াছে?"

"পত্রে কাহারও নাম নাই!"

"তবু কে লিখিয়াছে, মনে কর?"

"আমি ত এখন কিছুই মনে করিতে পারিতেছি না।"

"এ মাদুলীর কথা তুমি আগে আমায় বল নাই কেন?"

"সামান্য কথা বলিয়া বলি নাই।"

"কোথায় চুরি গিয়াছিল?"

আমি সমস্ত বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কে চুরি করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়?"

"আমার বিশ্বাস, সেই লোচন বেদের কাজ।"

"কোন রকমে, কোথায় গলা থেকে ছিঁড়ে প'ড়ে যেতেও ত পারে"

"না, আমি যখন সেই গাছতলায় যাই, তখন এই হার আমার গলায়

ছিল। যে আমাকে মারিয়াছিল, সেই লইয়াছিল—সেই বেদে লোচনেরই কাজ।”

“তাই যদি হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, বেদের কোন শত্রু এই পত্র লিখিয়াছে। বেদের প্রাণে অনুতাপ হওয়ায়, সে যে নিজে এই পত্র লিখিয়াছে, তাহা কখনও হইতে পারে না।”

“নিশ্চয়ই—তাহাই। বোধ হয় বখ্‌রার সময় কম পাইয়াছে বা অন্য কোন কারণে লোচনের উপর রাগিয়াছে, তাহাই তাহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য আমাকে এই বেনামী চিঠী লিখিয়াছে।”

“তাহা হইলে তোমার বিশ্বাস যে, লোচন কাল সেখানে থাকিবে?”

“খুব সম্ভব, না হইলে সময় লিখিবে কেন? বোধ হয়, সে-ই, বেনের কাছে মাদুলী বাঁধা দিয়াছে, অথবা মাদুলী তাহার কাছে বেচিতে আসিবে। যাহাই হউক, আমি কাল দুইটার সময়ে সেই কানাই বেনের দোকানে যাইব।”

ফতে আলি গম্ভীরভাবে বলিলেন, “না, এ কাজের ভার আমার উপর থাকিল। কি হয় সংবাদ দিব, যদি লোচনের নিকট এই মাদুলী পাই, তাহাকে গ্রেপ্তার করিব।”

এ প্রস্তাবে আমি আপত্তি করিতে পারিলাম না। যদিও আমার স্বয়ং যাইবার ইচ্ছা বলবতী ছিল, তবুও আমাকে বাধ্য হইয়া ফতে আলির কথা শুনিতে হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া কি সন্ধান দেন, তাহা জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা তিনটার সময়ে আমি যথার্থই নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও উৎসুক হইয়া উঠিলাম। অমূল্য আমার নিকটেই বসিয়াছিল, অথচ আমি তাহার সহিত কথা কহিতেছিলাম না। আমি নীরবে বসিয়া আছি, দেখিয়া সে সহসা বলিয়া উঠিল, "অমর, চিঠীখানার মৎলব কিছু বুঝিয়াছিলে?"

আমি তাহার স্বরে চমকিত হইয়া বলিলাম, "কেন, কি বুঝিব?"

"তোমাকে শেষ করিবার জন্য বেশ জাল পাতিয়াছিল।"

"কি রকম?"

"তুমি যে বলিতেছ দলের লোকের কেহ লিখিয়াছে, এ সর্ব্বৈব ভুল; বেদেদের মধ্যে বন্ধুত্বটা খুব জমাট—সহজে ভাঙে না।"

"তবে তুমি কি বল?"

"আমি বলি, তোমাকে খুন করিবার জন্য এই বন্দোবস্ত। যেমন তুমি দোকানে যাইবে, অমনি আবার দুই এক ঘা লাঠী।"

"দিনের বেলা—কলিকাতা সহরে?"

"এমন প্রায় ঘটে; নিজে যাও নাই, ভালই করিয়াছ।"

"তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা ঠিক নয়।"

"তবে আমার ভুল হইতে পারে। দেখ, তোমার ফতে আলি দারোগা প্রভুর কি হয়।"

এই বলিয়া অমূল্য কি কাজে বাহির হইয়া গেল। আমি দারোগার জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে বসিয়া রহিলাম।

আমাকে আর অধিকক্ষণ কষ্ট পাইতে হইল না। বেলা সাড়ে চারিটার সময়ে দারোগা সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ব্যগ্র হইয়া বলিলাম, "আসুন—আসুন—বসুন। আমি আপনার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম।"

"হইবারই কথা," বলিয়া দারোগা বসিলেন।

আমি বলিলাম, "দোকানে কি লোচনকে দেখিতে পাইলেন?"

"ব্যস্ত হইয়ো না, যাহা শুনিবে, তাহাতে চমকিয়া উঠিবে।"

"কি বলুন।"

"আমি কানাই বেনের দোকানে যখন গেলাম, তখনও তিনটা বাজে নাই, বেটা লোক যে ভারী বজ্জাত, তা তার চেহারা দেখিয়াই বুঝিলাম; এমন অনেক চেহারা আমার দেখা আছে।"

"তাহার পর এ লোকটা কি বলে?"

"বাপু, ব্যস্ত হইয়ো না। এ লোক সহজে কোন কথা বলিতে চায় না, তখন বাধ্য হইয়া ফতে আলি দারোগার পরিচয় দিতে হইল। যাহা সকলের হয়, ইহারও তাহাই হইল, পুলিসের নামে অনেক বেটাই জল হয়।"

"তার পর মাদুলী সম্বন্ধে সে কি বলিল?"

"পনের টাকায় মাদুলী ইহার কাছে বাঁধা আছে—খাতা-পত্র সব দেখাইল।"

"লোচনই কি বাঁধা দিয়াছিল?"

"ঐখানেই তোমার মস্ত ভুল; এই সময়ে তিনটা বাজিল। তিনটার সময়ে আজ মাদুলী খালাস করিয়া লইবার কথা ছিল, কাজেই যে পত্র লিখিয়াছিল, সে এ কথা জানিত। যেমন তিনটা বাজা, অমনই যে মাদুলী বাঁধা দিয়াছিল, সে খালাস করিতে আসিল।"

"কে সে—লোচন নয় ?"

"না, হে না—একটি মেয়ে।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "একটি মেয়ে ! সে কি ! তার নাম কি ?"

ইহার উত্তরে দারোগা সাহেব দরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওগো বাছা, এইদিকে একবার এস।"

একটি বালিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া আমি সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলাম—সে কুঞ্জ।

আমার বাক্‌রোধ হইল, কুঞ্জ নীরবে সলজ্জভাবে অবনতমস্তকে দাঁড়াইযা রহিল। ফতে আলি শিশ্ দিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই ব্যবহারে ক্রোধেই হউক, আর যে কারণেই হউক, আমি অত্যন্ত বিচলিত হইলাম; তখনই কতকটা আত্মসংযম করিলাম; বলিলাম, "কুঞ্জ, এ মাতুলী তুমি কোথায় পাইলে ?"

তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে ফতে আলি বলিল, "সে অনেক কথা, শোন সব—আমি এখনই আসিতেছি, এইখানে একটু কাজ আছে।"

এই বলিয়া দারোগা প্রস্থান করিলেন। আমি কুঞ্জের নিকটস্থ হইয়া বলিলাম, "তুমি যাহা আমার জন্য করিয়াছিলে, তাহা আমি ভুলি নাই—জীবনে কখনও ভুলিব না।"

কুঞ্জের বিশাল চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল; তাহার মুখ লাল হইল। সে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি যে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মনে রাখিয়াছেন, এখন এরূপভাবে কথা কহিতেছেন, ইহাই যথেষ্ট; আমি মনে করি নাই, এখানে আপনার সঙ্গে দেখা হইবে।"

"কি হইয়াছে, আমাকে সমস্ত বল।"

"আপনার মাদুলী আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া পুলিসে আমাকে ধরিয়াছে।"

"না—না—তুমি চুরি করিবে, এ কথা কেহ মনেও করে না—এ সেই লোচনের কাজ।"

"আপনি ঠিক বলিয়াছেন, লোচনই মাদুলী লইয়াছিল; কিছুদিন আগে সে আমাকে কানাই বেণের দোকানে সেটা বাঁধা রাখিয়া দশ টাকা আনিতে বলে; আমি জানিতাম না, এ মাদুলী আপনার। আজ আবার সে আমাকে সুদে আসলে টাকার হিসাব দিয়া তিনটার সময়ে মাদুলী খালাস করিয়া আনিতে বলে। আমি সেখানে গেলে এই পুলিসের দারোগা সাহেব আমায় ধরেন।"

আমি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি তোমার উপর কোন অত্যাচার করেন নাই ত?"

"না—না—তিনি বড় ভদ্রলোক—তিনি আমার সকল কথা শুনিয়া আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছেন—বোধ হয়, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিয়াছেন।"

"নিশ্চয়, এখন বুঝিতে পারিতেছি, লোচনই তোমাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবার জন্য আমাকে বেনামী চিঠী লিখিয়াছিল। আমি দোকানে নিজে না গিয়া দারোগাকে পাঠাইয়াছিলাম।"

"চিঠীর কথা শুনিয়াছি, আমার উপরে তাহার রাগ কেন?"

"তুমি আমার সাহায্য করিয়াছিলে বলিয়া।"

"এখন—এখন—দারোগা বাবু কোথায়—আমি এখন যেতে পারি?"

"তোমাকে আর আমি বেদেদের দলে যাইতে দিব না—"

এই সময়ে ফতে আলি তথায় আসিয়া বলিলেন, "না, এখনও তোমাকে দিন-কত থাকিতে হইবে। ডাকাতের দলটা আগে ধরা চাই।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কুঞ্জ ভীত ও বিস্মিত হইয়া দারোগার মুখের দিকে চাহিল। ফতে আলি বলিলেন, "এই লোচন বদ্‌মাইসের দলে আছে—আমরা এই বদমাইসের দল ধরিতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, তোমার দ্বারা আমাদের অনেক সাহায্য হইবে।

কুঞ্জ কথা কহিল না। আমি বলিলাম, "কুঞ্জ, আমি জানি, তুমি আমাদের সাহায্য করিবে।"

দারোগা বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়, সেইজন্য তোমাকে বেদেদের কাছে থাকিতে বলিতেছি—না হইলে তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।"

এবার কুঞ্জ কথা কহিল; বলিল, "আমি কিছুই জানি না, আমি কি করিব?"

ফতে। অনেক—এই প্রথম, তুমি ভিকরাজ কাঁইয়াকে চেন?

কুঞ্জ। চিনি, এই কাঁইয়াই মুর্শিদাবাদে আমাদের ডেরায় গিয়াছিল।

ফতে। এর সঙ্গে লোচনের কি ভারি ভাব?

কুঞ্জ। মুর্শিদাবাদে ঝগ্‌ড়া হইয়াছিল।

ফতে। যাহাই হউক, এই মাদুলী চুরি আর অমর বাবুকে হত্যা করিবার চেষ্টা করার জন্য তাহাকে প্রথমে গ্রেপ্তার ত করা যাক; পরে ডাকাতির বিষয় দেখা যাইবে। তোমার এক সাক্ষ্যেই তাহার দশ বৎসর হইবে।

কুঞ্জ ব্যাকুলভাবে বলিল, "আমি—আমি সাক্ষ্য দিতে পারিব না।"

ফতে। একবার বাছাধন ফতে আলির কবলে পড়িলে পেটের নাড়ীর কথা বলিতে পথ পাইবে না।

আমি বলিলাম, "দারোগা সাহেব, আগেও যেরূপ বলিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ বলি, ব্যস্ত হইয়া এই দলের একজনকে ধরিলে আর সকলে পলাইবে।"

"সে কথা ঠিক, তুমি কি করিতে বল?"

"সন্ধান নিয়ে বেটাদের সকলকে এক সঙ্গে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।"

"বেশ কথা, এ মামলায় তুমি অনেক করিতেছ। মূলসূত্র তুমিই বাহির করিয়াছ, স্বীকার করি; কাজেই তোমার কথামত কাজ করিব। [কুঞ্জের প্রতি] এখন তুমি যাইতে পার।"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "সে মাদুলী কই?"

দারোগা বলিলেন, "আমার কাছে—যেখানে থাকা উচিত, সেইখানেই আছে—চোরাই মাল।"

"কি মুস্কিল! সেটা ওকে দিন্।"

"কেন? চোরাই মাল যে?"

"হউক চোরাই মাল, দেখিতেছেন না, উনি হার ও মাদুলী ফেরৎ লইয়া না গেলে লোচন সন্দেহ করিবে, আমাদের সব কাজ পণ্ড হইবে। সে জিজ্ঞাসা করিবে, 'মাদুলী খালাস করিতে পাঠাইলাম, সে মাদুলী কই?' তখন এ কি জবাব দিবে?"

"কথাটা যুক্তিসঙ্গত বটে।"

"এ মাদুলী ফিরাইয়া পাইলে ভাবিবে, হয় আমি চিঠী পাই নাই, অথবা আমি এই বেনামী চিঠীর কথা অগ্রাহ্য করিয়া বেণের দোকানে যাই নাই। কুঞ্জও বলিবে, কাহারও সঙ্গে এর দেখা হয় নাই।"

"ঠিক কথা অমর বাবু, এ কথাটা আমার মাথায় আসে নাই।"

আমি মনে মনে বলিলাম, "তোমার মাথা গোময়পূর্ণ, কোথা হইতে আসিবে?" প্রকাশ্যে বলিলাম "এখন মাদুলীটা ইহাকে দিন।"

ফতে আলি পকেট হইতে মাদুলী বাহির করিয়া কুঞ্জের হাতে দিলেন। সে যাইতে উদ্যত হইলে আমি বলিলাম, "কুঞ্জ, তুমি একদিন আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ; যখন কোন দরকার হইবে, আমায় জানাইয়ো—বল জানাইবে?"

কুঞ্জ নতমুখে "জানাইব," বলিয়া চলিয়া গেল। ফতে আলিও উঠিলেন। আমার মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল।

আরও চার-পাঁচদিন কাটিয়া গেল একদিন আমি গৃহমধ্যে বসিয়া কুঞ্জের কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে অমূল্য ভৃত্য আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিল।

আবার পত্র! আমি সত্বর তাহা খুলিলাম। এবার পত্রখানি বেনামী নহে—কুঞ্জ লিখিয়াছে,—

"অমর বাবু,

লোচন সমস্ত জানিতে পারিয়াছে আমাকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। কি করিবে কিছুই জানি না, আমার সংসারে কেহ নাই। আপনি আমাকে উদ্ধার বা রক্ষা না করিলে আমার কি হইবে, জানি না। এই লোকের সঙ্গে আসিলে আমি যেখানে আছি, সে সেখানে আপনাকে লইয়া আসিবে।"

কুঞ্জ।"

আমি পত্রখানি পাঠ করিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পত্র কে আনিয়াছে?"

সে উত্তর করিল, "একটা ছোঁড়া "

"তাকে এখানে নিয়ে এস, তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

"যে আজ্ঞা, আনিতেছি।"

সে চলিয়া গেল, তৎপরে একটা বালককে সেইখানে আনিল। তাহাকে দেখিয়া আমি চিনিলাম যে, সে বেদে। বোধ হয়, তাহাকে মুর্শিদাবাদে দেখিয়াই থাকিব, মুখ চেনা-চেনা বলিয়া বোধ হইল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ চিঠী তোকে কে দিল?"

"কুঞ্জ।"

"কুঞ্জ কোথায়?"

"তাকে লোচন বরাহনগরে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছে।"

"তবে তুই এ চিঠী কেমন ক'রে পেলি?"

"আমাকে কুঞ্জ ভালবাসে, তাই সে এই চিঠী তোমাকে দিতে ব'লে-ছিল। সে তোমার বাড়ীর ঠিকানা আমায় ব'লে দিয়েছিল।"

"তাই তুই এসেছিস। লোচন কোথায়?"

"সে হুগলী গেছে— সেখানে আমাদের ডেরা আছে।"

"তবে তুই এখানে কেন?"

"আমাকে কুঞ্জের কাছে রেখে গেছে।"

"আর কে আছে?"

"এক বজ্জাত বুড়ী আছে।"

"সে কে?"

"আমাদের দলের বেদে।"

"আর কেউ আছে?"

"না, এখন আর কেউ নাই।"

"তবে কুঞ্জ পালাতে পারছে না কেন?"

"সেই বুড়ী মাগীটা তাকে চাবী দিয়ে রেখেছে। তুমি ডাইনী বুড়ীটাকে ধ'রে রেখো, আমি কুঞ্জকে খুলে দিব।"

"কখন্ যাব?"

"রাত্রি না হ'লে কাজ হবে না।"

"তবে তাই, ঠিক সন্ধ্যার পর তুই এখানে আসিস্।"

"তাই আসব।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অমূল্য আসিলে আমি কুঞ্জের পত্র তাহাকে দেখাইলাম। সে পত্র দেখিয়া বলিল, "আবার জাল পেতেছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি ত সব সময়েই জাল দেখিতেছ।"

"সেবার কি বড় মিথ্যা বলিয়াছিলাম?"

"সে জাল আমার জন্য পাতে নাই—কুঞ্জের জন্য।"

"এবার তোমার জন্য।"

"পাগল! যে ছোঁড়া পত্র আনিয়াছিল, তাহাকে আমি অনেক জেরা করিয়াছিলাম। না, এ পত্র নিশ্চয়ই কুঞ্জ লিখিয়াছে।"

"তা হয় ভালই, আমার আজ অন্য কাজ আছে, না হ'লে আমি তোমার সঙ্গে যাইতাম।"

"ভয় নাই, আমার কেহ কিছু করিতে পারিবে না।"

"তবুও আমার পরামর্শ যদি শোন, রিভলবারটা সঙ্গে লইয়ো।"

আমি হাসিলাম। অমূল্য গম্ভীরমুখে বলিলেন, "ভায়া, যে কাজে লাগিয়াছ, বড় সহজ কাজ নহে—এতে পদে পদে বিপদ আছে।"

আমি আবার হাসিয়া বলিলাম, "আমিও খুব সাবধান আছি।"

"থাকিলেই ভাল," বলিয়া অমূল্য অন্য কাজে চলিয়া গেল। আমি ব্যগ্রভাবে বালকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রায় রাত্রি নয়টার সময়ে সেই ছোক্‌রা আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম; এস, আর দেরি নয়।"

আমিও প্রস্তুত ছিলাম, তাহার সঙ্গে রওনা হইলাম। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া বরাহনগরে চলিলাম।

একটা ছোট গলির মুখে ছোক্‌রা গাড়ী থামাইতে বলিল। গাড়ী থামিলে আমরা উভয়ে নামিলাম। সে বলিল, "এই গলির ভিতরে সেই বাড়ী।"

আমি বালকের পিছনে পিছনে চলিলাম। ছোট গলি—কোন আলো নাই—ঘোর অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। আমি বালকের পায়ের শব্দ শুনিয়া চলিতেছিলাম।

সহসা দেখিলাম, আমি গঙ্গার ধারে আসিয়াছি। তখন সহসা আমার মনে সন্দেহ জন্মিল, অমূল্যের কথা মনে হইল, আমি পকেট হইতে নিমেষ মধ্যে পিস্তল বাহির করিয়া বলিলাম, "তুই আমাকে কোথায় এনেছিস্?"

সে আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়া সবলে আমার পেটে ঢুঁ মারিল; অমনি পশ্চাৎ হইতে কে আমার হাত সবলে ধরিল, কে আমার মুখে কাপড় বাঁধিয়া ফেলিল। শেষে একজন আমার হাত হইতে পিস্তল কাড়িয়া লইল।

আমি চীৎকার করিতে পারিলাম না—আমার মুখ চোখ কাপড়ে সবলে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল; পরে পাঁচ-সাতজনে তখন আমাকে মাটীতে ফেলিয়া হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। আমি হাত পা ছাড়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহা পারিলাম না।

তখন আমি বুঝিলাম, তাহারা ধরাধরি করিয়া আমাকে একখানা নৌকায় তুলিল ; তুলিয়াই নৌকা চালাইয়া দিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নৌকা চলিল। অনেকক্ষণ পরে নৌকা থামিল ; বুঝিলাম, নৌকাখানা আর একখানা বড় নৌকার পাশে লাগিয়াছে

তখন কয়জনে ধরাধরি করিয়া আমাকে সেই বড় নৌকায় তুলিল, তাহার পর একটা অন্ধকারময় স্থানে ঠেলিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

আমি অনুমানে কতকটা বুঝিলাম, এটা একখানা গাধাবোট, এবং অনেক জলে নঙ্গর করা আছে। ইহারা আমাকে গাধাবোটের হালের সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছে ; কেবল ইহাই নহে, নঙ্গরের শিকলীর একদিক্ দিয়া আমার পা বাঁধিয়া দিয়াছে ; সুতরাং এখন আমার হাত পা মুখ খুলিয়া দিলেও আমার পলাইবার উপায় নাই। সুকঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে আমাকে বাঁধিয়াছে, সে শৃঙ্খল ছিন্ন করা সহজ নহে।

আমি তখন মনে করিলাম, "অমূল্যের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া ভাল করি নাই—যথার্থ ই আমাকে এইরূপে ধরিবার জন্য ইহারা জাল পাতিয়াছিল।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পড়িয়া রহিলাম. কোনদিকে কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। আমি আগেই জানিতে পারিয়াছিলাম যে, যাহারা আমাকে ধরিয়া নৌকায় আনিয়াছিল, তাহারা আমাকে এইখানে রাখিয়া আবার সেই নৌকায় ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে; তবে কি এই নৌকায় কেহ নাই। আমি কোথায় এ নৌকাই বা কোথায়, অমূল্য পুলিসে খবর দিলেও পুলিস কি আমার সন্ধান পাইবে? ইহাদের মতলব কি. ইহারা কি আমাকে খুন করিবে?

এইরূপ নানা চিন্তায় আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু উপায় নাই, আমি নীরবে পড়িয়া রহিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কে আলো লইয়া দরজা খুলিল; আমি বুঝিলাম, সে আলো লইয়া ভিতরে আসিল। আমি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু পারিলাম না।

সে আলোটা রাখিয়া আমার নিকটে আসিয়া প্রথমে আমার চোখ ও মুখ খুলিয়া দিল। আমি দেখিলাম, একজন বেদিনী—ইহাকে আমি মুর্শিদাবাদে দেখিয়াছিলাম সে আমার হাত খুলিয়া দিল; আমি কোন কথা বলিলাম না।

হাত খুলিয়া দিলেও আমার পলাইবার উপায় নাই। লোহার শিকলে আমার পা বাঁধা। আমি রুষ্ট হইয়া বলিলাম, "এ সব কি জান, জেলে যাবে?"

দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, সেই বেদিনী মাগীটার দেহে বল আছে ; বয়স হইলেও এখনও সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে নাই, মুখখানা অত্যন্ত কদাকার—সে তাহার কৃষ্ণমুখে শ্বেত দন্তপাতি বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "কে, পুলিস—পুলিস আমাদের সব কর্‌বে—সে সব লোচন বুঝ্‌বে।"

"তবে এ সব লোচনের কাজ ?"

"সে শীঘ্রই তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে তখন সব জান্‌তে পার্‌বে।"

"কবে সে আসবে ?"

"কাল—কাল—বন্ধু, কাল।"

"তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি আগে থেকে সাবধান না হ'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি—এতক্ষণ পুলিস সন্ধান আরম্ভ করেছে।"

"পুলিসের ভয় আমাদের নাই," বলিয়া বেদিনা মাগী আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমি আবার অন্ধকারের মধ্যে একা হইলাম। কি করি, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না, শুইয়া পড়িলাম।

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না—এ অবস্থায় কাহারই বা নিদ্রা হয় ? আমি চোরের ন্যায় বন্দী অবস্থায় রহিয়াছি—পলাইবার উপায় নাই। শিকলটায় হাত দিয়া দেখিলাম, কোন যন্ত্র না হইলে সে শিকল ভাঙ্গিবার কোন উপায় নাই।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। সেই ঘরের ভিতর হইতেও আমি বুঝিলাম, সকাল হইল। কিন্তু কোনদিকে কোন শব্দ না শুনিয়া আমি ইহাই বুঝিলাম যে, নিশ্চয় এ গাধাবোট কোন নির্জ্জন স্থানে বাঁধা আছে ; সুতরাং চীৎকার করিলেও কেহই শুনিতে পাইবে না, অথচ অনর্থক ইহাদিগকে উত্তেজিত করা হইবে। এখন বুদ্ধিভ্রংশ হইলে আর উদ্ধারের কোন আশা নাই।

অনেক বেলা হইলে দ্বার খুলিল ; যাহা হউক, এবার এই জঘন্ত ঘরটার মধ্যে আলো দেখা দিল। সেই দুঃখের মধ্যে আলো দেখিয়া আমার মনে কেমন এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। দেখিলাম, সেই ছোঁড়া একথালা ভাত লইয়া আসিয়াছে। সে-ই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমার এ দশা করিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া আমি রাগে উন্মত্ত হইলাম ! ভাবিলাম, কাছে আসিলেই ইহার মাথাটা নৌকার গায়ে ঠুকিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিব। কিন্তু পরেই ভাবিলাম, "না, বরং ইহাকে হাত করিবার চেষ্টা করা উচিত, হয় ত ইহার দ্বারা কাজ উদ্ধার হইতে পারে।"

তবে আমি নিজ মনোভাব গোপন করিয়া তাহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। সে ভয় পাইল ; কম্পিতস্বরে বলিল, "লোচন ব'লে গেছে তোমায় খাবার দিতে—ডাইনী বুড়ী রেঁধেছে, খাও।"

আমি বলিলাম, "এদিকে নিয়ে আয়।"

সে ভয়ে বলিল, "মার্‌বে না ?"

আমি বলিলাম, "তোকে মেরে কি হবে ? আয় নিয়ে, কিছু বল্‌ব না।"

সে ধীরে ধীরে ভাতের থালা সম্মুখে রাখিল

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সে দ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, "তুই যাচ্ছিস্ না কেন?"

সে বলিল, "তুমি খাও কি না, আমি দেখ্‌ব।"

"কেন?"

"লোচন দেখ্‌তে বলেছে।"

"খাচ্ছি, তুই এ রকম না করলে তোকে দশটা টাকা দিব মনে করে-ছিলাম।"

"হাঁ, তুমি তা খুব দিতে!"

"নিশ্চয়ই দিতাম—এখনও একটা কাজ করলে দিই।"

"কি শুনি।"

"যদি আমার একখানা চিঠী নিয়ে যাস্।"

"কোথায়, পুলিসে?"

"না, সে ভয় নাই, আমি পুলিসে খবর দিব না। কুঞ্জের কাছে।"

বালক কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিল; তৎপরে বলিল, "লোচন জানতে পার্‌লে আমায় খুন করবে।"

আমি বলিলাম, "যদি দশ টাকা না নিস্, সে তোর মর্‌জি।"

বালক আবার কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া, "দশ টাকা দেবে?"

আমি বলিলাম, "আমি কি মিথ্যাকথা বল্‌ছি?"

"কবে দেবে—দাও।"

"ও কথায় হচ্ছে না, যদি তুই কুঞ্জের কাছে আমার চিঠী নিয়ে যাস,

আর জবাব নিয়ে আসিস্, তা হ'লে তখনই দশ টাকা দেবো। আমি আগে দিই, আর তুই আমার চিঠীখানা ছুঁড়ে জলে ফেলে দে।"

বালক আবার কি ভাবিল; তৎপরে চিন্তিতমনে বলিল, "কুঞ্জ আমাদের লোক, তাকে চিঠী দিলে কোন ক্ষতি হবে না—সে আর কি ক'রবে! সত্যি সত্যি দশ টাকা দেবে ত?"

"না দিই, তার চিঠী আমায় দিস্ না—টাকা পেলে দিস্।"

"তোমার কাছে কিছু নাই, কেমন ক'রে টাকা পাব?"

"কুঞ্জের কাছে আমার টাকা আছে, সে তোকে দেবে।"

"আচ্ছা, চিঠী দাও; কুঞ্জ যদি বলে যে টাকা দেবে, তা হ'লে তাকে চিঠী দেবো—না হ'লে ছিঁড়ে ফেলে দেবো।"

"বেশ, এ ভাল কথা।"

আমার পকেটে কাগজ পেন্সিল ছিল। আমি কুঞ্জকে লিখিলাম;—

"আমাকে নৌকায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। বোধ হয়, কোথায় আছি, পত্রবাহক বালক বলিতে পারে।"

সে পত্র লইয়া চলিয়া গেল। আমার প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। আমার প্রতি কুঞ্জের টান্ আছে, সে নিশ্চয়ই আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে; এই একমাত্র আশা, তা ছাড়া উদ্ধারের আর কোন আশাই দেখি না। আমার হৃদয়ের অবস্থা বর্ণন করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিব না; যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই বলি।

পরদিন দ্বিপ্রহরের সময়ে স্বয়ং লোচন আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি কোন কথা কহিলাম না। আমি যে ভয় পাইয়াছি বা কোনরূপে বিচলিত হইয়াছি, ইহা তাহাকে কোনরূপে বুঝিতে দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। সে আমার সম্মুখে বসিয়া খানিকক্ষণ কোন কথা কহিল না; তৎপরে বলিল, "তুমি খুব চালাক লোক, স্বীকার করি।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তুমি যে একটি প্রকাণ্ড বদ্‌মাইস, তাহাও আমি স্বীকার করি।"

"এ সব কথায় এখন কোন কাজ হবে না।"

"তবে কাজের কথা হোক্।"

"এখন তুমি ধরা পড়েছ।"

"আজ—কাল নয়।"

"এখান থেকে শীঘ্র যাওয়া হচ্ছে না।"

"পুলিস এলেই হবে।"

"পুলিস আস্‌বে না—তারা হাজার খুঁজ্‌লেও সন্ধান পাবে না।"

"তা দেখা যাবে, এখন তোমরা আমাকে নিয়ে কি কর্‌তে চাও?"

"সেটা কাঁইয়া নিজেই বল্‌বে।"

"বটে, সেই বদ্‌মাইসটাই তা হ'লে তোমাদের দলপতি?"

"এই রকম ত—"

"আচ্ছা, তোদের যদি ঠিক কর্‌তে না পারি, আমার নাম মিথ্যা।"

"আর সে আশা নাই।"

"কেন, আমাকে তোরা খুন কর্‌তে চাস?"

"না, খুন কর্‌ব না—তবে এমন কিছু হবে, যাতে তুমি আমাদের কাজে ব্যাঘাত দিতে পার্‌বে না।"

"দেখা যাবে।"

লোচন উঠিল; বলিল, "কাঁইয়া এখনই আস্‌বে—সে এসেই সব বল্‌বে। আমি কেবল দেখ্‌তে এলেম, তুমি কেমন আছ।"

আমি লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলাম, "পাজী—বদ্‌মাইস।"

সে বাহির হইয়া গেল। শিকলে টান্ পড়ায় আমার পায়ে দারুণ আঘাত লাগিল। আমি বসিয়া পড়িলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

লোচন চলিয়া গেল। আমি বুঝিলাম, নৌকার উপরে অনেক লোক উঠিয়াছে, তাহাদের পদশব্দ স্পষ্ট শুনিতে লাগিলাম। তার পর নৌকাও নড়িয়া উঠিল, তাহারা নঙ্গর টানিয়া তুলিতে লাগিল; ক্রমে আমি বুঝিলাম, নৌকা চলিয়াছে; ইহারা কোথায় আমাকে লইয়া যাইতেছে, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সন্ধ্যার সময়ে নৌকা আবার নঙ্গর করিল। বোধ হয়, সেখান হইতে সকলে অন্য কোন নৌকায় চলিয়া গেল, কারণ আর কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলাম না। ক্রমে রাত্রি হইল। আমি একাকী অন্ধকারে বসিয়া রহিলাম।

যেটুকু উদ্ধারের আশা হইয়াছিল, তাহা গেল। কুঞ্জ যদিও আমাকে উদ্ধারের চেষ্টা পায়, তাহা হইলেও আমার সন্ধান পাইবে না। বদমাইস্‌গণ নৌকা আবার কোথায় আনিয়া নঙ্গর করিল, সে নিশ্চয়ই তাহার কোন সন্ধান পাইবে না। ক্রমে আমার মন বড়ই দমিয়া যাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর ভিকুরাজ আসিল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধভাবে বলিলাম, "এ সব কি? জান না, ইহার জন্য তোমাকে জেলে যাইতে হইবে?"

পাপিষ্ঠ হাসিয়া বলিল, "অমর বাবু, চোখ রাঙাইলে আমি ভয় পাই না। এখন মহাশয় আমার হাতে, মহাশয় আমাদের যে ক্ষতি করিয়াছেন, তাহার জন্য কিছু সাজা পাইবেন বৈ কি।"

আমি সেইরূপ ক্রুদ্ধভাবে বলিলাম, "আমি তোমাদের কি ক্ষতি করিয়াছি ?"

"মহাশয় কি জানেন না ? আপনি ত পুলিসকে আমার দোকানে আনিয়াছিলেন ; সেইজন্য আমাকে দোকান ছাড়িয়া অন্যত্রে যাইতে হইয়াছে।"

"যে কোন দোষ করে নাই, পুলিসকে তাহার ভয় কি ?"

"এখন তোমায় বলিতে কি, তোমার এ দেশের লীলাখেলা শেষ হইয়াছে—তুমি ঘটীর ব্যাপার না বাহির করিলে পুলিসের বাবার সাধ্য ছিল না যে, এ ডাকাতির কিছু করে।"

"তাহা হইলে তুমিও এ ডাকাতের দলের একজন ?"

"হাঁ, গরীবেরই এটা মতলব সন্দেহ নাই। তবে ডাকাতি করিবার অন্য লোক আছে।"

"কে সে ?"

"সেটা আপনি না-ই শুনিলেন। আমাদের এ ব্যবসা বন্ধ হইবে না—মহাশয়কে সরাইয়া আবার পূর্ব্বের মত আমরা ব্যবসা চালাইব।"

আমি এখন বুঝিলাম, আমাকে খুন করাই ইহাদের মতলব। কোন নির্জ্জন স্থানে নৌকা লইয়া গিয়া ইহারা আমাকে খুন করিয়া তাহার পর আমার দেহটা জলে ভাসাইয়া দিবে ; তবে এখনও আশা ছাড়ি কেন ? আমার শরীরে অসীম বল—বেটারা কেহই আমার হাতের নিকট আসিবে না। যতদূর আমি আমার পায়ের শিকল টানিয়া যাইতে পারি, তত দূরের মধ্যে কেহ আসে না ; নতুবা অন্ততঃ একটাকেও উত্তম-মধ্যম দিতে পারিতাম। দুই রাত্রি অবিশ্রান্ত শিকলে ঘা মারিয়া মারিয়া অনেকটা জখম করিয়াছি—আর এক রাত্রি সময় পাইলে বোধ হয়, শিকল ভাঙ্গিতে পারিব। একবার পা খোলা পাইলে আমি অনায়াসেই পলা-

ইতে পারিব : হাতাহাতিতে আমাকে দুই-দশটা লোকে কিছুই করিতে পারিবে না। আমি ভিক্‌রাজের কথার কোন উত্তর না দিয়া এই সকল ভাবিতেছিলাম।

বোধ হয়, ভিকরাজ আমার মনের ভাব বুঝিল ; বলিল, "দেখ অমর বাবু, তোমায় আমরা খুন করিব না—তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে খুন করিলেও দোষ হয় না—তোমাকে আরবদেশে আরবী জাহাজে পাঠাইয়া দিতেছি। তাহারা তোমায় মদিনায় পৌঁছাইয়া দিবে। তাহার পর তুমি যতদিনে পার—দেশে ফিরিয়ো, আমাদের তাহাতে কোন আপত্তি নাই।"

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে দুরাত্মা চলিয়া গেল। আমি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাহাকে ধরিতে গেলাম, আমার পায়ে গুরুতররূপে আঘাত লাগিল। দুরাত্মাদের বদ্‌মাইসী মতলবে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ; কিন্তু উপায় নাই—আমি কিছুই করিতে পারিতেছি না ; যদি একবার ছাড়া পাই, তবে এই বদ্‌মাইসদের দেখিয়া লইব, মনে মনে এই-রূপ প্রতিজ্ঞা শতবার করিতে লাগিলাম ; কিন্তু কিরূপে যে উদ্ধার হইব, তাহার উপায় কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না ভাবিলাম, যেমন করিয়া হয়, আজ রাত্রে শিকল ভাঙ্গিতেই হইবে।

প্রায় তিনদিন হইল, আমি নিরুদ্দেশ হইয়াছি, নিশ্চয় অমূল্য পুলিসে সংবাদ দিয়াছে। ফতে আলি প্রভৃতি সকলেই নিশ্চয়ই আমার অনুসন্ধান করিতেছেন ; তিনদিনেও যখন তাঁহারা আমার সন্ধান পাইলেন না তখন যে আর পাইবেন, এ আশা আমার নাই।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। ভাবিলাম, আজ যেমন করিয়া হোক্ বেদেনী মাগীটাকে উত্তম-মধ্যম দিব, তাহা হইলেও কতক রাগের শান্তি হইবে। সে প্রত্যহ আমার আহার লইয়া আসিত ; সে ছোঁড়াটা

PAUL 4 SON.

সেই পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ হইয়াছে ; তাহাতে আমার কতক আশা হইয়াছে ; আমি ভাবিতেছি যে, নিশ্চয়ই সে আমার চিঠী লইয়া কুঞ্জের কাছে গিয়াছে।

আজ বেদেনী মাগীটাকে ধরিবই ধরিব, মনে করিয়া ঘরের অপর দিকে খুব ঘেঁসিয়া বসিয়া রহিলাম। সে খাবার লইয়া আসিল আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। সে অন্ধকারে ভাল না দেখিতে পাইয়া ভাবিল, আমি প্রত্যহ যেখানে বসিয়া থাকি, সেইখানেই বসিয়া আছি। তাহাই সে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিল ; অমনি ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় আমি তাহার উপরে পড়িলাম, সে এই ব্যাপারে স্তম্ভিত হইল, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দোহাই তোমার, আমার প্রাণে মেরো না।"

আমি তাহাকে সেইখানে ফেলিয়া তাহার গলাটা চাপিয়া ধরিলাম। তখনই তাহারই কাপড় কাড়িয়া লইয়া তাহাতে তাহার হাত পা কঠিন-রূপে বাঁধিলাম। ইহাদের উপরে মায়া-দয়া আমার ছিল না। রাগে তাহার চুল ধরিয়া সবলে তাহার মাথা ঠুকিয়া দিলাম, স্ত্রীলোক বলিয়া মানিলাম না। সে ভয়ে মৃতপ্রায় হইল, একটা কথাও কহিল না।

এই সময়ে আমার বোধ হইল, কে নৌকার উপর দিয়া ছুটিয়া আসি-তেছে ; পর মুহূর্ত্তেই কে আসিয়া দ্বার-সম্মুখে দাড়াইল। বেদিনী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "কুঞ্জ আমায় বাঁচা, দিদি।"

যথার্থই কুঞ্জ আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আনন্দে, উৎসাহে, উদ্বেগে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কুঞ্জ সঙ্গে যন্ত্র আনিয়াছিল। সে কোন কথা না কহিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার পায়ের শৃঙ্খল কাটিতে লাগিল। শৃঙ্খল কাটিবার যন্ত্রই সে আনিয়াছিল; সুতরাং নিমেষমধ্যে সে শৃঙ্খল কাটিয়া ফেলিল, আমি মুক্ত হইলাম। তখন সে আমার হাত ধরিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "এস, আর এক লহমাও এখানে নয়।"

আমি তাহার সঙ্গে উপরে আসিলাম। বেদিনী চীৎকার করিয়া বলিল, "কুঞ্জ, আমায় খুলে দিয়ে যা—"

আমরা উভয়ে কেহই তাহার কথায় কান দিলাম না। একখানা পান্সীতে কুঞ্জ আসিয়াছিল, নৌকায় একটিমাত্র লোক ছিল, সে গাধা বোটের দড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা উভয়েই লাফাইয়া তাহার নৌকায় পড়িলাম। তৎক্ষণাৎ সে নৌকা ঠেলিয়া দিল।

তবে কি সত্যসত্যই আমি আবার স্বাধীন হইয়াছি? যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে—কুঞ্জই আমাকে উদ্ধার করিয়াছে। আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মৃত্যুমুখে পড়িয়া যিনি রক্ষা পাইয়াছেন, তিনিই কেবল আমার সে সময়ের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন, অন্য কেহ নহে।

আমি কিয়ৎক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলাম না—কুঞ্জও নীরবে আমার পাশে বসিয়াছিল। আমি সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "কুঞ্জ, তুমি আর একবার আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলে, আজও করিলে. কি দিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ করিব?"

কুঞ্জ কেবলমাত্র বলিল, "এখনও আমরা নিরাপদ্ নই।"

আমি সোৎসাহে বলিলাম, "আর ভয় নাই—যখন আমি খোলা পাইয়াছি, তখন দু-দশটায় আমার কিছু করিতে পারিবে না।"

কুঞ্জ কথা কহিল না, সে ব্যাকুলভাবে বারংবার তটের দিকে চাহিতে লাগিল; আমি বুঝিলাম, যতক্ষণ আমরা তীরে না পৌঁছিতেছি, ততক্ষণ সে নিরাপদ্ মনে করিতেছে না। আমি দেখিলাম, আমি যে গাধাবোটের ভিতরে আবদ্ধ ছিলাম, তাহা খিদিরপুরের ঘাটের নিকটে নঙ্গর করা ছিল, আমাদের নৌকাও খিদিরপুরের ঘাটের দিকে যাইতেছিল। সে সময়ে খিদিরপুরের ঘাটে এখানকার মত অনেক জাহাজ লাগিত। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই আরবদেশের লাখোদার জাহাজ।

সেগুলি দেখিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল; ভাবিলাম, "কুঞ্জ আসিয়া আমাকে উদ্ধার না করিলে আমাকে এই সকল জাহাজের মধ্যে কোনখানায় আরবদেশে যাইতে হইত; হয় ত ইহ-জীবনে আর কখনও ফিরিতে পারিতাম না।"

নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। কুঞ্জ মাঝীকে ভাড়া দিল; ঘাটের উপরেই একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল; কুঞ্জ আমাকে লইয়া সেই গাড়ীতে উঠিল। সে এই গাড়ীতেই কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল।

গাড়ী চলিল। কুঞ্জ একটা আশ্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আর তাহারা কিছু করিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, "আমি জানিতাম, তুমি খবর পাইলে নিশ্চয়ই আসিবে, তবে সে ছোঁড়াটা যে তোমাকে চিঠী দিবে, এ আশা আমার ছিল না।"

"হাঁ, সে আমাকে চিঠী দিয়াছিল, তাহাকে আমি দশ টাকা দিব, বলিয়াছি।"

"আমি বাড়ী গিয়াই তোমাকে টাকা দিব।"

"তাড়াতাড়ি নাই।"

"সে তোমাকে আমার যাহা যাহা হইয়াছিল, সব বলিয়াছিল?"

"নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই বলে নাই। আমি তাহাকে নানা রকমে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছিলাম।"

"গাধাবোটখানা কোথায় ছিল, তাহাও অবশ্য সে বলিয়াছিল—কিন্তু সে যেদিন চলিয়া যায়, সেইদিনই এরা নৌকাখানা খুলিয়া খিদিরপুরে আনে—আমি ভাবিয়াছিলাম যে, হয় ত তুমি বোট খুঁজিয়া পাইবে না।"

"খিদিরপুরে যে বোট আসিবে, তাহা সে জানিত তাহাই আমি কলিকাতায় আসিয়াই এই গাড়ীখানা ভাড়া করিয়া একেবারে খিদিরপুরে আসিয়াছিলাম। বোটখানা কি রকম তাহাও তাহার কাছে জানিয়া লইয়াছিলাম, সেজন্য আর খুঁজিতে কষ্ট হয় নাই।"

"আমাকে ইহারা আরবী জাহাজে আরবদেশে পাঠাইতেছিল, তাহাও সে নিশ্চয় তোমায় বলিয়াছে।"

কুঞ্জ বিস্মিত হইয়া বলিল, "না, এ কথা সে জানে না, কেন তোমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে, তাহাও সে জানে না।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, লোচন ও ভিকুরাজ দুইজনেই আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। তাহাদের মতলব ছিল, আমাকে আরবদেশে চালান করিয়া দিয়া মনের সুখে ডাকাতি চালাইবে।"

"তাহা আর হইতেছে না!"

"এখন ইহারা জানিবে যে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ; তুমি এবার তাহাদের মধ্যে গেলে বিপদে পড়িবে। অমূল্য বাবুর বাড়ী দিন-কতক থাক, তার পর——"

কুঞ্জ বিষণ্ণ হাস্যের সহিত নিজ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা শাণিত

ছুরিকা বাহির করিল ; বলিল "আমি বেদিনী, আমাকে উৎপীড়ন করা লোচনের কাজ নয়।"

আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "তুমি ত বেদিনী নও।"

কুঞ্জ সেইরূপ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "এখন বেদিনী—বেদিনী না হইলে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিতাম না।"

আমি ব্যাকুলভাবে বলিলাম, "আমি তোমাকে কিছুতেই তাহাদের মধ্যে যাইতে দিব না।"

কুঞ্জ অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "আমার জন্য ভয় নাই, আমার কেহ কিছু করিতে পারিবে না, আমি এখন আমাদের দলপতি—লোচন পলাইয়াছে।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "পলাইয়াছে, কেন ?"

"সে আজ দশদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যদিও ফিরিত, আর ফিরিবে না।"

"কেন ?"

"তুমি তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার হইয়াছ, পুলিসে খবর দিয়াছ, আর কোন্ সাহসে সে আসিবে ? ভিকরাজ ও লোচন দুইজনেই এ দেশ ছাড়িয়া পলাইবে।"

গাড়ী অমূল্যের দ্বারে লাগিল। আমি নামিলাম—কিন্তু ফিরিয়া দেখি, কুঞ্জ গাড়ীর অন্য দরজা দিয়া কখন্ বাহির হইয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় রাত্রি বারটার সময়ে আমি অমূল্যের বাড়ীতে পৌঁছিলাম। কুঞ্জ এইরূপভাবে চলিয়া যাওয়ায় আমার প্রাণে আঘাত লাগিল। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই, তাহার জন্য ভয় ও ভাবনা হইল। আমি জানিতাম, বেদের দলে সে আব নিরাপদ নহে—লোচন ও ভিক্‌রাজ উভয়েই তাহাকে জব্দ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। যাহাতে তাহারা তার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, আমি প্রাতে উঠিয়াই তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম

আমার গাড়ী আসিবার শব্দ শুনিয়া দুই ব্যক্তি অমূল্যের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলাম অমূল্য ও ফতে আলি।

অমূল্য আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কি লোক বাপু তুমি! তোমার জন্য আমাদের কাহারও আহার-নিদ্রা নাই। দারোগা সাহেব আর আমি এই তোমার সন্ধান থেকে ফিরিয়া আসিতেছি।"

ফতে আলি বলিলেন, "তুমি অনেক কষ্ট দিয়াছ।"

আমি বলিলাম, "ইচ্ছা করিয়া দিই নাই—আসুন, সকলই শুনিবেন।"

আমরা সকলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই বলিলাম। শুনিয়া দারোগা সাহেব বলিলেন, "গাধাবোটে আটক করিয়া রাখিয়াছিল, কাজেই আমরা কোন সন্ধান পাই নাই—বরাহনগরের গলি পর্য্যন্ত সন্ধান পাইয়াছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপে ?"

দারোগা সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ভায়া হে, গোয়েন্দাগিরি বড় কঠিন ব্যাপার, তুমি যে গাড়ীখানায় ছিলে, সেই গাড়ীর কোচ্‌ম্যানকে বাহির করিয়াছিলাম। সে বলিল, 'এই গলির ভিতরে বাবু, ছোক্‌রার সঙ্গে নেমে গেছেন। আমাকে অপেক্ষা কর্‌তে বলেছিলেন, কিন্তু আমি সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম ; কিন্তু তিনি আর ফিরেন নাই।' এ সন্ধান ফতে আলি দারোগা ভিন্ন আর কেহ করিতে পারিত না।"

অমূল্য বলিল, "কুঞ্জ তোমার উদ্ধারে না গেলে কি যে হইত, বলা যায় না।"

দারোগা সাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে অমর বাবুকে নিশ্চয় মক্কা দেখিতে হইত—বড় মন্দ হইত না।"

অমূল্য। দারোগা সাহেব, কালই এই দু-বেটাকে গ্রেপ্তার করুন।

দারোগা। শক্ত—দু-বেটাই নিরুদ্দেশ।

আমি। দারোগা সাহেবকে আমি আগেই বলিয়াছি—এখনও বলি, আমার জন্য এই দু'জনকে ধরিলে ইহাদের দল ধরা যাইবে না। আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। এইবার ইহারা অন্ততঃ একবার শেষ ডাকাতি করিবে—তাহা হইলে তখন যাহাতে সমস্ত দলটা ধরা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে ডাকাতি করে, সে-ই সর্দ্দার—তাহাকেই ধরাই আগে দরকার।

দারোগা সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ কথা ঠিক।"

অমূল্য। এ লোকটা কে ?

ফতে। কোন্ লোকটা ?

অমূল্য। যে এই ডাকাতি করে

ফতে। নিশ্চয় আগে ফৌজে ঘোড়সওয়ার ছিল।

অমূল্য। সে যে ভদ্রসমাজে ঘুরে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, নতুবা সেদিন নীলরতন বাবুর বাড়ীতে নাচের মজ্‌লিসে সে যাইতে পারিত না।

ফতে। ধরা পড়িলেই জানা যাইবে।

আমি দারোগা সাহেবের কথায় মনে মনে হাসিলাম। বলিলাম, "ভিক্‌রাজ কি আর তাহার দোকানে নাই?"

ফতে। না, লম্বা দিয়াছে; দোকান পাঠ তুলিয়া দিয় কোথায় পলাইয়াছে। আমি গিয়া দেখি, সে বাড়ী খালি পড়িয়া আছে।

আমি। লোচনের সন্ধান লইয়াছিলেন?

ফতে। হাঁ, তাহাদের দল চন্দননগরের মাঠে ডেরা ফেলিয়াছে। সে দলে লোচন নাই। কয়েকদিন সে কোথায় গিয়াছে, কেহ কিছুই বলিতে পারে না।

আমি। তাহারা এ দেশ ছাড়িয়া যায় নাই, নিশ্চয়ই এইখানে কোন-খানে লুকাইয়া আছে।

ফতে। সম্ভব, তবে আর ডাকাতি করে কি না বলা যায় না।

অমূল্য বলিল, "তবে অমর, তোমার মতে এখন অপেক্ষা করাই উচিত।"

আমি বলিলাম, "বরাবরই আমার এই মত।"

অমূল্য। যাহা হউক্, তোমার কুঞ্জকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না দুই-দুইবার তোমার প্রাণ বাচাইল।

আমি। সে না থাকিলে আমি প্রথমবারেই প্রাণ হারাইতাম।

ফতে। মেয়েটা খুব শক্ত আছে, পুলিসে কাজ করিতে চাহে ত, আমি লইতে পারি।

ফতে আলি কুঞ্জ-সম্বন্ধে এরূপ কথা বলায় আমি রাগত হইলাম; কিন্তু কোন কথা কহিলাম না। অমূল্য বলিল, "আমার বিবাহের পূর্ব্বে হইলে, আমি ইহাকেই বিবাহ করিতাম।"

ফতে আলি হাসিয়া বলিলেন, "এখন দেখুন, আমাদের শাস্ত্র কেমন? আপনারা বেদের মেয়ে বে করতে পারেন না, জাত যাবে—আমাদের কেমন বন্দোবস্ত দেখুন, নিজের ধর্ম্মের সকলকে ইচ্ছামত বে করতে পারি—আবার ইচ্ছা হইল, তাল্লাক দিলাম।"

দারোগা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, না জানি কি রসিকতা হইল। আমি অনেক কষ্টে ক্রোধ ও হাস্য সম্বরণ করিলাম।

দারোগা সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অমর বাবু বড় মুস্কিলে পড়িবেন।"

অমূল্য ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"এই কুঞ্জকে লইয়া।"

"কেন, কি হইয়াছে?"

আমি নীরব।

ফতে আলি বলিলেন, "বেদে হইয়াই যত গোল, বে করা মুস্কিল।"

আবার উচ্চহাস্য। শেষে দারোগা প্রভু রহস্যটা খুলিয়া বলিলেন, "অমূল্য বাবু, দেখিতেছ না, আমাদের অমর বাবু কুঞ্জকে ভালবাসে।"

এই সময়ে একজন পাহারাওয়ালা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর, ডাকাতি—হাবড়ার মাঠে—ঘোড়সওয়ার ডাকাত।"

আমরা এই কথা শুনিয়া তিনজনেই স্তম্ভিত হইলাম। সত্যসত্যই তাহা হইলে আবার ডাকাতি হইয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শেষেরটা লইয়া এইরূপ ছয়টি ডাকাতি হইল। ডাকাত যে ক্রমে দিন দিন অধিকতর সাহসী হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা সে সাহস করিয়া কলিকাতার নিকটে হাবড়ার মাঠে এরূপ ডাকাতি করিতে পারিত না।

এবারও সেইরূপ ব্যাপার; আন্দুলের জমিদার অনেক টাকার জহরত লইয়া কলিকাতা হইতে আন্দুল যাইতেছিলেন। আহারাদির পর কলিকাতা হইতে রওনা হন্। প্রায় বারটা রাত্রে পাল্কী হাবড়ার মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে একটা বড় কাল ঘোড়ায় চড়িয়া এক ব্যক্তি পাল্কী আটক করে; তাহার মুখে মুখস ছিল, হাতে পিস্তল। ভয়ে জমিদার বাবু বাক্সশুদ্ধ সমস্ত জহরত তাহাকে দিয়া নিজের প্রাণরক্ষা করেন; তখন অশ্বারোহী অশ্ব ছুটাইয়া কোন্‌দিকে চলিয়া যায়—আর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

সে চলিয়া যাইবামাত্র জমিদার মহাশয় হাবড়ার থানায় সংবাদ দেন্; তাহারা আবার কলিকাতার পুলিসে খবর দেয়; কলিকাতার পুলিস খবর পাইবামাত্র ফতে আলি দারোগাকে সংবাদ পাঠায়।

আমরা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া হাবড়ার দিকে ছুটিলাম। অমূল্যও আমাদের সঙ্গে যাইতে চাহিল, কিন্তু ফতে আলি বলিলেন, "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—অমর বাবু একলা গেলেই চলিবে।"

অগত্যা অমূল্যও বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য হইল।

আমরা দুইজনে এই ডাকাতির আলোচনা করিতে করিতে চলিলাম। ফতে আলি বিরক্তভাবে বলিলেন, "যখন আমরা গিয়া পৌঁছিব, তখন ডাকাত তাহার ঘোড়ায় চড়িয়া বিশ ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িবে।"

"খুব সম্ভব, তবে তাহাকে ধরিতে না পারিলেও সম্ভবতঃ এবার আমরা ভিক্‌রাজকে ধরিতে পারিব।"

"কি রকমে? আমার মাথায় ত কিছুই আসিতেছে না।"

"তাহারা এবারও তাহাদের নিয়মমত কাজ করিবে। ডাকাত ডাকাতি করিয়া জহরত কোনখানে পুতিয়া রাখিয়া যাইবে। তাহার পর কোন-খানে গিয়া কোন সঙ্কেত লিখিয়া রাখিয়া যাইবে।"

"এবার আর ঘটীর নীচে লিখিতেছে না।"

"সম্ভব, একটা নূতন মতলব বাহির করিয়াছে। যাহা হউক্, এটাও স্থির, আর প্রত্যেকবারেই এরূপ করিয়াছে—ডাকাত জহরত কোন স্থানে নিকটেই পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সে যে ঘোড়ায় চড়িয়া অনেক দূর যায় না, তাহা নিশ্চয়, না হইলে এতদিনে কেহ-না-কেহ তাহাকে দেখিতে পাইত; সে ডাকাতি করিয়া একটু দূরে গিয়াই ঘোড়া ছাড়িয়া দেয়। তাহার পর জহরত পুতিয়া রাখিয়া ভদ্রলোক হইয়া চলিয়া যায়।"

"এ কথা ঠিক।"

"তাহা হইলে নিশ্চয় ভিক্‌রাজ সেই জহরত লইতে আসিবে।"

"সে যে আর এতটা সাহস করে, এমন বোধ হইতেছে না।"

"সে না আসে, অন্য কেহও আসিতে পারে। কি এবার সে ছদ্মবেশেও আসিতে পারে।"

"এখন তবে কি পরামর্শ?"

"হাবড়ার মাঠের চারিদিকে পাহারা রাখিতে

"সেটা কি সহজ মাঠ—বালির খাল পর্য্যন্ত ৷"

"যতই হউক, চারিদিকে সব রাস্তায় লোক রাখিতে হইবে।"

"তাহা যেন রাখা গেল, কিন্তু কিছু যে হইয়া উঠে বলিয়া বোধ হয় না।"

"হতাশ হইবেন না—এবার নিশ্চয়ই আমরা ধরিব। অন্ততঃ ঘোড়াটা যে কাছেই কোনখানে আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"ঘোড়াটা কোথায় সংগ্রহ করে, সেটাও একটা কথা।"

"আমার বিশ্বাস, ঘোড়া লোচন যোগায়। আমি তাহাদের ডেরায় মুর্শিদাবাদে দেখিয়াছিলাম যে, লোচনের একটা খুব ভাল বড সাদা ঘোড়া ছিল।"

"ডাকাত আসে কালো ঘোড়ায়।"

"কোন রকম রং দিয়ে সাদা ঘোড়া কাল করা শক্ত নয়।"

"এ কথাও ঠিক—আমার আর একটা কথা বড় গোলমেলে বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"কি বলুন ?"

"ভিক্‌রাম গহনা থেকে জহরতগুলা খুলিয়া লইয়া যায় কেন ? গহনা শুদ্ধ লইয়া যাইতে পারে।"

"গহনাশুদ্ধ লইয়া গেলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে—কিন্তু সে যে ভাবে লইয়া যায়, তাহাকে ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

"কেন ?"

"তাহার দোকানে গিয়া সে কথা প্রথমে আমার মনে হয়; তাহার দোকানে একগাছা মোটা লাঠী ছিল; বোধ হয়, আপনি তত লক্ষ্য করেন নাই।"

"দেখি না, অতনাই।"

"আমার বিশ্বাস, এই লাঠীটা ফাঁপা। ঐ লাঠীর ভিতরে জহরতগুলা পূরিয়া নিৰ্ব্বিঘ্নে লইয়া আসে।"

"তোমার খুব বুদ্ধি আছে, কিন্তু এটা যে সম্পূর্ণ পাগলামীর কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"কিন্তু আপনি পরে দেখিবেন যে, আমার কথাই ঠিক হইবে।"

"তাহা হইলে ভিক্‌রাজ আসিবে।"

"নিশ্চয় আসিবে।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমরা হাবড়ার থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে লোকজন লইয়া হাবড়ার মাঠের দিকে চলিলাম।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হাবড়া সহর হয় নাই, গঙ্গার ধারে লোকের বসতি ছিল—তাহার পর বিস্তৃত মাঠ, যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই মাঠ—লোকালয়ের সম্পর্ক নাই। মাঠের ভিতর দিয়া একটা পথ বরাবর তাম্বুলের দিকে গিয়াছে; একটা উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। মাঠের মাঝে একটা বড় বটগাছ; এই গাছের নীচে ডাকাতি হইয়াছে; কিন্তু যখন আমরা সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম তখন মাঠের মধ্যে কোন দিকে কেহ নাই।

আমরা মাঠের চারিদিকে পাহারায় লোক রাখিলাম। তাহারা খানা, ডোবা, ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। এ সকল করিতে সমস্ত রাত্রিটি কাটিয়া গেল; প্রায় ভোরের সময়ে আমি ও ফতে আলি থানায় ফিরিলাম। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন; আসিয়াই শুইয়া পড়িলেন। দুই মিনিট যাইতে-না-যাইতে তাঁহার ভীষণ নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

আমার ঘুম হইল না, কেবল তাঁহার নাসিকা-গর্জ্জনের জন্য নহে, আমার মাথাটাও গরম হইয়া গিয়াছিল। মাথায় একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাইবার জন্য আমি বাহিরের রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। তখন বেশ ফরসা হইয়াছে—সূর্য্যোদয় হইতেছে

সহসা পশ্চাতে একখানা পাল্কীর শব্দ শুনিয়া আমি ফিরিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইলাম। পাল্কীখানা আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু একটু দূরে দাঁড়াইল; পাল্কীর দ্বার রুদ্ধ ছিল, তাহাতে আমি ভাবিলাম যে, কোন স্ত্রীলোক পাল্কীতে যাইতেছেন; কিন্তু পাল্কীখানা সহসা দাঁড়াইল। পরক্ষণে বেহারারা পাল্কী মাটীতে নামাইল দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত হইলাম। একজন বেহারা ছুটিয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনাকে ডাকিতেছেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

বেহারা বলিল, "যিনি পাল্কীতে আছেন।"

আমি অগ্রসর হইলাম; দেখিলাম, আরোহী পাল্কীর দরজা খুলিয়া হাত নাড়িয়া আমাকে ডাকিতেছেন। হাতখানি বলয়সংযুক্ত, সুতরাং যিনি ডাকিতেছেন, তিনি স্ত্রীলোক। হাতখানি যেমন কোমল, সুন্দর ও সুগঠিত, তাহাতে বলয়সংযুক্ত না হইলেও আমি সহজে বুঝিতে পারিতাম, যিনি ডাকিতেছেন তিনি স্ত্রীলোক ও সুন্দরী।

স্ত্রীলোক পাল্কী হইতে আমাকে ডাকিতেছে দেখিয়া আমি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ধীরে ধীরে পাল্কীর নিকটে আসিলাম। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলাম—পাল্কীর ভিতরে মনিয়া বাইজী!

আমি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এখানে যে?"

সে তাহার সেই চিরাভ্যস্ত মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "আমরা কোথায় নই? এখন কলিকাতায় আসিয়াছি; কাল আন্দুলে রাজবাড়ী মজরো ছিল। আপনি এখানে কেন? আপনাকে দেখিয়া আমি পাল্কী নামাই-লাম।"

কাল যে ডাকাতি হইয়াছে, আমি তাহাকে সে কথা বলিলাম। বাইজী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "তবে সে ডাকাত এখনও ধরা পড়ে নাই; কি সর্ব্বনাশ; ভাগ্যে আমি রাত্রে আসি নাই, নতুবা আমাকে মারিয়া আমার সমস্ত গহনা কাড়িয়া লইত!"

আমি বলিলাম, "কাল রাত্রে ফিরিলে তাহাই ঘটিত।"

"ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। তাহা হইলে আপনি এখনও সেই ডাকাতের পিছনে লাগিয়া আছেন?"

"এ ডাকাত ধরিব—প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

"একদিন আমাদের বাড়ী যাইবেন, আমি বড়বাজারে থাকি। আমার নাম করিলে সকলেই বাড়ী দেখাইয়া দিবে।"

এই বলিয়া সে বেহারাদিগকে পাল্কী উঠাইতে বলিল। পাল্কী উঠিলে সে হাসিয়া বলিল, "দেখিতেছি, আপনিই বাজী হারিলেন।"

"কেন?"

"মনে নাই, আমি নীলরতন বাবুর বাড়ীতে বাজী রাখিয়াছিলাম যে, আপনি এ ডাকাত ধরিতে পারিবেন না।"

"এখনও হার মানি নাই।"

"হারিবেন," বলিয়া সে হাসিয়া পাল্কীর দরজা বন্ধ করিল। পাল্কী চলিয়া গেল। আমি বেড়াইবার জন্য গঙ্গার দিকে চলিলাম।

রৌদ্র উঠিলে আমি থানার দিকে ফিরিতেছিলাম, এমন সময়ে

দেখিলাম, কুঞ্জ ছুটিয়া আমার দিকে আসিতেছে। আমি তাহাকে হঠাৎ এরূপভাবে দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম; সে নিকটস্থ হইলে বলিলাম, "কুঞ্জ, তুমি এখানে? কি হয়েছে?"

কুঞ্জ বলিল, "আমি আপনার সন্ধানে আসিয়াছি। আমি অমূল্য বাবুর বাড়ীতে যাইয়া শুনিলাম, আপনি এখানে আসিয়াছেন।"

"কেন, কি হইয়াছে"

"কাল এখানে ডাকাতি হইয়াছে"

"হাঁ, ঠিক সেই রকম ডাকাতি"

"আমি সেইজন্যই আসিয়াছি। আমি এখন সব জানিয়াছি।"

"কি জানিয়াছ, শীঘ্র বল।"

"ডাকাতি কে করে জানি না—তবে লোচন নিজের সাদা ঘোড়াটা রং দিয়া কালো করে—তাহাকে কাল রাত্রে চন্দননগরের জঙ্গলে ঘোড়া রং করিতে দেখিয়াছিলাম। ক'দিন থেকে লোচন নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। তাহাই রাত্রে তাহার ঘোড়া ডাইনী মাগীকে লইয়া যাইতে দেখিয়া আমি লুকাইয়া তাহার পিছনে পিছনে যাই। সে জঙ্গলের মধ্যে লোচনকে ঘোড়াটা দিয়া ফিরিয়া ডেরায় যায়; আমি সেইখানে লুকাইয়া থাকি; দেখি লোচন ঘোড়াকে রং মাখাইয়া কাল করিল, তাহার পর ঘোড়াটা লইয়া জঙ্গলের বাহির হইয়া গেল।"

"তবে লোচনই ডাকাতি করে?"

"না, সে ঘোড়াটা কাহাকে দিয়া তখনই আবার ফিরিয়া আসিল।"

"তবে সে এখনও সেই জঙ্গলে লুকাইয়া আছে?"

"না, সেখান থেকে সে চলিয়া গেলে আমি ডেরায় ফিরিয়া আসি—কাল সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই।"

"তবে ত তোমার ভারি কষ্ট হইয়াছে?"

"না, তার পর সকালে ভিকরাজ আমাদের ডেরায় আসিয়াছিল।"

"তাহাকে ধরাইয়া দাও নাই, কেন?"

"সে ছদ্মবেশে আসিয়াছিল, কেবল আমিই তাহার কপালে দাগ দেখিয়া চিনিয়াছিলাম। সে বুড়ী সাজিয়াছিল।"

"সে কোথায় গেল?"

"সে সেই ডাইনা মাগীর সন্ধানে আসিয়াছিল। কিন্তু সে রাত্রে ডেরায় ছিল না, কোথায় গিয়াছিল; তার পর সে ফিরিয়া আসিলে দুইজনে কথা হইল। আমি তাহাদের কথা শুনিবার জন্য নিকটে লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইলাম না। কেবল এইটুকু শুনিলাম, ভিকরাজ বলিল, 'এখন মাঠে যাচ্ছি, রাত্রে—তার পর খবর পাইবে।'"

আমি সোৎসাহে বলিলাম, "তবে ঠিক হইয়াছে। নিশ্চয়ই ভিকরাজ বুড়ী সাজিয়া জহরত লইতে আসিবে, আজ আর পলাইতে পারিবে না।"

"কেন, কিরূপে ধরিবেন?"

"তুমি খবর না দিলে ধরা শক্ত হইত, এখন আর কোথায় যায়; বুড়ী দেখিয়া কেহই বোধ হয় সন্দেহ করিত না।"

"এখন আমি চলিলাম, এই খবর দিবার জন্য আসিয়াছিলাম।"

"খুব ভাল করিয়াছ, না হইলে হয় ত আমরা এই বদমাইসকে ধরিতে পারিতাম না।"

"এখন আমি যাই।"

"কুঞ্জ, আবার কবে দেখা হইবে? তোমাকে আমার এই বেদের দলে থাকিতে দিতে ইচ্ছা নাই।"

"ইহারা ধরা পড়িলে দেখা করিব।"

এই বলিয়া কুঞ্জ সত্বরপদে তথা হইতে চলিয়া গেল। আমি ফতে আলিকে সংবাদ দিতে থানার দিকে চলিলাম।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

আমার সকল কথা শুনিয়া ফতে আলি বলিলেন, "কুঞ্জকে পুলিসে লইলে উপকার আছে। দুইদিনে সে পাকা গোয়েন্দা হইয়া উঠিতে পারে।"

আমি সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলাম, "আমাদের আর দেরী করা কর্ত্তব্য নয়—এখনই রওনা হওয়া উচিত, এখনই চারিদিকে লোক রাখা উচিত।"

ফতে আলি বলিলেন, "এত ব্যস্ত হওয়া কেন হে? সে ত রাত্রে আসিবে।"

আমি বলিলাম, "ঐটি আপনি ভুল করিতেছেন; সে রাত্রে আসিবে না, দিনেই আসিবে—যতক্ষণ তাহার হাবড়ায় পৌঁছিতে দেরী; নৌকায় আসিতেছে, এখন ভাঁটা, সে দু ঘণ্টার মধ্যেই এখানে পৌঁছিবে।"

"বাপু, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, এই বলিলে সে রাত্রে আসিবে।"

"বুঝিলেন না, চোখে ধূলা দিবার জন্য সে এই কথা বলিয়াছে। নতুবা সব কথা এত চুপি চুপি বলিল যে, কুঞ্জ তাহার কিছুই শুনিতে পাইল না, কেবল এই কথাটাই গলা তুলিয়া বলিল। সে জানিত যে, কুঞ্জ হয় ত তাহাদের কথা শুনিতেছে, তাহাই এইরূপভাবে রাত্রের কথা বলিয়াছিল। তাহা হইলে আমরা জানিব, সে রাত্রে জহরতের জন্য আসিবে, আমরা রাত্রেই তাহাকে ধরিবার চেষ্টা পাইব, সে ইতিমধ্যে দিনের বেলায় আসিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া সরিয়া পড়িবে।"

"কথাটা আমার মনে লাগে বটে, তবে বাপু, বোধ হয়, তুমি ভুল বুঝিতেছ।"

"সাবধানে মার নাই, দারোগা সাহেব, সে যদি দিনে না আসে, আবার রাত্রে তাহার পাহারায় থাকা যাইবে। এখন একবার দেখিলে কোন ক্ষতি নাই ত।"

"সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু শরীরটা ত নিজের, প্রাণটা যে যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে, ক্রমাগত হাই উঠিতেছে।"

"এত বড় ডাকাতি ধরিতে পারিলে প্রশংসা আপনারই হইবে।"

"তাহা ত হইবারই কথা, আমি ভিন্ন এ ডাকাতি ধরে এমন লোক কে আছে?

আমি মৃদুহাস্য করিয়া বলিলাম, "এ কথা নিশ্চয়—পুরস্কারও আপনি পাইবেন।"

ফতে আলি গর্ব্বিতমুখে বলিলেন, "বটেও ত, এত বড় ডাকাতি ধরে কে? প্রাণটি হাতে করিয়া ডাকাতের পিছনে ঘুরিতেছি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এখন চলুন, দেরী করিবেন না।"

"চল—চল," বলিয়া ফতে আলি শট্‌কার নল ফেলিয়া উঠিলেন। পুলিসের লোক চারিদিকেই পাহারায় ছিল, আমরা গিয়া তাহাদের আরও সতর্ক থাকিতে বলিয়া উভয়ে একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইলাম।

এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ক্রমে ফতে আলি বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। নিজের মনে অস্পষ্টকণ্ঠে কত কি বকিতে লাগিলেন, "ঢের ঢের মাম্‌লার তদন্ত করিয়াছি, এমন উৎপাতে মাম্‌লায় আর কখনও পড়ি নাই, মশাতে সর্ব্বাঙ্গ খেয়ে ফেলিল।" দুঃসাধ্য হইলেও আমি অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া রহিলাম; আমি জানিতাম, এ সময়ে কথা কহিলে দারোগা সাহেব একদম মহা গরম হইয়া উঠিবেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "একবার বেটাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলে গোটা কতক জুতাশুদ্ধ লাথী মেরে রাগটা মেটাই, বেটা মাড়োয়ারী—

বজ্জাত বদমাইস, আমাকে এমনই করে ভোগান—পাজী” তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “বাপু, অনেক অনেক বদমাইসকে এ বয়সে ধরিলাম, এবার তোমার বুদ্ধি শুনেই এ লাঞ্ছনা হইল—অদৃষ্টে আরও কি আছে, তা আল্লা জানেন্—ওঃ! মশাতে মুখখানা ফুলাইয়া দিল।”

এই সময়ে আমি দেখিলাম, একটি অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক লাঠীতে ভর দিয়া মাঠের ভিতরে আসিল। আমি বলিয়া উঠিলাম, “ঐ—ঐ নিশ্চয়ই ঐ।”

মতে আলি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “বাপু, তোমার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। আগে ভাবিয়াছিলাম যে, তোমার একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, এই-জন্যই তোমায় সঙ্গে লইয়াছিলাম, এমন জানিলে তফাৎ হইতাম।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “দারোগা সাহেব, আমি এমন কি অপরাধ করিলাম?”

“অপরাধ? ঐ একশো বছরের খুণ্‌খুরে বুড়ীটাকে বল কিনা যে, সেই গাট্টাগোট্টা সণ্ডা মাড়োয়ারী বদমাইস—ভিক্‌রাজ?”

“আপনি পরে দেখিবেন, কুঞ্জ বলিয়া গিয়াছে, ভিক্‌রাজ বুড়ী সাজিয়াছে। কুঞ্জ না বলিলে আমরা কিছুতেই ইহাকে ভিকরাজ বলিয়া চিনিতে পারিতাম না। কুঞ্জ তাহার চোখ আর কপালের দাগ দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল; আসুন, আমরা এই বুড়ীকে একটু ভাল করিয়া দেখি।”

“দেখ যত ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় দেখ।”

“আপনি যাইবেন না?”

“যখন তোমার মত পাপকে সঙ্গে লইয়াছি, তখন আর কি করি?”

আমি মনে মনে হাসিলাম. আমরা খানা-ডোবার ভিতরে লুকাইয়া লুকাইয়া চলিলাম. বুড়ী আমাদের দেখিতে পাইল না।

বুড়ীটা একবার চারিদিকে চাহিল, মাঠের কোনদিকে কাহাকে না

দেখিয়া একটা ছোট গাছের তলায় বসিল; স্পষ্ট বোধ হইল, যেন সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার ভাব দেখিয়া আমার মনে হইল যে, হয় ত আমারই ভুল হইয়াছে। যথার্থ এ কোন বুড়ীই হইবে।

আমরা ঐ গাছের নিকটস্থ একটা খানার ভিতর লুকাইয়াছিলাম। সে আমাদের দেখিতে পায় নাই, কিন্তু আমরা তাহাকে দেখিতে পাইতে-ছিলাম। দেখিলাম, সে আঁচলখানা সম্মুখে মাটির উপরে পাতিল, আমি মৃদুস্বরে দারোগাকে বলিলাম, "কাপড়ের নীচে গর্ত্ত খুঁড়িতেছে।"

তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, "না গো না সে সব নয়, এই দেখ না, বুড়ীটা আঁচল পাতিযাছে, এইবার শুইয়া বিশ্রাম করিবে।"

আমি কথা কহিলাম না, একদৃষ্টে বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিলাম; তখন আমরা দেখিলাম, বৃদ্ধা নিজের লাঠীর মুখটা খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর এক এক করিয়া লাঠীর ভিতরে কি ফেলিতে লাগিল। আমি সোৎসাহে ফতে আলিকে বলিয়া উঠিলাম, "এখন কি বলেন?"

তিনি আমার কথায় কান না দিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন; চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বদমাইস, ফতে আলির চোখে ধূলো দেওয়া!"

ফতে আলিকে দেখিয়া বৃদ্ধা সবেগে উঠিয়া দাড়াইয়া তখনই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। আমরাও প্রাণপণে তাহার পশ্চাতে ছুটিলাম। দারোগা রাসভ-বিনিন্দিতস্বরে তাঁহার নিজের লোকজনকে ডাকিতেছেন তাহারা খানা-ডোবা-ঝোপ হইতে বাহির হইয়া আমাদের সঙ্গে ছুটিল।

আর পলাতকের পলাইবার উপায় নাই। চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াছে, অনন্যোপায় হইয়া সে ফিরিয়া ফতে আলির ঘাড়ে আসিয়া পড়িল দুইজনেই ভূপতিত হইল। পরমুহূর্ত্তে আমি গিয়া না পড়িলে হয় ত ভিকরাজ সেইখানেই ফতে আলির লীলা শেষ করিয়া দিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া ভিক্‌রাজের ঘাড়ে পড়িল। দারোগা ফতে আলি উঠিয়া ভিকরাজকে লাথীর উপর লাথী মারিয়া মনের সাধ ও রাগ মিটাইলেন। অন্য সকলেই তাঁহার অনুকরণ করিল। আমি সেখানে উপস্থিত না থাকিলে বোধ হয়, ভিক্‌রাজের অদৃষ্টে আরও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ হইত। বাহিরের লোক উপস্থিত থাকিলে পুলিসের একটু 'চক্ষুলজ্জা' হয়।

তখন তাহারা ভিক্‌রাজকে পিছুমোড়া করিয়া বাঁধিয়া থানায় লইয়া চলিল—সে কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

আন্দুলের জমিদার মহাশয়ের শেষ ডাকাতিতে লুণ্ঠিত সমস্ত গহনাই পাওয়া গেল। কাপড় ঢাকিয়া, গাছতলায় বসিয়া ভিকরাজ বদ্ধারূপে গর্ত্ত খুঁড়িয়া একে একে গহনা বাহির করিয়া জহরত তফাৎ করিয়া লাঠির মধ্যে পূরিতেছিল, দারোগা মহাশয়ের ব্যস্ততায় সমস্ত কাজ শেষ করিতে পারে নাই—সব ফেলিয়াই দৌড়িয়াছিল।

প্রহারে ভিক্‌রাজ অর্দ্ধমৃত হইয়াছিল। কনেষ্টবলগণ তাহাকে থানায় টানিয়া আনিয়া ফেলিল, সে জল খাইতে চাহিল। তখন যথার্থ ই তাহার উপরে আমার দয়া হইল। দারোগা বলিলেন, "দে—বেটাকে একটু জল দে।"

ভিক্‌রাজ জলপান করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইলে ফতে আলি বলিলেন, "ভায়া ভিক্‌রাজ, এখন বাপু সব খুলে বল দেখি। আর বেশি কি হবে, ডাকাতিগুলির জন্য যাবজ্জীবন যাবে, খুলে বল, বাপ ধন।"

ভিক্‌রাজ বলিল, "কি বলিব—আমি কি জানি?"

ফতে আলি ক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "বদ্‌মাইস, এখনও আমায় চেন নি।"

ভিকরাজ বলিল, "কি বলিব ?"

ফতে। কোন্ মহাপ্রভু এ মতলব বে'র করেছিল ?

ভিক। মতলব আমার—স্বীকার করিতেছি।

ফতে। ডাকাতি করে কে ?

ভিক্‌রাজ কথা কহিল না। ফতে আলি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বেটা চোর, বল্, এই ডাকাত কে ?"

তবুও ভিক্‌রাজ কথা কহিল না।

আমি দেখিলাম, দারোগা সাহেব রাগে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। তখনকার পুলিস, এখনকার পুলিস অপেক্ষা কি ভয়ানক ছিল, তাহা বলা যায় না। আমি ভিক্‌রাজকে রক্ষা করিবার জন্য বলিলাম, "ভিক্‌রাজ, আমরা সব জানিয়াছি, লোচন যে তাহার সাদা ঘোড়ার রং করিয়া দিত, তাহাও আমরা জানি। এখন গোলমাল না ক'রে সেই রংকরা ঘোড়ায় চ'ড়ে কে ডাকাতি করিত, তাহাই বল ; কেন মার খাইয়া মরিবে ?"

ফতে আলি গর্জ্জিয়া বলিলেন, "কেবল মার! হাঁড়ি এক জায়গায়, মাস এক জায়গায় করিয়া ছাড়িব। শালাকে মালখানায় নিয়ে যা ত।"

মালখানায় সে সময়ে আসামীর উপরে কি ভয়াবহ পীড়ন হইত, তাহা বর্ণনার প্রয়োজন নাই ; অনেক সময়ে অনেক আসামীর অদৃষ্টে মালখানা ত্যাগ করিয়া বাহির হওয়া ঘটিয়া উঠিত না। ভিক্‌রাজ মালখানা কি বেশ জানিত ; সে বলিয়া উঠিল, "যখন ধরা পড়িয়াছি তখন আর উপায় কি ? লোচন ডাকাতি করিত। সে ডাকাতি ক'রে ঘোড়ায় চ'ড়ে পলাইত, এক জায়গায় গহনাগুলো পুতে রেখে যেত।

সে-ই ঘটীর নীচে লিখিয়া যাইত, আমি সেই লেখা দেখিয়া গহনা লইয়া আসিতাম।"

ফতে আলির নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ভিক্‌রাজ পুলিসের অত্যাচার হইতে বাচিয়া গেল। নতুবা যতক্ষণ সে ডাকাতের নাম না বলিত, ততক্ষণ তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিত—তাহার সৌভাগ্যবশতঃ ফতে আলি তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন; বলিলেন, "সেই বেটা! সে ডাকাতি করে, তা আমি অনেককাল থেকে জানি।"

আমি কিন্তু বুঝিলাম যে, ভিক্‌রাজ মিথ্যাকথা বলিল। অত্যাচারের হাত হইতে এড়াইবার জন্য লোচনের নাম করিল। কুঞ্জ বলিয়াছিল, ঘোড়া কাহাকে দিয়া লোচন তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে সমস্ত রাত্রি জঙ্গলে লুকাইয়াছিল, কুঞ্জ সমস্ত রাত্রি তাহাকে পাহারা দিয়াছিল; এ অবস্থায় সে হাবড়ার মাঠের এ ডাকাতি করে নাই, নিশ্চয়ই আর কেহ করিয়াছিল।

কিন্তু এ বিষয়ের প্রমাণ দিতে কুঞ্জ ভিন্ন আর কেহই ছিল না, কুঞ্জকে কোন মতে এ বিষয়ে জড়াইবার আমার ইচ্ছা ছিল না; সেইজন্য আমি আর কোন কথা কহিলাম না। ফতে আলি যাহা বিশ্বাস করিলেন, তাহাকে তাহাই বিশ্বাস করিতে দিলাম।

ফতে আলি আর হাবড়ায় বিলম্ব না করিয়া মহা আড়ম্বরে ডাকাত লইয়া স্ফীতবক্ষে কলিকাতার দিকে রওনা হইলেন। তিনি আসামী লইয়া সদলে থানায় প্রস্থান করিলে আমি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া অমূল্যের বাড়ীতে আসিয়া পড়িলাম।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

ফতে আলির দৃঢ় বিশ্বাস, লোচনই ডাকাতি করিত, আমার সে বিশ্বাস নহে. কিন্তু আমি ফতে আলিকে এ বিষয় লইয়া বিরক্ত করিলাম না—পাছে কুঞ্জকে সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়েই আমি তাহাকে কিছু বলিলাম না মনে জানি, লোচন নিজে ডাকাতি করিত না, সে ঘোড়া দিত—ডাকাতি করিত, আর একজন কেহ—সে কে আমি তাহাকে কোনদিন কোনখানে বাহির করিব-ই করিব, আমার এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছাড়িলাম না।

ফতে আলি লোচনকেই ডাকাত ভাবিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহার কোন সন্ধানই পাইলেন না। বেদেরা এখন চন্দননগরের মাঠেই আছে, কিন্তু তাহারা কেহই লোচনের সন্ধান দিতে পারিল না ; সে অনেকদিন হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। তাহার স্থলে বেদেরা সকলে কুঞ্জকেই দলপতি করিয়াছে। তাহার কারণও অনেক, কুঞ্জ বুদ্ধিমতী, কুঞ্জ একদিকে দয়ামায়া ভালবাসার পূর্ণমূর্ত্তি, আবার অন্য-দিকে সিংহী, তাহাকে সকলে অত্যন্ত ভয় করিত। তাহার উপর কুঞ্জ সুন্দরী, সে উত্তম বাঙ্গালা লেখা-পড়া জানিত, সুতরাং কুঞ্জ যে সহজেই বেদের দলের সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

ফতে আলি বেদের কথা বিশ্বাস করিলেন না ; তিনি বেদেদিগের উপরে বিশেষ পাহারা রাখিলেন. কিন্তু লোচনের কোন সন্ধানই হইল না। সে নিশ্চয়ই দেশ ছাড়িয়া অন্য কোন দেশে পলাইয়াছে। তাহাকে ধরিতে না পারিয়া ক্রমে ফতে আলি দারোগা হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

আমি একদিন অমূল্যকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। আমি যে কারণে লোচনকে ডাকাত মনে করি না, তাহাও তাহাকে বলিলাম অমূল্য শুনিয়া বলিল, "তাহা হইলে আকাট্ ফতে আলি কেবল ধাঁধায় ঘুরিতেছে।"

"মহা ধাঁধায়। কুঞ্জ সমস্ত রাত্রি লোচনকে পাহারা দিয়াছিল। আধ ঘণ্টামাত্র সে তাহার চোখের আড়াল হইয়াছিল, লোচন ঘোড়া লইয়া কাহাকে দিয়া আসিয়াছিল। আধ ঘণ্টায় সে চন্দননগর হইতে আসিয়া হাবড়ার মাঠে চুরি করিয়া আবার চন্দননগরে পৌঁছিতে পারে না।"

"তাহা ত নিশ্চয়ই নয়।"

"তাহা হইলে হাবড়ার ডাকাতি লোচন করে নাই।"

"তাহার পক্ষে অসম্ভব।"

"এইজন্য আমি বলি, সে কেবল ডাকাতকে ঘোড়া দিয়া আসিত ডাকাতি অন্য লোক করিত--সে কিছুতেই লোচন নহে।"

"তাহা হইলে তুমি কি করিবে, মনে করিতেছ?"

"এই ডাকাতকে ধরিতে হইবে।"

"কেমন ক'রে?"

"লোচন নাই, কিন্তু লোচনের ঘোড়া বেদেদের দলে আছে, সেই দলে লোচনের বিশ্বাসী সেই বজ্জাত মাগীটাও আছে, এখন সে অনায়াসে ঘোড়া ডাকাতকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে।"

"তা অবশ্য পারে।"

"তা হ'লে ডাকাত আগেকার মত ঘোড়া পাইতে পারে, সুতরাং সে ডাকাতি ছাড়িবে না, আবার ডাকাতি করিবে। এ সব কাজ একবার ধরিলে সহজে ছাড়া যায় না।"

"তাহা হইলে তোমার বিশ্বাস যে, এই লোক আবার ডাকাতি করিবে ?"

"নিশ্চয় করিবে।"

"এখন মাড়োয়ারী নাই, কে গহনা লইয়া বেচিবে ?"

"মাড়োয়ারীর ভাবনা কি ? একজন গিয়াছে আর একজনকে সে ইতিমধ্যে জুটাইয়া লইয়াছে।"

"তুমি যাহা বলিতেছ, সম্ভব বটে।"

"আমি তোমায় বলিতেছি, চন্দননগরের কাছেই আবার শীঘ্র ডাকাতি হইবে।"

"কেন ?"

"বেদেরা এখনও সেখানে আছে, সুতরাং ঘোড়া সেখানে। চন্দন-নগরের পাঁচ-শত ক্রোশের মধ্যে সে আবার ডাকাতি করিবে।"

"তুমি কি করিতে চাও ?"

"আমি এই ডাকাত ধরিবার জন্য একটা ফাঁদ পাতিতে চাই।"

"খুলে সব বল।"

"আমরা দুজন কোন বড় জমিদার সেজে অনেক রাত্রে পাল্কী ক'রে —এক পাল্কীতেই দুজনে যাইব। আর আগে হইতেই খুব রটাইয়া দিব যে, অমুক দেশের জমিদার হুগলীতে সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন, সঙ্গে অনেক জহরত আনিতেছেন। নিশ্চয়ই এ কথা ডাকাতদের কানে পৌছিবে, তখন সে আমাদের আক্রমণ করিবে, তখন দেখিয়া লওয়া যাইবে।"

"তাহা হইলে তুমি মনে করিতেছ, তাহাকে ধরিতে পারিবে ?"

"আমার ত এই বিশ্বাস, আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে ধরিতে পারিব।"

"তাহা হইলে কবে এ কাজে লাগিবে ? আমি তোমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

"তোমায় বলিব, প্রথমে আমি একবার চন্দননগরে গিয়া বেদেদের ডেরাটা দেখিব।"

অমূল্য হাসিয়া বলিল, "বেদেদের ডেরা না—কুঞ্জ ?"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম. "তুমি আমার বিশেষ বন্ধু—তোমায় গোপন করিব না—যথার্থই কেমন আমি ইহাকে ভালবাসিয়াছি—তবে—তবে—বেদে—"

অমূল্য বলিল, "কুঞ্জ বেদে নয়। আমি শুনিয়াছি, বেদেরা অনেক সময়ে মেয়ে চুরি করিয়া থাকে—এ সেই রকম চুরি করা মেয়ে। ইহাকে দেখিয়াই আমার একটা কথা মনে হইয়াছিল—"

আমি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি—কি ?"

"না, আমার ভুল—তা নয়।"

"কি আমায় বল।"

"আমার একটি আত্মীয়ের মেয়ে অনেক দিন হইল হারাইয়া যায়, তখন তাহার বয়স দু বছর কি আড়াই বছর—ইহাকে প্রথম দিন দেখিয়াই মনে হইয়াছিল, যেন এটি সেই মেয়ে।"

"কিজন্য তোমার এরূপ মনে হইল ?"

"তার স্ত্রীর সঙ্গে কুঞ্জের চেহারার সৌসাদৃশ্য আছে।"

"তিনি কে ?"

"অত ব্যস্ত হইয়ো না। কুঞ্জ যদি যথার্থ তাহারই মেয়ে হয়, তবে তুমি অনায়াসে কুঞ্জকে বিবাহ করিতে পার।"

আমি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম, "তোমার আত্মীয়টির নাম কি ?"

"তাহার নাম, আনন্দকুমার বসু ”

আমার নাম, অমরনাথ দে, সুতরাং তাহা যদি হয়, তবে আমি কুঞ্জকে বিবাহ করিতে পারি ভালবাসা যে কি, তাহা যিনি কখনও ভালবাসেন নাই, তিনি কখনও বুঝিবেন না। আমি আর কোন কথা না কহিয়া অন্যত্রে চলিয়া গেলাম।

আমি সেইদিন চন্দননগরে রওনা হইলাম। উদ্দেশ্য ডাকাতির তদন্ত করা ঘোড়াটা বেদেদের ডেরায় এখনও আছে কি না—সেই মাগীটা কি করিতেছে, সে লোচন বা ডাকাতের সহিত কোন কথাবার্ত্তা চালাইতেছে কি না, লোচন বা ডাকাতের আর কোন সন্ধান পাইয়াছে কি না। এই উদ্দেশ্যে আমি চন্দননগরে রওনা হইলাম।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ডাকাতের সন্ধান ছাড়া এখন আমার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। কুঞ্জ যে বেদিয়া নহে, তাহা তাহার চেহারা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—এ কথা কুঞ্জও জানে—তবে কুঞ্জ কাহার কন্যা, কি জাতি এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহাতে আমার স্বার্থ কি? সে যে-ই হউক না কেন, তাহাতে আমার কি? এ কথা সহস্রবার মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কোন সদুত্তর পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম, একটা বেদিয়ার মেয়ের জন্য পাগল হইতে বসিয়াছি যে! না, সেজন্য নহে, সে দুই-বার আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে তাহার মঙ্গলকামনা না করিলে এ জগতে আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞ ও পাষণ্ড আর কেহই নাই। যাহাই হউক, আমি চন্দননগরে কুঞ্জের সহিত দেখা করিতে চলিলাম।

চন্দননগরের প্রান্তবর্ত্তী বিস্তৃত প্রান্তরে বেদেরা ডেরা ফেলিয়া আছে। দেখিলাম. এবার ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নাই। জনকতক বরকন্দাজ ইহাদের পাহারায় আছে। ইহারা আর স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে না।

মাঠে প্রবেশ করিয়াই আমি সম্মুখে সেই বালককে দেখিতে পাইলাম। সে কতকগুলা ভেঁড়া ও ছাগল চরাইতেছিল, আমাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল "কুঞ্জ টাকা দিয়াছিল—সে না হ'লে লোচন তোমার কাজ শেষ করিত।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "লোচনের মত দশটাকে আমি মারিতে পারি।"

"সে তোমার ভয়েই কোথায় পালিয়ে গেছে।"

"কোথায় জানিস্?"

"না. সে একেবারে কোন্ দেশে পালিয়ে গেছে।"

"দল ছেড়ে কি একেবারে পালাতে পারে, বোধ হয়, কোন্‌খানে লুকিয়ে আছে।"

"তা জানি না, সে আর এখানে আসে না।"

"সেই মাগী কি বলে?"

"তুমি তাকে বেঁধে রেখে এসেছিলে, সে তোমায় পেলে বলেছে কাম্ড়াবে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "সে তা অনায়াসে পারে—আমি তারই সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছি।"

"যেও না, সে ভারি রাগী—সে ডাইনী।"

"ডাইনীর মন্ত্র আমার কাছে আছে—কুঞ্জ কোথায়?"

"ডেরায় আছে।"

আমি বালকের সহিত আর কোন কথা না কহিয়া বেদিয়াদের ডেরার দিকে অগ্রসর হইলাম। দুই-এক পাদ গিয়া ফিরিয়া দেখি, সেই বালক আমার পিছনে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি ও মুখবিকৃতি করিতেছে। আমি হঠাৎ তাহার দিকে ফিরিলে সে আবার ভাল মানুষটির মত দাড়াইল। আমি বলিলাম, "বজ্জাত, আমায় চেন না—বেত মেরে হাড় গুঁড়া ক'রে দিব।"

সে আমাকে তাহার বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল; আমি আবার বেদিয়াদের ডেরার দিকে চলিলাম।

এই দুষ্ট বালকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম, বেদেরা আমার উপরে সন্তুষ্ট নহে; আমারই ভয়ে লোচন পলাইয়াছে; বেদেরা ভাবিয়াছে, আমারই জন্য তাহারা পুলিসের নজরবন্দী হইয়াছে; তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমার উদ্দেশ্য তাহাদের সকলকেই জেলে দেওয়া। সেই দুর্দান্ত মাগীটার আমার উপরে জাতক্রোধ হইবার আরও একটা কারণ ছিল। আমি যেভাবে তাহাকে নৌকামধ্যে আক্রমণ করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতে সে কেন, অনেকে রাগ করিত।

সে-ই আমার বিরুদ্ধে নানাকথা কহিয়া আমার উপরে বেদিয়াদের রাগ জন্মাইয়া দিয়াছে; কুঞ্জ না থাকিলে আমার বিপদের আশঙ্কা ছিল। কুঞ্জকে সকলে ভয় করিত, এইজন্য কেহ প্রকাশ্যভাবে আমার সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করিতে সাহস করিত না।

আমি তাহাদের ডেরায় পৌঁছিলে সকলেই আমাকে দেখিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। দুই-একজনকে কুঞ্জের কথা জিজ্ঞাসা করায় ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমার উপস্থিতিতে সমস্ত ডেরায় একটা নীরব-গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাড়াইলাম। এ সময়ে একটি ছোট

কাপড়ের তাঁবুর মধ্য হইতে কি সেলাই করিতে করিতে কুঞ্জ বাহির হইল। পরক্ষণে তাহার দৃষ্টি আমার উপরে পড়িল, সে মৃদুমধুর হাসিয়া আমার নিকটে আসিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল আছ ত কুঞ্জ ?"

কুঞ্জ সেইরূপ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।"

আমি বলিলাম, "আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম।"

সে অবনতমস্তকে মৃদুস্বরে বলিল, "কোন প্রয়োজন আছে কি ?"

আমার মন যেন বলিয়া উঠিল, "প্রয়োজন তোমায় দেখা।" আমি প্রকাশ্যে বলিলাম, "হাঁ, একটা বিশেষ দরকার আছে।"

"আসুন," বলিয়া কুঞ্জ ফিরিল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

সে ডেরা হইতে একটু দূরে একটি গাছের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "আপনি একটু দাড়ান্, আমি বসিবার কিছু আনি।"

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে সত্বরপদে ডেরার দিকে ছুটিয়া গেল। আমি একাকী তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই সে একখানা কম্বল লইয়া ফিরিয়া আসিল। কম্বলখানা পাতিয়া আমাকে বলিল, "বসুন।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আমি বসিলাম। কুঞ্জ অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া গাছের একটা পাতা লইয়া শতখণ্ডে ছিন্ন করিতে লাগিল। আমি কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "বসো।"

কুঞ্জ বসিল—সেইরূপ অবনতমস্তকে বসিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। আমি তাহার এ ভাব দেখিয়া ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম

না ; কি বলিব, সহসা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে বলিলাম, "একটা বিশেষ কাজে তোমার কাছে আসিয়াছি।"

সে কেবলমাত্র বলিল, "বলুন।"

আমি বলিলাম "ভিকরাজকে সেদিন ধরিয়াছি, বোধ হয়, শুনিয়াছ?"

"হাঁ শুনিয়াছি।"

"তুমি খবর না দিলে ধরিতে পারিতাম না।"

"ইহারা সে কথা জানে না, তবে ইহারা ভিকরাজকেও চেনে না, লোচনকেও সকলে বড ভালবাসিত না।"

"এখন ইহারা তোমাকেই মানিতেছে?"

"ইহারা আমাকে ভালবাসে।"

"সেই বজ্জাত মাগীটা কি বলে?"

"বোধ হয়, ভয়ে কিছুই বলে না, তবে আমাদের উপরে যে খুব রাগিয়াছে, তাহা নিশ্চয়।"

"ইহার সঙ্গে বোধ হয়, লোচনের এখনও খবরাখবর চলিতেছে?"

"না, আমি তাহার উপরে নজর রাখিয়াছি; কই, কিছু জানিতে পারি নাই।"

"সে ঘোড়াটা আছে?"

"হা, আছে।"

"এখন কে সেটাকে দেখে-শুনে?"

"সেই মাগীই দেখে।"

"তাহা হইলে লোচনের কোন সন্ধান নাই?"

"না, সে বোধ হয়, আর এ দেশে নাই।"

"যাক্ সে কথা, আমি তোমার সম্বন্ধে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

কুঞ্জ বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল ; তাহার বিশাল চোখ ছুটি আমার চোখের উপরে ঝকিল. আমার হৃদয় যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল ; পরমুহূর্ত্তে সে আবার মস্তক অবনত করিল ; অতি মৃদুস্বরে বলিল. "আমার কথা ! আমার কি কথা জানিতে চাহেন ?"

এবার আমি সাহস করিয়া বলিলাম, "কুঞ্জ, তুমি ত ইদানীং আমার সঙ্গে এরূপভাবে কথা কহিতে না ?"

তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে একটু পরে উত্তর দিল, "আমি ত সেই রকমই কথা কহিতেছি।"

আমি আবেগপূর্ণস্বরে বলিলাম, "না, সে রকম কথা কহিতেছ না, তুমি ত আমাকে 'আসুন' 'বসুন' 'আপনি' এ সব বলিতে না।"

তাহার মুখ আরও আরক্ত হইয়া উঠিল ; সে অতি কষ্টে বলিল, "যেমন বলিবেন—সেই রকম—"

আমি তাহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলাম, "আবার—সেই—"

এবার সে হাসিল ; বলিল. "কি বলিব—বলুন—বল ;"

আমি অতি কষ্টে আত্মসংযম করিলাম ; নতুবা হয় ত আমি তাহার গণ্ডে চুম্বন করিতাম। আমি উৎসাহিতভাবে বলিলাম. "হাঁ, এই রকম—আগে যে রকম কথা কহিতে, তাহাই কর।"

সে অবনতমস্তকে বলিল, "তাহাই করিব।"

আমি তখন একেবারে কাজের কথা পাড়িলাম। বলিলাম, "কুঞ্জ, আমি তোমার নিজের সম্বন্ধে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

"আমি নিজের বিষয় নিজে কিছুই জানি না।"

"আমি যেদিন মুর্শিদাবাদে তোমাদের ডেরায় আসি, লোচন সেইদিন বলিয়াছিল যে, তোমার মা বেদে ছিলেন বটে, কিন্তু তোমার বাবা লালা ছিলেন, এ কি সত্য ?"

"ছেলেবেলার কথা আমার কিছুই মনে নাই. আমার মাতাপিতাকে আমি কখনও দেখি নাই, তবে এক লালার কাছে ছিলাম; তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন; তিনিই মাষ্টার রাখিয়া আমাকে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে লোচন আমাকে লইয়া আসে. সেই পর্য্যন্ত আমি ইহাদের সঙ্গেই আছি।"

"তিনি হিন্দুস্থানী, তোমাকে বাঙ্গালা শিখাইলেন কেন?"

"জানি না।"

"তোমাকে কি তিনি বাঙ্গালী বলিয়া জানিতেন?"

"তাহাও জানি না।"

"তিনি যে তোমার পিতা নহেন, তাহা কেমন করিয়া জানিলে?"

"তিনি একদিন আমায় বলিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার মেয়ে নই। তাঁহার স্ত্রী একদিন আমার উপর রাগ করিয়া গালি দিতে দিতে বলেন যে, আমি তাঁহাদের মেয়ে নই; আমি জানিতাম আমি তাহার মেয়ে, আমার মা নাই. সেইজন্য গালি খাইয়াও তাঁহার কোলে ছুটিয়া গিয়া পড়িয়া তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলিলেন, হাঁ, যথার্থই আমি তাঁর মেয়ে নই, আমি বেদের মেয়ে, আমি লোচনের মেয়ে. লোচন মানুষ করিবার জন্য আমাকে তাঁহার কাছে রাখিয়া গিয়াছে।"

"লোচনের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল?"

"তা জানি না।"

"এই ভিকরাজকে আর কখনও আগে দেখিয়াছিলে বলিয়া মনে হয়?"

"ছেলেবেলায় যেন উহাকে কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। ইহাকে প্রথম দিন যখন দেখিয়াছিলাম. সেইদিনই এ কথা মনে হইয়াছিল।"

"কোথায় দেখিয়াছিলে, মনে করিয়া দেখ্ দেখি—সেই লালার বাড়ীতে নয় ?"

"অনেকদিন মনে করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই মনে হয় নাই। তবে এইটুকু যেন মনে হয় যে, আমি ইহার বাড়ী গিয়াছিলাম, একটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করিয়াছিলাম।"

"কোথায় ব'লে মনে হয়, মনে করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা কর দেখি।"

"কিছুই মনে করিতে পারি না।"

"সেই সময়ের কেহ-না-কেহ তোমাদের দলে এখন থাকিতে পারে ?"

"যে আছে, সে কিছুই বলিবে না।"

"কে সে ?"

"লোচনের সেই বিশ্বাসী মাগীটা।"

"কোনদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?"

"না, জিজ্ঞাসা করিবার দরকার কি ?"

"তোমার বাপ মা কে, তোমার জানিবার কখনও ইচ্ছা হয় নাই ?"

"আগে হয় নাই, এখন—"

তাহার মুখ আবার আরক্তিম হইল, সে নীরব হইল।

আমি সোৎসাহে বলিলাম, "এখন—এখন কি তা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে ?"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কুঞ্জ কোন কথা কহিল না, আমি স্পষ্টই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সে যে আমাকে ভালবাসে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাহা আজ দূর হইল। আমি পুনঃ পুনঃ প্রেমপূর্ণস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, "কেন কুঞ্জ, এখন তোমার বাপ-মার বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে? এতদিন হয় নাই— এখন হইয়াছে কেন? কেন? আমায় বল।"

সে দুই-একবার কথা কহিতে গিয়া বলিতে পারিল না; আমি তখন সাদরে তাহার হাত ধরিলাম, সে হাত সরাইল না, বোধ হয়, সরাইবার ক্ষমতা তাহার ছিল না; আমি দেখিলাম, বাত্যাবিতাড়িত বংশপত্রের ন্যায় তাহার হাত কাঁপিতেছে। আমি আবার তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, তখন সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "তা ত জানি না।"

আমরা যে গাছতলায় বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে কাহাকেও দেখা যায় না। আমরা গোপনে কথা কহিব বলিয়াই কুঞ্জ সেই স্থানে আমাকে আনিয়াছিল; আমি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই, আমি আত্মসংযমে অসমর্থ হইলাম; মুহূর্ত্তমধ্যে কুঞ্জকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার গণ্ডে, ওষ্ঠে শত শত চুম্বন করিলাম। গোধূলির রক্তরাগের ন্যায় তাহার মুখখানি আরক্ত হইয়া অপূর্ব্বসৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিল।

তাহার নিঃশ্বাস সবলে পতিত হইতেছিল, আমি বুঝিলাম, সে অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমি বেদে—আমি—আপনার— আমায় মাপ করুন।"

এই বলিয়া কুঞ্জ উঠিতেছিল—আমি সবেগে বলিলাম, "কুঞ্জ, আমি তোমাকে বিবাহ করিব, তুমি আমায় বিবাহ করিবে কি না, বল ?"

সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি বেদের মেয়ে—আমি——"

আমি ব্যগ্রভাবে উন্মত্তের মত বলিলাম, "তুমি বেদের মেয়ে নও, তুমি কায়স্থ—তুমি অমূল্যের আত্মীয় আনন্দকুমার বসু মহাশয়ের কন্যা।"

এতক্ষণে সে প্রকৃত বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন আমি বলিলাম, "এ কথার প্রমাণ আমি তোমাকে এখন দিতে পারিব না, তবে নিশ্চয়ই জানিয়ো, এ কথা ঠিক, আর আমার নাম যদি অমরনাথ হয়, তবে আমি ইহার প্রমাণও বাহির করিব।"

হায় রে যৌবন-সুলভ উদ্দীপনা, আবেগ, উৎসাহ, আশা, তেজ! এ বৃদ্ধ বয়সে যখন সেই সময়ের সে সব কথা মনে হয়, তখন যেন তাহারই ভিতরে ডুবিয়া যাই। কুঞ্জ কোন কথা কহিল না, নীরবে বসিয়া রহিল। প্রথম প্রেমের প্রথম সংযোগে প্রেমিক প্রেমিকার মনের ভাব বর্ণন এ পর্য্যন্ত কোন কবি করিতে পারেন নাই।

আমি তাহার হাত ধরিয়া আবার বলিলাম, "বল, বিবাহ করিবে ?"

সে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও কোন উত্তর দিতে পারিল না; আমি নিতান্ত পীড়াপীড়ি করায় সে অবশেষে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কি বলিব ?"

আমি স্নেহভরে দুই হস্তে তাহার মুখখানি তুলিয়া আবার চুম্বন করিলাম। (সে চক্ষু নিমীলিত করিল, তৎপরে অবসন্ন হইয়া আমার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ঢলিয়া পড়িল। আমি তাহাকে সানুরাগে বুকে টানিয়া লইয়া ধীরহস্তে তাহার আননবিলম্বী অলকদাম সরাইয়া দিতে লাগিলাম।)

আমার বয়স তখন পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে, তাহার বয়সও পঞ্চদশের বেশি নহে, দুইটি প্রাণ স্বাভাবিক নিয়মে দুইটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর ন্যায় একত্রে মিলিত হইয়াছিল, এ বেগের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহার?

তাহার পর আমরা কতক্ষণ কি ভাবে কাটাইলাম জানি না—হয় ত কুঞ্জ সংজ্ঞাহীন হইয়াছিল, অথবা সে নিবিষ্টমনে কি ভাবিতেছিল। আমার স্কন্ধে তাহার মস্তক বিলুণ্ঠিত হইতেছিল, তাহার দেহলতা অবসন্নভাবে আমার বক্ষোলগ্ন ছিল।

তাহাকে তিলমাত্র বিরক্ত করিতে আমার সাহস হয় নাই. আমি এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয়-আনন্দে বিভোর হইয়া বসিয়া ছিলাম। কতক্ষণ এই-রূপ বসিয়া ছিলাম, জানি না—সহসা সে মুখখানি ম্লান করিয়া চকিতভাবে নিজেকে মুক্ত করিয়া আমার নিকট হইতে সরিয়া বসিল—নীরবে বসিয়া রহিল। তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্বেদস্রোত হইতেছিল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছিল, এবং তাহার ম্লান মুখখানি বড় গম্ভীর দেখাইতেছিল। আমি ভীত হইয়া বলিলাম, "কুঞ্জ, তুমি রাগ করিলে?"

কুঞ্জ কথা কহিল না, বসিয়া বসিয়া ঘামিতে লাগিল। তখন আমি আবার উঠিয়া গিয়া কুঞ্জকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলাম. "কুঞ্জ, যদি তুমি রাগ করিয়া থাক, তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

কুঞ্জ কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না। বৃক্ষান্তরাল হইতে কে খল্ খল্ করিয়া কঠোর হাস্য করিয়া উঠিল।

আমি তখনই কুঞ্জকে ছাড়িয়া দিলাম।

কুঞ্জ চমকিত হইয়া মাথা তুলিল; ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিল, পরক্ষণে কি ভাবিয়া ক্ষিপ্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে আর একবার চারিদিকে চাহিল, চাহিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল—কোন কথা

না কহিয়া চঞ্চলচরণে ডেরার দিকে ছুটিল। তখনই আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিলাম। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্নমুখে বলিল, "আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমাকে ক্ষমা করুন—আমি ছেলেমানুষ, যাহা করিয়াছি, অন্যায় করিয়াছি—কাল আপনিই আমাকে ঘৃণা করিবেন।"

আমি সোৎসাহে বলিলাম, "কুঞ্জ, আমি তোমাকে ঘৃণা করিব? কেন—তুমি কি করিয়াছ, যাহাতে তোমাকে ঘৃণা করিব? না—না এ কথা মুখে আনিয়ো না।"

তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, সে সজলনয়নে কাতরকণ্ঠে বলিল, আমায় ক্ষমা করুন—আজ ক্ষমা করুন—আমার মাথার ভিতরে কিরূপ করিতেছে, এরূপ আনন্দ আমি আর কখনও পাই নাই, আমার মাথার ঠিক নাই আমি গরীব—বেদের মেয়ে—কিছুই জানি না, বুঝিতে পারি না; দয়া করিয়া আপনি আজ যান, না হইলে হয় ত আমি পাগল হইয়া যাইব——" আর বলিতে পারিল না।

আমি কি করিব কি বলিব, বুঝিতে পারিলাম না; কুঞ্জের হাত ছাড়িয়া দিলাম। সে সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। আমি সেইখানে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কতক্ষণ এইরূপভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম, জানি না; আবার সেই কঠোর হাস্য আমার কর্ণে ধ্বনিত হওয়ায় জ্ঞান হইল; আমি চমকিত হইয়া ফিরিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

দেখিলাম, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বোধ হয়, রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে, এত শীঘ্র এত সময় কাটিয়া গিয়াছে, আমার জ্ঞান ছিল না। আমি নৌকা ঘাটে রাখিয়া পদব্রজে আসিয়াছিলাম। তাহারা আমার এত বিলম্ব দেখিয়া না জানি কি মনে করিতেছে।

আমি সত্বরপদে ঘাটের দিকে চলিলাম।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যেখানে বেদেরা ডেরা ফেলিয়াছিল, সেটা সহরের বড় রাস্তা হইতে অনেক দূরে—মাঠের এক প্রান্তভাগে। রাস্তায় আসিতে হইলে প্রায় অৰ্দ্ধ ক্রোশ আসিতে হয়। মাঠের ভিতরে রাস্তা নাই, আলের উপর দিয়া আসিতে হয়। সেখানে সাপের ভয়ও আছে।

আজ অমাবস্যা, অন্ধকারও অতিশয়; সম্মুখে দুই হাত দূরে কিছুই দেখা যায় না। রাস্তার উপর একটা মুদীর দোকান ছিল। অন্ধকারের মধ্যে তাহার দোকানের আলো নক্ষত্রের মত জ্বলিতেছিল। আমি সেই আলো লক্ষ্য করিয়া আলের উপর দিয়া অতি সাবধানে আসিতেছিলাম। দুই-তিনবার আমার মনে হইল, যেন পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম; পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম, কিন্তু অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

আবার অগ্রসর হইলাম, আবার পদশব্দ। আমি দাঁড়াইলাম; ভাবিলাম, যদি কেহ ডেরা হইতে এদিকে আসে, তবে এখনই আসিয়া পড়িবে; বরং কেহ আসিলে ভালই হয়, এই অন্ধকারে একাকী না গিয়া দুইজনে গেলে শীঘ্রই রাস্তায় গিয়া পড়িতে পারিব।

আমি এই অভিপ্রায়ে দাঁড়াইলাম, কিন্তু আর কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলাম না; তখন ভাবিলাম, হয় ত কেহ অপর দিক্ দিয়া ডেরায় ফিরিতেছে, নির্জ্জন রাত্রে তাহারই পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছি।

আমি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া কোনদিকে আর কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া রাস্তার দিকে সেই মুদীর দোকান লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।

প্রায় অৰ্দ্ধেক পথ আসিয়াছি, এমন সময়ে আমি আমার ঠিক পশ্চাদ্ভাগে

একটা শব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া ফিরিলাম। অন্ধকারে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি চকিতে লাফাইয়া দশ হাত দূরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। স্পষ্ট কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ফিরিয়া দেখিলাম, একখানা হাত, সেই হাতে একখানা উদ্যত শাণিত ছোরা, কে আবার সবলে পশ্চাদ্দিক্ হইতে সে হাত টানিয়া ধরিয়াছে!

আর নিমেষমাত্র বিলম্ব হইলে ঐ উদ্যত ছোরা আমার পৃষ্ঠে আমূল বিদ্ধ হইত: কি ভয়ানক! আমার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিল; আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম—তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া অগ্রসর হইলাম.

আমি অন্ধকারে দেখিলাম, দুইজনে ভূতলে পড়িয়া পরস্পর বল প্রয়োগ করিতেছে; নিকটে গিয়া দেখিলাম, একজন একজনের বুকে ছোরা বসাইতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছে, অপরে প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। কাহারও মুখে কথা নাই।

আমি নিমেষমধ্যে ছোরা একজনের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। পরক্ষণে সবলে তাহার গলা ধরিয়া টানিয়া তুলিলাম। অপরেও হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া দাড়াইল।

আমি যাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলাম, সে প্রাণপণে আমার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছিল. আঁচড়াইয়া আমার শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিল, কামড়াইবারও প্রয়াস পাইতেছিল, কোন দুর্ব্বল লোক হইলে ইহার হাতে রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, আমার শরীরে সে সময়ে অসীম বল ছিল, আমি তাহাকে দুই পায়ের মধ্যে ফেলিয়া চাপিয়া ধরিলাম; বাম হস্তে সবলে দুইটা হাত ধরিলাম, দক্ষিণ হস্তে মুখটা তুলিয়া অন্ধকারে বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, এ কে? এ যে সেই পাজী মাগীটা।

আগেকার রাগে সে আমাকে এখন খুন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, আমি সবলে তাহাকে পা দিয়া চিপিলাম, সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

তখন কে আমার পশ্চাদ্দিক্ হইতে বলিল, "প্রাণে মারিবেন না।"

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম, "কে, কুঞ্জ? তুমি তিনবার আমার প্রাণরক্ষা করিলে! তুমি এই রাক্ষসীর হাত না ধরিলে আমার পিঠে ছোরা বসিত, আমার বাঁচিবার কোন আশা ছিল না।"

কুঞ্জ ধীরে ধীরে বলিল, "এ আপনার পিছনে পিছনে যাইতেছে দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাই আমি ইহার পিছনে পিছনে আসিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "আমি ইহার হাত হইতে ছোরা কাড়িয়া না লইলে এ তোমাকে খুন করিত।"

কুঞ্জ মৃদুহাস্য করিয়া বলিল "তাহা হইলে আমার উপকারই করিতেন —এ জীবনে লাভ কি?"

"এখন ইহাকে থানায় লইয়া চলিলাম। মাগীর ফাঁসী হইবে না— দ্বীপান্তর হইবে।"

আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল বাম হস্তে তাহার হাত ধরিয়াছিলাম। আমার সেই লৌহমুষ্টি হইতে হাত ছাড়াইয়া যাওয়া তাহার সাধ্য নহে।

এতক্ষণ রাক্ষসী নীরব ছিল। এবার সে কথা কহিল; বিকটস্বরে কুঞ্জকে বলিল, "ও পোড়ারমুখি। এ রাসমণি দ্বীপান্তর গেলে তুই চিরকাল বেদের মেয়েই থেকে যাবি।"

আমি তাহার কথা শুনিয়া সোৎসাহে বলিলাম, "এ কি বলে? বোধ হয়, এ তোমার বাপ-মার কথা জানে।"

রাসমণি আরও রাগিয়া কহিল, "হাঁ, দে না আমায় দ্বীপান্তর, ও ত এক পয়সাও পাবে না—ও ভিখিরী বেদে—যে-ই বেদে—সে-ই বেদে।"

আমি বলিলাম, "মাগী, তুই কুঞ্জের বাপ-মা কে জানিস্?"

বিকট হাস্য করিয়া রাসমণি বলিল, "হাঁ, বল্‌ব বই কি—বল্‌ব না—ওর রক্ত দেখ্‌ব না—"

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলিল, "কেন, আমি তোমার কি করেছি?"

গর্জ্জিয়া রাসমণি বলিল, "কি করেছিস! ওরে কালামুখী—তুই আমার লোচনকে ভুলিয়ে নিয়েছিস্—আমি এই এত বৎসর তার সেবা ক'রে আস্‌ছি, আর কিনা সে তোকে বে কর্‌বে।"

কুঞ্জ বলিয়া উঠিল, "লোচন আমাকে বে কর্‌বে—এত বড় তার স্পর্দ্ধা. সে এ কথা বলে?"

রাসমণি বিকটস্বরে বলিল, "গোলমাল মিটে গেলেই সে আস্‌বে—তোকে বে কর্‌বে, তোর বাবার টাকা নেবে—আমায় তাড়িয়ে দেবে—তবু তার জন্যে, তার কথায় এটাকে খুন কর্‌ছিলাম; সে বলেছে, এ বেঁচে থাক্‌তে সে ফির্‌তে পার্‌বে না; আমি তার জন্যে এত করি, আর তুই কালামুখী, তুই কিনা তাকে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিস্।"

রাসমণির বয়স হইলেও তাহার শরীরে বলের অভাব ছিল না। সে আরও কত কি বকিতে লাগিল। আমি ধমক দিয়া নিরস্ত না করিলে সে বোধ হয়, সমস্ত রাত্রি বকিত। আমি কুঞ্জকে বলিলাম, "কুঞ্জ, চল ডেরায় ফিরিয়া চল। ইহাকে আমার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে; যদি আমার কথার প্রকৃত উত্তর দেয়, ইহাকে ছাড়িয়া দিব; নতুবা ইহাকে ছাড়িব না—পুলিসে দিব, মাগীর সাজা হইবে।"

আমি রাসমণিকে টানিয়া লইয়া চলিলাম। সন্ধান করিয়া ছোরাখানা তুলিয়া লইলাম। কুঞ্জ নীরবে আমাদের পশ্চাতে চলিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক সময়েই মন্দ হইতে ভাল হইয়া থাকে। এই রাসমণি আমাকে ছোরা মারিতে উদ্যত না হইলে তাহার নিকটে যাহা জানিতে পারিলাম, তাহা আর অন্য কোন উপায়ে জানিতে পারিবার উপায় ছিল না।

আমি রাসমণিকে টানিয়া আনিয়া বেদিয়াদের ডেরায় ফেলিলাম। তাহাকে এই অবস্থায় আনিতে দেখিয়া বেদিয়াদের আবালবৃদ্ধবনিতা আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিল; কিন্তু আমার হস্তে ছোরা ঝকিতেছে দেখিয়া কেহ বেশি নিকটে আসিতে সাহস করিল না।

আমি কতকটা রাসমণিকে ভয় দেখাইবার জন্য—কতক অন্য কারণে একজন বরকন্দাজকে ডাকিয়া তখনই একখানি পত্র দিয়া থানায় পাঠাইলাম; বলিলাম. "যাও, এখনই এই পত্র থানায় দাও—আজ রাত্রেই যেন কলিকাতায় ফতে আলি দারোগার কাছে পৌঁছায়।"

সে "যো হুকুম, হুজুর" বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। আমি বলিলাম, "ঘাটে আমার নৌকা আছে, তাহাদের একজনকে একটা লণ্ঠন লইয়া এখানে আসিতে বলিয়া যাইবে। আমার এখানকার কাজ সারিয়া নৌকায় যাইব।"

এই সকল ব্যাপারে বেদিয়ারা আমাকে পুলিসের লোক মনে করিল। আমিও কতকটা তাহাদের ভাবভঙ্গীতে বুঝাইয়া দিলাম। কুঞ্জও সকলকে বলিল, "ইনি পুলিসের লোক—সেই ডাকাতির সন্ধান করিতেছেন. লোচন, ভিকরাজ, আর এই রাসমণি ইহাঁকে একখানা নৌকায় আটকাইয়া রাখে, রাসমণি এ সম্বন্ধে অনেক মিথ্যাকথা বলিয়াছে. আজ

ইনি আমার কাছে লোচনের সন্ধান লইতে আসেন, আমরা চোর ডাকাত নই।”

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, “না—না—কখনই নয়।”

কুঞ্জ বলিতে লাগিল, “লোচনই চোর ডাকাত ছিল, সে আমাদের দল ছেড়ে গেছে—ভালই হয়েছে, আমরা তার কথা কেহ কিছুই জানি না।”

আবার সকলে বলিয়া উঠিল, “আমরা কিছুই জানি না আমরা কিছুই জানি না।”

কুঞ্জ বলিল, “এই রাসমণি জানে, এ লোচনের পরামর্শমত ইঁহার পিঠে ছোরা মারিতে গিয়াছিল। এই দেখ, এই সেই ছোরা; আমি সন্দেহ ক’রে এর পিছনে গিয়ে এর হাত ধরি, না হ’লে ইহাঁকে খুন করিত।”

এই কথা শুনিয়া সকলে ক্রোধান্ধ হইয়া রাসমণিকে গালাগালি দিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাকে জীবন্তে পুড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা করিল।

কুঞ্জ বলিল, “ইনি ইহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা যে যার ডেরায় যাও—কাল সব শুনিতে পাইবে।”

সকলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তথা হইতে চলিয়া গেল, তখন আমি রাসমণির দিকে ফিরিলাম। আমি তাহাকে যেখানে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছিলাম, সে সেইখানে পড়িয়া নানারকম ভঙ্গিতে রাগ প্রকাশ করিতেছিল।

কুঞ্জ বলিল “আমার ঘরের ভিতরে আসিয়া বসিবেন, আসুন।”

এখন আর কুঞ্জ সন্ধ্যাকালের সেই সলজ্জা প্রেমবিহ্বলা বালিকা নহে; সে আবার সে-ই যে বেদেনী সে-ই বেদেনী হইয়াছে। নানাস্থানে নানা

অবস্থায় পড়িয়া সে অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস ও তেজ লাভ করিয়াছিল, এখন হাতে কাজ পড়িয়াছে—কাজ করিতে হইবে, আর সে বালিকা নাই।

আমি রাসমণিকে টানিয়া লইয়া চলিলাম ; কুঞ্জের ক্ষুদ্র তাম্বুর মধ্যে আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া বসাইয়া দিলাম। রাসমণি বসিয়া নানা রকমের বিকট মুখভঙ্গী করিতে লাগিল।

তাম্বুর ভিতরে একটি বেতের পেঁট্‌রা, দুই-চারিখানি কম্বল, দুই-একটা পিত্তলের দ্রব্য ব্যতীত আর অন্য আস্‌বাব কিছুই নাই—এক কোণে একটি প্রদীপ স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে, তাহার নিকটে একটি ছোট কাঠের বাক্স, বাক্সের উপরে দুই-একখানি বই রহিয়াছে। এই বাক্স হইতেই কুঞ্জ আমাকে কাগজ, কলম বাহির করিয়া দিয়াছিল। বেদের ডেরায় কেবল সে-ই লিখিতে পড়িতে জানিত ; সুতরাং শিক্ষিতা কুঞ্জের নিকটে অশিক্ষিত, অসভ্য বেদিয়ারা নতমস্তক হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি !

আমি বসিয়া কুঞ্জকে বসিতে বলিলাম। সে একটা কম্বল টানিয়া লইয়া আমার নিকট হইতে কিছু দূরে বসিল—আমি লক্ষ্য করিয়াও করিলাম না—কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম।

রাসমণির দিকে রোষকষায়িতলোচনে চাহিয়া বলিলাম, "এই মাগি ! জেলে যাবি, কি সব বল্‌বি ?"

সে কর্কশস্বরে বলিল, "কি বল্‌ব ?"

"দেখ্‌, আমি যা জিজ্ঞাসা করব তার যদি ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিস্, তা হ'লে আর তোকে পুলিসে দেবো না, বরং টাকা দিয়ে তোকে অন্য দেশে পাঠিয়ে দেবো।"

"কর-না কি জিজ্ঞেস কর্‌বে।"

"লোচন কোথা ?"

"জানি না, সে তার ঘোড়া নিয়ে চ'লে গেছে।"

কুঞ্জ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "ঘোড়া নিয়ে গেছে? সে কি! কখন্?"

রাসমণি বলিল, "এইমাত্র।"

কুঞ্জ বলিল, "মিথ্যাকথা।"

রাস। সত্যি-মিথ্যে দেখ্‌গে যা।

কুঞ্জ। সে, নিজে এসেছিল?

রাস। না, ছোঁড়াকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিল—সে ঘোড়াকে সন্ধ্যার আগে মাঠে চরাতে নিয়ে গিয়েছিল, আর আসে নি।

আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—আমি বুঝিলাম, আজ রাত্রিতে- হয় ত এতক্ষণ কোনখানে ডাকাতি হইতেছে; উপায় নাই, আমি এখান হইতে কি করিব? নিশ্চয়ই সেই বালককেও লোচন সঙ্গে লইয়া গিয়াছে—সে জানে, নতুবা সে কাহাকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে।

আমি রাসমণিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লোচন তোকে আমায় ছোরা মার্‌তে কখন্ শিখিয়ে দিয়েছিল?"

"যেদিন জঙ্গলে এসেছিল।"

"কতদিন হ'ল?"

"অত কথা আমি জানি নে।"

আমি দেখিলাম, ইহার নিকটে লোচনের সন্ধান কিছুই জানিবার সম্ভাবনা নাই। সম্ভবতঃ, এ এখন লোচন কোথায় আছে, জানে না—লোচন এমন কাঁচা ছেলে নহে যে, তাহার লুকাইবার স্থান কাহাকে বলিবে; এইজন্য আমি অন্য কথা তুলিলাম; বলিলাম, "রাসমণি, তুই এইমাত্র যা বল্‌লি, তাতে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে, তুই জানিস্ যে, কুঞ্জের মা বাপ কে—যদি সত্যি ক'রে বলিস্, তোকে ছেড়ে দিব, আরও এক শত টাকা বক্‌শীস্ পাবি।"

রাসমণি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "একশো! লোচনও অনেক টাকা পাবে; তবে লোচন যখন ওকে বে করবে বলেছে, তখন সে যাতে টাকা না পায়, তাই করব।"

আমি বলিলাম, "লোচন ধরা পড়লেই জেলে যাবে—টাকা পেতে হবে না।"

রাস। আমি যদি বলি, আমায় ছেড়ে দেবে?

আমি। হাঁ, কিন্তু এ দেশে থাকতে পাবি নি—কি জানি, এই রাগে তুই যদি আবার ছোরা চালাস্! তোকে বিশ্বাস কি?

রাস। কোন দেশে যাব?

আমি। তুই যে-দেশে যেতে চাইবি।

রাস। তা' হ'লে ফয়জাবাদে যাব।

আমি। সেখানে কেন?

রাস। সেখানে আমার বোন এক বাইজীর কাছে চাকরী করে।

আমি। তাই হ'বে।

রাসমণি কাপড় গুছাইয়া ভাল হইয়া বসিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমি মনে করিলাম যে, রাসমণি এখন কুঞ্জের পূর্ব্ব-ইতিহাস বলিবে; কুঞ্জও নিশ্চয় তাহাই ভাবিয়াছিল, কারণ সে সরিয়া তাহার নিকটে গিয়া বসিল; কিন্তু রাসমণি নানাভাবে লোচনকে অনর্গল গালি দিতে লাগিল। যখন দেখিলাম, সে কিছুতেই থামে না, তখন আমি বাধ্য হইয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে তাহাকে ধমক দিয়া তাহার বাক্যস্রোতঃ বন্ধ করিলাম।

তখন আমি আবার অতিশয় রাগের ভাণ করিয়া বলিলাম, "রাসমণি, তোর বজ্জাতি বুঝেছি, এখন সহজে সব বল্‌বি কেন—যখন থানায় বেত লাগাবে, তখন মজাটা টের পাবি।"

থানার বিভীষিকা আবালবৃদ্ধবনিতার জানা আছে। থানার নাম শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল, "না—না—বল্‌ছি।"

আমি বলিলাম, "হাঁ. ভালমানুষটি হ'য়ে যা জানিস্, সব বল্।"

রাসমণি বলিল, "নদে জেলা থেকে আমরা এই মেয়েটাকে চুরি ক'রে আনি; লোচন—(অনেক কুৎসিত গালি)—চিরকাল চোর, আমাকেও চোর বানিয়েছিল।

আমি। নদে জেলার কার মেয়ে ?

রাস। অত মনে নেই; চুরি ক'রে নিয়েই সেই রাত্রেই আমরা ডেরা তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমি। কোন্ গ্রাম—নাম কি ? মনে ক'রে দেখ্।

রাস। গ্রামটার নাম - বোধ হচ্ছে— কি—ডাঙ্গা।

আমি। তখন কুঞ্জের বয়স কত ছিল ?

রাস। দু-তিন বৎসর হবে।

আমি। কেন চুরি করেছিলি ?

রাস। ওঃ! এ রকম অনেক চুরি করতেম।

আমি। কেন ?

রাস। ফুট্‌ফুটে মেয়ে হ'লে পশ্চিমে অনেক দামে বিক্রী হ'ত।

আমি। লোচনের এই ব্যবসা ছিল! আর কত মেয়ে চুরি করেছিলি ?

রাস। আর মোটে একটা, তার পর কড়াক্কড় হওয়ায় লোচন ব্যবসা ছেড়ে দেয়।

আমি। ডাকাতি আরম্ভ করে?

রাস। তা জানি না।

আমি। তুই সব জানিস্—বজ্জাত মাগী। তোরা কুঞ্জকে কার কাছে বেচেছিলি?

রাস। লক্ষ্ণৌএর এক লালার কাছে—তার ছেলে-মেয়ে ছিল না, তাই সে এ মেয়েটাকে দেখে মানুষ করতে চেয়েছিল· অনেক টাকা দিয়েছিল।

আমি। সে কুঞ্জকে বাঙ্গালীর মেয়ে ব'লে জান্ত·

রাস। জান্ত না ত আর কি করত?

আমি। কি জন্য অন্য লোকে মেয়ে কিনত?

রাস। বাইজী বানাবার জন্যে—আমাদের সে মেয়েটা খুব বড বাইজী হয়েছে।

আমি। কোন মেয়েটা?

রাস। সেই আর একটা।

আমি। সেটাকে কোথা থেকে চুরি করেছিলি

রাস। ভাগলপুর থেকে।

আমি। তবে সে বাঙ্গালী নয়?

রাস। না, সে একটা দোকানীর মেয়ে।

আমি। কুঞ্জ যার মেয়ে, তিনি কি খুব বড় লোক?

রাস। হাঁ, তার খুব মস্ত বাড়ী।

আমি। তবে সে তোদের ধরতে পারলে না কেন?

রাস। লোচন সেই রাত্রেই একে নৌকা ক'রে লক্ষ্ণৌ চালান দিয়েছিল।

আমি। তুই ভিকরাজকে চিনিস্?

রাস। চিনি না—সেই ত সেই মেয়েটাকে কিনেছিল।

আমি। তা' হ'লে ভিকরাজকে লোচন অনেকদিন হ'তে চেনে?

রাস। চেনে না? বরাবর একসঙ্গে কারবার কর্‌ছে।

আমি। কি কারবার করে?

রাস। সব কি আমায় বলে?

আমি। তুই লোচনের সঙ্গে কতদিন আছিস্‌?

রাস। অনেক কাল—সে আমাকে বছর-কতক হ'ল বে করেছে, এখন আমি পুরানো হয়েছি কিনা—আমায় আর পছন্দ হয় না।

আমি দেখিলাম, রাসমণি যাহা জানে, তাহা সকল বলিতেছে না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে বলিবে না; সুতরাং আজ রাত্রে আর তাহাকে বিরক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে; তবে ভাবিলাম, "ইহাকে এখানে আর রাখিয়া যাওয়া উচিত কি না? এ যে-প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহাতে এ যে কুঞ্জকে অনায়াসে খুন করিতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কুঞ্জ ঘুমাইলে অনায়াসে সে তাহার বুকে ছুরি মারিতে পারে। ইহার উপরে পাহারা না রাখিয়া যাইতে পারা যায় না; অথচ পুলিস-পাহারা রাখিলে সকল কথা প্রকাশ করিতে হয়। এ যে আমাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ছোরা চালাইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না; কারণ তাহা হইলে কুঞ্জকেও আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হয়; ইহা একেবারেই আমার ইচ্ছা নহে। তবে কাহাকে তাহার পাহারায় রাখি—তাহাকে এরূপ স্থলে স্বাধীনভাবে কোন মতেই রাখা উচিত নহে। তবে কি আমিই থাকিব? হাঁ, আমারই থাকা কর্ত্তব্য, আমিই থাকিব।" আমি কুঞ্জের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "কুঞ্জ, আমি এই রাক্ষসীকে বিশ্বাস করি না: ইহাকে যতক্ষণ না ফয়জাবাদে লোক দিয়া পৌছাইয়া দিতেছি, ততক্ষণ আমি

নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না ; এ যতই বলুক, এ আবার হয় আমাকে, না হয় তোমাকে খুন করিবার চেষ্টা করিবে।"

আমি এ কথা কুঞ্জের কানে কানে বলিলাম ; রাসমণি শুনিতে পাইল না, কেবল কট্‌মট্‌ করিয়া আমাদের দিকে চাহিতে লাগিল ; আমি তাহা কুঞ্জকে দেখাইলাম। নিম্নস্বরে বলিলাম, "দেখিতেছ, কি রকম রাগিয়াছে—সুবিধা পাইলেই আমাদের দংশন করিবে।"

কুঞ্জ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল ; তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনার থাকার চেয়ে আমিই আজ রাত্রে ইহাকে পাহারায় রাখিব, আমি ঘুমাইব না ; এ আমার এই ডেরায় থাকিবে—কোন ভয় নাই, কাল সকালে আপনি আসিয়া ইহাকে ফয়জাবাদে পাঠাইয়া দিবেন।

কেন কুঞ্জ আমাকে ডেরায় থাকিতে দিতে ইচ্ছুক নহে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, তাহাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি—সে বাধা দিয়া বলিল, "আপনি যান্, ভয় নাই, আমি পাহারায় থাকিব।"

আমি তবুও ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া কুঞ্জ একটু রাগতস্বরে বলিল, "আমাকে কি বিশ্বাস হয় না ?"

আমি ব্যগ্র হইয়া বলিলাম, "না—না ভুল বুঝিয়াছ, যা হোক্, আমি চলিলাম, কাল সকালেই আসিব।"

আমি গমনোদ্যতভাবে উঠিয়া দাড়াইলে কুঞ্জ বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন—সঙ্গে লোক দিই, পথে লোচন থাকিতে পারে।"

কুঞ্জ তাহার বিশ্বাসী দুইজন লোক ডাকিল। তাহারা একটা আলো লইয়া আমার সঙ্গে চলিল। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, নৌকায় আসিয়াই শুইয়া পড়িলাম।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাসমণির কাছে আর কিছু জানিতে পারি আর না পারি, একটা বিষয় জানিয়া আমার হৃদয়ে অতীব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। তবে কুঞ্জ বেদের মেয়ে নহে—কুঞ্জ বাঙ্গালীর মেয়ে। নিশ্চয়ই কুঞ্জ সদ্বংশজাত, নতুবা ইতর লোকের মেয়ে কখন এরূপ হইতে পারে না; খুব সম্ভব, কুঞ্জ অমূল্যের আত্মীয়ের সেই অপহৃতা কন্যা—নদীয়া জেলা হইতে বেদেরা চুরি করিয়াছিল, গ্রামের নাম কি-ডাঙ্গা—অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না।

তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই কুঞ্জকে বিবাহ করিব। হাঁ, কেন করিব না? সে আমাকে ভালবাসে, সে তিনবার আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, এ প্রাণ তাহারই—সে গুণবতী সুন্দরী, বুদ্ধিমতী—তাহাকে পাইলে আমি সুখী হইব। সে বেদিয়াদের মধ্যে এতদিন ছিল, এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিলে সমাজে কি বলিবে—আমার আত্মীয়-স্বজন কি বলিবে? যখন তাহারা সকল কথা শুনিবে, তখন তাহারা সকলেই অবশ্য এ বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিবে। যাহাদের প্রাণে দয়া মায়া, মমতা নাই, কেবল সেই নৃশংসগণই নিন্দা করিবে, যাহারা মানুষ, তাহাদের কেহ কিছু বলিবে না। সংসারের ও সমাজের অপদার্থ লোকের মুখাপেক্ষা হইয়া কেন আমি নিজের জীবনের সুখ নষ্ট করি? কেন—কিসের জন্য? তাহাতে আমার প্রয়োজন কি? সংসারে আমার আত্মীয়ের মধ্যে এক নীলরতন বাবু, বন্ধুর মধ্যে অমূল্য; আমি জানি, ইহারা দুই-জনেই এ বিবাহে বিশেষ খুসী হইবেন।

শৈশবেই মাতৃ-পিতৃহীন হইয়াছি। নীলরতন বাবুই আমাকে মানুষ করিয়াছেন। পিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমি কোন কাজ-কর্ম্ম না করিলেও ভদ্রলোকের মত আমার চলিয়া যাইবে; বিশেষতঃ নীলরতন বাবুর সুবন্দোবস্তে আমার বিষয়-সম্পত্তি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং তিনি ব্যতীত আমার অন্য কাহারই মুখাপেক্ষা করিয়া নিজেকে চিরদুঃখী করা মূর্খতা ভিন্ন আর কিছু নহে। আর আমি জানি নীলরতন বাবু এ বিবাহে কখনই আপত্তি করিবেন না। ডাকাতের কথা ভুলিয়া গিয়া আমি সমস্ত রাত্রিই এই সুখের চিন্তা করিতে লাগিলাম ভোরে নিদ্রা আসিল—কখন আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই।

সহসা কাহার চীৎকার-শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। কোথায় শুইয়াছিলাম, প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলাম না; পরে দেখিলাম, আমি গঙ্গার উপরে নৌকায় রহিয়াছি। তখন গত রাত্রের সমস্ত কথা মনে পড়িল; আমি দেখিলাম, ফতে আলি দারোগা ঘাটে দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতেছেন। চারিদিকে বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে, বেলাও বোধ হয়, আটটা হইয়াছে।

আমি নৌকার বাহিরে আসিলাম। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাপার কি? তোমার জন্য আমাকে পাগল হ'তে হবে দেখ্‌ছি।"

আমি নৌকা হইতে নামিয়া তাঁহার নিকটে আসিলাম; তাঁহাকে একান্তে আনিয়া বলিলাম "ডাকাতি সম্বন্ধে কিছু সন্ধান পাইয়াছি, তাহাই আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম।"

তিনি বলিলেন, "কি সন্ধান বল, তুমি না থাকিলে এ ডাকাতি আমি এতদিন জাহান্নমে দিতাম।"

আমি বলিলাম "তাহা ত দিতেন, কিন্তু ডাকাত আপনাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় কই?"

তিনি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কেন, কি হইয়াছে—আবার ডাকাতি হইয়াছে না কি ?"

"না, হয় নাই—শীঘ্রই হইবে।"

"কিসে জানিলে—কোথায় ডাকাতি হবে ?"

"তাহা এখনও জানিতে পারি নাই; তবে যে শীঘ্র ডাকাতি হইবে, সে সন্ধান পাইয়াছি।"

"কি পাইয়াছ, শীঘ্র বল।"

"সেই ঘোড়াটা একটা বেদে মাগীর কাছে—বেদে মাগী কেন, সে লোচনের স্ত্রী—তাহার কাছে লোচন চাহিয়া পাঠাইয়াছিল।"

"তার পর—বটে, বেটাকে সেই সময়ে ধরিতে পারিলেই ঠিক হইত।"

"সে সময়ে সন্ধান ত আগে পাই নাই। যাহা হউক, কাল সন্ধ্যার সময়ে ঘোড়াটা চরাইতে লইয়া যাই বলিয়া একটা বেদে-ছোঁড়া ঘোড়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"নিশ্চয়ই লোচনের কাছে গিয়াছে; তখনই অমর বাবু, এ ঘোড়ার পিছনে যাওয়া উচিত ছিল। তুমি কখনও গোয়েন্দা হইতে পারিবে না—গোয়েন্দাগিরি সহজ কাজ নয়,—অমর বাবু,—বড় শক্ত কাজ।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনার মত সুদক্ষ বড় গোয়েন্দা কয়জন হইতে পারে ? এইজন্যই ত আপনার এত নাম!"

দাম্ভিক আমার উপহাস বুঝিল না; স্ফীতবক্ষে হাসিয়া বলিল, "তা' ত বটেই—তা' ত বটেই।"

আমি বলিলাম, "যাহা হউক, যখন লোচন ঘোড়াটা লইয়া গিয়াছে, তখন শীঘ্রই একটা ডাকাতি হইবে।"

"বোধ হইতেছে, তাই—কথাটা ঠিক বটে, তবে কথা হইতেছে, কোথায় বেটারা এবার ডাকাতি করিবে।"

"তাহা আগে হইতে জানিতে পারিলে আমরা ইহাদের ধরিতে পারিতাম।"

"সে কথা ঠিক" এখন মাগী এ সব কি ?হজে বলিবে—মতলব কি ?"

"*হজে কি বলে ? কাল সে আমাকে ছোরা মারিয়াছিল, হঠাৎ সরিয়া না গেলে কালই আমার ভবলীলা সাঙ্গ হইত। তাহাকে পুলিসে চালান করিব বলায়, সে ভয়ে এই সব বলিয়াছিল।"

"পুলিসে ত দিতেই হইবে। খুন করিতে উদ্যত হওয়াও যা—খুন করাও তাই। চল, আসামী চালান দেওয়া যাক্—আসামী কোথায় ?"

"সে বেদেদের ডেরায় আছে।"

ফতে আলি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হাঃ আমার কপাল! এমন আহাম্মুখের সঙ্গে আমাকে কাজ করিতে হইতেছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কি হইয়াছে, দারোগা সাহেব ?"

ফতে আলি আমার দিকে বিস্মিতনয়নে চাহিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে, আমার মাথা আর মুণ্ডু হইয়াছে! এত বড মামলাটা নষ্ট হইয়া গেল—সে এতক্ষণ তোমার জন্য বসিয়া আছে।"

আমি বলিলাম, "না, সে পলাইবে না। আসুন, তাহাকে চালান দিয়া ফল নাই, তাহাতে ডাকাত ধরা যাইবে না, বরং তাহারা আমাদের হাত হইতে পলাইবে। সে যাহাতে এখানে থাকিয়া আর কোন ক্ষতি করিতে না পারে, তাহার জন্য আমি তাহাকে এ দেশ থেকে বিদায় করিয়া দিতেছি, এখনই রওনা করিব। তাহার এক বোন ফয়জাবাদে আছে, তাহাকে সেইখানেই পাঠাইব।"

ফতে আলি বিস্মিতনেত্রে এমনই ভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন যে, আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না—হাসিয়া উঠিলাম।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ফতে আলি ভ্রুকুটি করিলেন। আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "আমার নিজের জন্য দারোগা সাহেব, আমি কোন মোকদ্দমা চালাইতে চাহি না, এ কথা ত আপনাকে অনেকবার বলিয়াছি। ইহাতে আসল ডাকাত ধরা যাইবে না।"

ফতে আলি · ম্ভীরভাবে বলিলেন "এ কথা ঠিক।"

"হাঁ, আমি আপনাকে বলিতেছি, যেমন করিয়া হয়, আপনাকে ডাকাত ধরাইয়া দিব।"

"আমার সে বিষয়ে কোন আশা নাই।"

"দেখুন, এ বিষয়ে আমার খুব আশা আছে।"

"যাক্ সে কথা, এখন তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনিলে কেন ?"

"বেদেদের উপরে আপনি বিশেষ নজর রাখিবেন. এই উদ্দেশ্যেই আপনাকে আমি এখানে এনেছি ”

"ইহাদের উপর ত পাহারা আছে।"

"হাঁ, বরকন্দজরা আছে. কিন্তু তাহারা মূর্খ, তাহারা ইহাদের গুপ্ত ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিবে না।"

"আমাকে খুলিয়া বল, কি করিতে হইবে।"

"আপনি দুই একদিন এইখানে নিজে থাকিয়া ইহাদের উপর নজর রাখুন।"

"তাহার পর ?"

"আমার বিশ্বাস, আজ রাত্রেই কোনখানে ডাকাতি হইবে। লোচন ঘোড়া লইয়া গিয়াছে; কাল রাত্রে যখন ডাকাতি হয় নাই, তখন আজ রাত্রে নিশ্চয়ই হইবে; নিতান্ত না হয়, দুই-একদিনের মধ্যে কোন-না-কোন স্থানে হইবে। আপনি ইহাদের এখানে থাকিলে সম্ভবতঃ লোচনের কোন সন্ধান পাইতে পারেন।"

"বেশ, তুমি কি করিবে?"

"আমি কলিকাতায় যাইব। কুঞ্জ সম্বন্ধে আমি কিছু সন্ধান পাইযাছি, তাহারই তদন্ত করিব।"

ফতে আলি আনন্দে অষ্টধা হইয়া আমার পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া, চোখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কথাটা কি আমি শুনিতে পাই না?"

আমার রাগ হইল, কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলাম, "আমি জানিতে পারিয়াছি, কুঞ্জ বাঙ্গালীর মেয়ে, বেদেরা ইহাকে ছেলেবেলায় চুরি করিয়া আনিয়াছিল।"

ফতে আলি উৎকট উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "কি! কি!'

আমি বলিলাম "নদীয়া জেলার কোন গ্রাম হইতে ইহারা কুঞ্জের যখন দুই বৎসর বয়স, সেই সময়ে কুঞ্জকে চুরি করিয়া আনে।"

"ইহারা কে?"

"লোচন আর সেই মাগীটা।"

"খুব ভাল মোকদ্দমা, অন্ততঃ দশ বৎসর জেল হবে।"

"আপনি ইহার জন্য কি ইহাদের চালান দিবেন?"

"দিব না? তবে আমরা আছি কি জন্য? কোম্পানী-বাহাদুর তবে কি আমাদের রূপ দেখিবার জন্য টাকা দিতেছেন?"

"দারোগা সাহেব, এ সকল গোলমাল এখন স্থগিত রাখুন, ইহাতে ডাকাত ধরা সম্বন্ধে কেবল গোল হইবে মাত্র।"

"তোমার কথায় আমি ভাল ভাল মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিয়াছি, এ সব বে-আইনী—বিশেষ এ রকম মাম্‌লা ধরিলে খোসনামও আছে।"

"আগে ডাকাতটা ধরা যাক, তাহার পর সকলই হইতে পারিবে।"

"ডাকাত ধরা যাইবে না, লাভের মধ্যে মোকদ্দমা ক'টা মাটি হইল, কি মস্কিল ! এমন লোকের হাতেও আমি পড়িয়াছি।"

"যাহা হউক, দুই-একদিন অপেক্ষা করুন আমার বিশ্বাস, দুই একদিনের মধ্যে ডাকাতি হইবে, তখন আমরা এ ডাকাত নিশ্চয়ই ধরিতে পারিব।"

"এতদিন তোমার অনুরোধ রাখিয়াছি, এবারও রাখিব ; কিন্তু স্পষ্ট বলিতেছি, আর কোন কথা শুনিব না, তোমার জন্য আমার ভাল ভাল ক'টা মাম্‌লা একদম মাটি হইয়া গেল।"

আমি আর কোন কথা না কহিয়া রাসমণিকে ফয়জাবাদে পাঠাইবার জন্য সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিলাম। অমূল্যের কোন বিশ্বাসী লোক দিয়া তাহাকে পশ্চিমে পাঠানই আমার অভিপ্রায়। আমার পরিচিত লোক কেহই ছিল না, পুলিসের লোকের সঙ্গে তাহাকে পাঠাইতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

আমাদের নৌকা বড়বাজারের ঘাটে লাগিল। আমি রাসমণিকে লইয়া ঘাটে নামিলাম। রাসমণি সেখানে কাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে আমার বোন।"

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। ভাবিলাম, "মাগীটা আবার একটা ফন্দী খাটাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি বলিলাম, "তোর বোন সে ত ফয়জাবাদে ?"

রাসমণি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "না—না—ঐ যে ঘাটে এক গলা জলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

এই বলিয়া সে সত্বর সেইদিকে ছুটিল। আমি ভাবিলাম, বদমাইস মাগী আমার হাত হইতে পলায়। আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলাম।

কিন্তু দেখিলাম, সে যথার্থই সেই ঘাটে গিয়া এক হাঁটু জলে নামিয়া দাড়াইল এবং কাহাকে 'বহিন, বহিন' করিয়া ডাকিতে লাগিল। যাহাকে ডাকিল, সে রাসমণিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল; বলিল, "বহিন— এখানে" রাসমণি তাহাকে কি বলিয়া আমাকে দেখাইয়া দিল। তখন তাহারা উভয়ে আমার নিকটে আসিল।

রাসমণি বলিল, "আমার কোন বাইজীর সঙ্গে কালকাতায় এসেছে, তবে আমি কার কাছে ফয়জাবাদে যাব?"

আমি তাহার কথা বিশ্বাস করিলাম না; এই সকলই যে তাহার কৌশল ও বজ্জাতি, তাহা আমার স্পষ্ট বোধ হইল, আমি অপর স্ত্রী-লোকের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "একি তোমার বোন?"

সে বলিল, "হাঁ, আমরা দুজনেই বোন; বোন লোচনকে বে করেছিল, আমার স্বামী ম'রে যাবার পর থেকে চাকরী কর্‌ছি।"

"কোথায় তুমি চাকরী কর?"

"এক বাইজীর কাছে?"

"সে বাইজীর নাম কি?"

"বাইজীর নাম মনিয়া।"

আমি এ নাম শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মনিয়া, যে মনিয়াকে আমি চিনি, সে কি এই মনিয়া! আমি বলিলাম, "তোমার বাইজী কি মুর্শিদাবাদ হইতে এখানে আসিয়াছে?"

সে বলিল, "হঁা, আমরা আবার দুই-একদিনের মধ্যে ফয়জাবাদে ফিরিয়া যাইব।"

রাসমণি বলিল, "তা' হ'লে আমি এদের সঙ্গেই যাব।"

আমি সহজে ভুলিবার লোক নহি। বলিলাম, "মুর্শিদাবাদ হইতে যদি মনিয়া বাইজী আসিয়া থাকে, তবে তাহার সঙ্গে আমার আলাপ আছে চল তাহার বাড়ী, সে যদি বলে যে ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ফয়জাবাদ যাইবে, তাহা হইলে ইহাকে তাহার বাড়ীতে থাকিতে দিতে পারি, নতুবা ছাড়িতে পারি না।"

সেই স্ত্রীলোক আমার দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল, "বহিন কি করিয়াছে?"

আমি বলিলাম, "তোমার বহিনের গুণ অনেক! প্রথমে আমাকে আটক করিয়া নৌকায় বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার পর আমাকে ছোরা মারিতে আসিয়াছিল, তাহার পর লোচনের সঙ্গে মিলিয়া ডাকাতের সাহায্য করিয়াছে। আমি না থাকিলে এতদিন অনেক আগেই অন্ততঃ চৌদ্দ বৎসর জেলে যাইত।"

সে ভয় পাইয়া বলিল, "তুমি কি পুলিসের লোক?"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "এই রকম ত বোধ হয়।"

সে ভীত হইয়া আমার নিকট হইতে সরিয়া দাড়াইল। তখন রাসমণি বলিল, "তা হলে আমায় কি করতে বল?"

আমি বলিলাম, "আমি মনিয়া বাইজীকে চিনি—চল তাহার বাড়ী। সে যদি তোমায় তাহার সঙ্গে ফয়জাবাদে লইয়া যাইতে চায়, তবে তোমাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিব; আর এ সব যদি একেবারে মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তোমাকে হাজতে লইয়া যাইব।"

অপর স্ত্রীলোক বলিল,-"মিথ্যাকথা বলিব কেন—আসুন।"

আমি তাহাদের সঙ্গে চলিলাম।

তাহারা মেছুয়াবাজারের একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিল। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, ঝাড় লণ্ঠন, বড় বড় দর্পণে একটি কক্ষ অতি সুন্দররূপে

সজ্জিত। আমাকে দেখিয়া সেই কক্ষ হইতে মনিয়া বাইজী সহাস্যবদনে সত্বর আমার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমার কি সৌভাগ্য! আসুন—বসুন।"

আমি বলিলাম, "যে কাজে আসিয়াছি, তাহা আগে বলি।"

"তাড়াতাড়ি কি, বসুন। দাই, ফর্‌সি নিয়ে আয়।"

"আমি একটু ব্যস্ত আছি।"

"বসুন, শুনি ডাকাতের সন্ধান কতদূর কি করিলেন? বাজী হারিলেন, বলুন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এখনও হারি নাই—শীঘ্রই ডাকাত ধরিব।"

মনিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনারা সে ডাকাত ধরিতে পারিবেন না।"

আমি বলিলাম, "আপনার ডাকাত ধরার জন্য এত আগ্রহ কেন?"

মনিয়া বলিল, "বলেন কি! আমি এই ভয়ে অনেক জায়গায় মজ্‌রা করিতে যাইতে পারি না। এ ডাকাত যতদিন না ধরা পড়ে, ততদিন আমার ব্যবসার ক্ষতি।"

আমি উপহাস মনে করিয়া, সে কথায় কান না দিয়া বলিলাম, "এখন সে কথা যাক্, যেজন্য আসিয়াছি, তাহাই আগে বলি।"

"বলুন।"

আমি রাসমণি সম্বন্ধে সমস্ত কথা তাহাকে বলিলাম। মনিয়া শুনিয়া, শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "কি ভয়ানক! এমন লোককে কেমন করিয়া রাখিব?"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আমায় বাধ্য হইয়া ইহাকে পুলিসে দিতে হয়।"

তাহার দাই কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, "এ আমার নিজের বোন, আপনি না রক্ষা করিলে কে করিবে? ও কোথায় যাইবে?"

মনিয়া তাহার কাতরোক্তিতে বিচলিত হইয়া বলিল, আমি দুই-এক দিনের মধ্যেই ফয়জাবাদে ফিরিয়া যাইতেছি ; ইহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব।"

আমি বলিলাম, "তাহা যদি হয়, আর আপনি যদি বলেন, তবে আমি ইহাকে আপনার কাছে রাখিয়া যাইতে পারি।"

"এ আমার দাইএর বোন, আমি ইহাকে না রাখিলে আর কে রাখিবে —ফয়জাবাদে যখন যাইতেছে, তখন আর বদলোকের সঙ্গে মিশিবে না।"

"তাহা হইলেই হইল।"

এই বলিয়া আমি উঠিলাম। মনিয়া বলিল, "বসুন, তামাক খান্।"

আমি বলিলাম, "এখন একটু কাজ আছে, মাপ করুন- অন্য সময়ে দেখা করিব।"

এই বলিয়া আমি মনিয়ার বাড়ী হইতে বাহির হইলাম।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

একজন বড় জমিদার অনেক টাকার জহরত লইয়া হুগলী আসিবেন, এ কথা আমরা নানা লোক দিয়া, চারিদিকে প্রচার করিয়া দিয়াছিলাম।

আমি অমূল্যের বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে সকল কথা বলিয়া কাল রাত্রিতে হুগলীর মাঠে জমিদার সাজিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়া দুইজনে হুগলী রওনা হইলাম।

চারিজন খুব বিশ্বস্ত লোক অমূল্য সংগ্রহ করিল। চারিজনেই খুব বলিষ্ঠ, আমরা ইহাদের চারিজনকে হুগলীর পশ্চিম-প্রান্তের এক গ্রামে

পাঠাইয়া দিলাম। ঐ গ্রামে অমূল্যের এক আত্মীয় বাস করিতেন। তাঁহার একখানা ভাল বড় পাল্কী ছিল। তখনকার অনেকেরই নিজের পাল্কী থাকিত। অমূল্য তাঁহার নিকট হইতে পাল্কীখানা একদিনের জন্য চাহিয়া লইল।

আমরা পাল্কীবাহকদের বলিয়া দিলাম যে, আমরা হুগলীর মাঠের ভিতরে একস্থানে থাকিব; তৎপরে দুইজনে পাল্কীতে উঠিয়া হুগলীর দিকে আসিব। আমাদের—অন্ততঃ আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, যখন ডাকাত ঘোড়া লইয়া গিয়াছে, তখন এ ডাকাতি নিশ্চয়ই করিবে। নিশ্চয়ই সে এ জমিদারের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াছে। নিকটে কোন-খানে ডাকাতি করিবার ইচ্ছা না থাকিলে, লোচন কখনই চন্দননগরের নিকটে থাকিত না—অন্যত্র পলাইয়া যাইত; সে বেশ জানে, চন্দননগর তাহার পক্ষে এখন নিরাপদ নহে, ধরা পড়িবার ভয় আছে। রাসমণি যদিও সে কথায় বিশ্বাস করে নাই, তবুও তাহার ভাবভঙ্গিতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, লোচন দূরে যায় নাই।

আমরা দুইটি ভাল রিভল্‌বার কিনিয়া, গুলি পূরিয়া সঙ্গে লইলাম, তৎপরে অতি গোপনে একজন অতি বিশ্বাসী মাঝির নৌকায় আমরা দুই বন্ধুতে গভীর রাত্রিতে কলিকাতা হইতে হুগলী রওনা হইলাম।

রাত্রিশেষে নৌকা হুগলী পৌঁছিল। আমরা এ আ-ঘাটায় নৌকা লাগাইয়া দুইজনে পদব্রজে হুগলীর মাঠের দিকে চলিলাম। যাহাতে কেহ আমাদের দেখিতে না পায়, সেইজন্য প্রকাশ্য পথ ছাড়িয়া মাঠের মধ্য দিয়া চলিলাম।

এখন যেখানে হুগলীর ষ্টেশন হইয়াছে, ঐ স্থান হইতে পশ্চিমে প্রায় পাঁচ-ছয় ক্রোশ ব্যাপিয়া এক বিস্তৃত মাঠ ছিল। এই পাঁচ-ছয় ক্রোশের মধ্যে কোন লোকের বাস ছিল না। মাঠের মধ্য দিয়া পথ

হুগলী সহরের দিকে গিয়াছে, এই পথে দিনেই লোকের বড় চলাচল ছিল না, রাত্রিতে কেহই চলিত না ; কারণ পূর্ব্বেও এই মাঠে দুই-একবার ডাকাতি হইয়াছে।

আমরা কিছু খাদ্যাদি সঙ্গে লইয়াছিলাম। এক পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া আহারাদি করিয়া লইলাম। তৎপরে এক গাছতলায় বসিয়া রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অমূল্য বলিল, "রাত্রে লড়ালড়ির ব্যাপার আছে হে. এখন একটু ঘুমাইয়া লওয়া যাক্।"

বৃক্ষতলে পড়িয়া অমূল্যচন্দ্র সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল। নানা কারণে আমার মন এতই বিচলিত ও উদ্বেলিত হইয়াছিল যে, আমার চোখে বহু-দিন হইতেই তেমন নিদ্রা ছিল না।

কি হইবে, আজ কি ডাকাত আসিবে? না আসিলে অমূল্যের উপহাস-হাসি-টিট্‌কারীর সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিব না ; তবে আমাদের এ ব্যাপার অন্য কেহ জানে না। যে চারিজন বলিষ্ঠ লোককে পাল্কী বহিতে আনিয়াছি, তাহারাও আমাদের উদ্দেশ্য কিছুই জানে না—ভিতরের কথা তাহাদের কিছুই বলি নাই। ফতে আলিও কিছুই জানেন না ; সুতরাং আজ যদি ডাকাত না আসে, আমরা যদি ডাকাত ধরিতে না পারি, তবে আমাদের অকৃতকার্য্যতার কথা আমি ও অমূল্য ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারিবে না।

মনটা ডাকাতের দুশ্চিন্তায় এতই আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কুঞ্জের কথাও ভাবিবার অবসর ছিল না ; তথাপি সহস্রবার তাহার কথা, তাহার মুখ আমার মনে উদিত হইতেছিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আমরা যে স্থানে পাল্কী রাখিতে বলিয়াছিলাম, ঠিক সন্ধ্যার পরে তথায় উপস্থিত হইলাম। ক্রমে রাত্রি নয়টা বাজিল।

তখন আমরা দুইজনে সেই নির্জ্জন প্রান্তরমধ্যে পাল্কীতে উঠিলাম।

চারিজন বাহক মহাশব্দ করিতে করিতে পাল্কী লইয়া ছুটিল। আমি অমূল্যকে বলিলাম, "অমূল্য, তুমি ঐদিকে খুব নজর রাখ, আমি এই-দিকে রাখিতেছি।"

অমূল্য বলিল, "নজর সে-ই আমাদের উপরে রাখিবে—এখন আসিলে হয়।"

"নিশ্চয় আসিবে—আমার মন বলিতেছে, আসিবে ; যেমন আসিবে, অমনি আগে ঘোড়াটাকে গুলি করিবে—আমিও করিব ; ঘোড়াটা পড়িয়া গেলে ডাকাত আর পলাইতে পারিবে না।"

"কালনেমির লঙ্কাভাগ হইতেছে, আসিবে কি না কে জানে ?"

"নিশ্চয়ই আসিবে।"

কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, আমারও মনে শতবার এ প্রশ্ন উদিত হইতেছিল ; আমি একরূপ জোর করিয়া আমার মন হইতে এ কথা দূর করিতেছিলাম। আমার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল।

সহসা একটা ঝাঁকি দিয়া পাল্কীখানা দাঁড়াইল। কে তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "টাকা, কড়ি যা আছে, এখনই দাও—শীঘ্র দাও—না হ'লে এই গুলি করিলাম।"

আমরা উভয়েই পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে, একটা বড় কৃষ্ণকায় অশ্বে একজন লোক—তাহার মুখ মুখসে ঢাকা, তাহার দুই হস্তে দুইটা পিস্তল—ঠিক পথের মধ্যে দণ্ডায়মান, তাহাকে দেখিয়া বাহকগণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে

"এইবার!" চাৎকার করিয়া এবং অমূল্যকে সবলে একটা ধাক্কা দিয়া আমি পাল্কী হইতে লাফাইয়া নামিলাম। সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোড়ার উদর লক্ষ্য করিয়া আমি পিস্তল ছুড়িলাম। অমূল্যও নিশ্চিন্ত ছিল না—পাল্কীর অন্য দ্বার দিয়া সে-ও লাফাইয়া পড়িয়া পিস্তল ছুড়িয়াছিল।

আমরা পাল্কী হইতে বাহির হইবামাত্র অশ্বারোহী নিমেষমধ্যে অশ্বের মুখ ফিবাইযাছিল, তৎপবে মাঠের দিকে ছুটিল, আমরাও দুইজনে তাহার পশ্চাতে ছুটিলাম। আমাদের গুলি অশ্বের গায়ে লাগিযাছিল কি না বলিতে পারি না

আমাব সে সময়ে কোন জ্ঞান ছিল না, আমি পাগলের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইযা অশ্বের পশ্চাতে ছুটিযাছিলাম, ঘোড়াকে লক্ষ্য কাবযা পনঃ পুনঃ পিস্তল ছুড়িতে লাগিলাম। অমূল্যেব পিস্তলেও ঘন ঘন শব্দ হইতে ছিল। ঘোড়াও ছুটিতেছিল আমবাও ছুটিতেছিলাম, সেইজন্য লক্ষ্য ঠিক হইতেছিল না ·হবাব আমি হঠাৎ দাঁড়াইযা স্থিবলক্ষ্যে গুলি চালাই লাম, এইবার গুলিটা ঘোড়াব গায়ে লাগিযাছিল, আমি এবাব দেখিলাম ঘোড়াটা বিকট শব্দ কবিযা লাফাইযা উঠিল। পরক্ষণে আরোহীকে লইযা ভূতলে পড়িযা গেল। দুই-একবাব তাহাকে লইযা গ উঠিয়া অ বাব উঠিতে পযাস পাইল, কিন্তু পারিল না—শুইযা পড়িল।

আমি উদ্ধশ্বাসে ছুটিযা ঘোড়াব নিকটে আসিলাম, দেখিলাম, ঘোড়াটার মৃত্যু হইয়াছে আরোহী সংজ্ঞাহীন হই ঘোড়া নিম্নে পড়িযা আছে। তাহার মুখ হ তে মুখস্ পড়িযা গিযাছে, আমি সেই অন্ধক বে ও সে মুখ দেখিযাই চিনিলাম এ যে চেনা মুখ।

যাহাকে দেখিলাম, তাহাকে এ অবস্থায় কখনও দেখিতে হইবে, স্বপ্নেও আমি কোনদিন এমন আশা কাব নাই—কেহই কবে নাই—আমি বিস্মিত স্তম্ভিত, স্বপ্নাবিষ্টেব মত দেখিলাম সে মনিয়া বাইজী—এক আশ্চর্য্য ব্যাপাব

এ ব্যাপারে উভয়েরই বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

জয়-পরাজয়—১৩৭ পৃষ্ঠা

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে অমূল্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ; বলিল, "ধরিয়াছ ত ?" আমি কথা কহিলাম না, সে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকাতটা ম'রে গেছে নাকি ?"

আমি বলিলাম. "অমূল্য. এ পুরুষ নয়—স্ত্রীলোক !"

"স্ত্রীলোক !" বলিয়া অমূল্য লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাড়াইল।

আমি বলিলাম, "দেখ ইহাকে—কি ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপার—এ যে স্বপ্নের অগোচর ! ডাকাত—মনিয়া বাইজী।"

"কে—কে—মনিয়া বাইজী ! সে কি ?"

অমূল্য সত্বর ব্যগ্রভাবে অশ্বারোহীর মুখ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিতভাবে বলিল, "তাই ত—সত্যই ত হে—এ যে মনিয়া বাইজী !"

আমাদের এ ব্যাপারে উভয়েরই বাগ্‌রোধ হইয়া গেল : কি বলিব, আমরা উভয়ের কেহই তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

যে ডাকাতির জন্য বাঙ্গালাদেশ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, যে ডাকাতির জন্য পুলিস ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল ; লোকে সন্ধ্যা হইলে গৃহের বাহির হইতে ভয় করিত. বড়লোকেরা সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে ডাকাত একজন স্ত্রীলোক ! সে ডাকাত—বিখ্যাত বাইজী মনিয়া !

বঙ্গের ধনিসম্প্রদায় যাহার গানে নৃত্যে, রূপে, হাব-ভাবে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতেন না. যাহার নাম বাঙ্গালাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখাগ্রে, সেই সুপ্রসিদ্ধা বাইজী—মনিয়া, আবার সে-ই ডাকাত !

ইহাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় জগতে আর কি হইতে পারে? এরূপে মনিয়া ধরা না পড়িলে কাহার সাধ্য ছিল যে, তাহাকে সন্দেহ করে? সে যে ঘোড়ায় চড়িয়া রাত্রিতে ডাকাতি করে, কবে কাহার মাথায় ইহা প্রবেশ করিয়াছিল?

আমি ও অমূল্য মৃত ঘোড়াটাকে সরাইয়া, মনিয়াকে ধরিয়া, ঘোড়ার নীচে হইতে টানিয়া বাহির করিলাম। তাহার গায়ে একটা জামা ছিল, আমি সেই জামার বোতাম খুলিয়া দিলাম; তাহার মস্তক আমার ক্রোড়ে স্থাপিত করিয়া অমূল্যকে নিকটস্থ ডোবা হইতে জল আনিতে পাঠাইলাম।

সে সত্বর নিজের কাপড় ভিজাইয়া জল আনিল। আমি সেই জল লইয়া তাহার মুখে ঝাপ্টা দিতে লাগিলাম—এইরূপ ঝাপ্টা দিতে দিতে কিয়ৎক্ষণ পরে মনিয়ার সংজ্ঞা হইল—সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; তৎপরে চক্ষুরুন্মীলন করিল। পরক্ষণেই সে উঠিতে চেষ্টা পাইল; কিন্তু যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া আবার লুটাইয়া পড়িল; আমি বুঝিলাম, ঘোড়া হইতে পড়িয়া সে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছে।

আমি অমূল্যকে পাল্কীখানা লইয়া আসিতে পাঠাইলাম। আম আবার মনিয়ার মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে মনিয়া আবার চক্ষুরুন্মীলন করিল; আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিল। আমি বলিলাম, "আমাকে চিনিতে পারেন?"

মনিয়া আবার সেইরূপ হাসি হাসিয়া বলিল, "হাঁ, অমর বাবু! আপনি বাজী জিতিয়াছেন—আপনারই জয়।"

আমি বলিলাম, "আপনার কি বড় লাগিয়াছে—কোথায় লাগিয়াছে?"

"কোথায় লাগিয়াছে জানি না, তবে লাগিয়াছে—বাঁচিব না—জেলের চেয়ে ভাল।"

"আপনাকে আমরা এখনই হুগলীর হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেছি।"

"কিছু হবে না, অনর্থক কষ্টের আবশ্যক কি।"

তাহার পর মনিয়া ম্লানহাসি হাসিয়া বলিল, "ডাকাতকে 'আপনি' কেন? এখন আমি সেই ঘোড়সোয়ার ডাকাত—এখন 'আপনি' নয়, যখন মনিয়া বাইজী—তখন 'আপনি' ছিলাম।"

এই সময়ে অমূল্য পাল্কী লইয়া উপস্থিত হইল। আমরা অতি যত্নে তাহাকে ধরাধরি করিয়া পাল্কীর ভিতরে শোয়াইয়া দিলাম। বুঝিলাম, এই নাড়াচাড়াতে তাহার দারুণ যন্ত্রণা হইল; কিন্তু সে ওষ্ঠে ওষ্ঠে পেষিত করিয়া রহিল, মুখ হইতে যন্ত্রণাসূচক কোন শব্দ বাহির হইতে দিল না।

পাল্কীতে তুলিয়া দিলে সে কেবলমাত্র বলিল, "আমার ঘোড়া?"

আমি বলিলাম, "সে মরিয়াছে।"

মনিয়া আর কোন কথা কহিল না। পাল্কী চলিল; আমরাও পাল্কার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিলাম।

প্রায় রাত্রি একটার সময়ে আমরা হুগলীর হাঁসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সংক্ষেপে ডাক্তারকে সকল কথা বলিলাম। তৎপরে মনিয়াকে হাঁসপাতালের খট্টায় শায়িত করা হইল। ডাক্তারগণ তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন।

আমি তৎক্ষণাৎ পুলিসে সংবাদ পাঠাইলাম। ফতে আলিকে সংবাদ পাঠাইবার জন্য চন্দননগরেও লোক ছুটিল। আমি পুলিস-ইন্স্পেক্টরকে বলিয়া চার-পাঁচজন চৌকীদারকে ঘোড়াটার পাহারায় পাঠাইয়া দিলাম।

আমরা দুইজনে বাহিরে বসিয়া ছিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে ডাক্তার বাহির হইয়া আসিলেন। আমি ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপ দেখিলেন?"

তিনি বলিলেন, "দুই-এক ঘণ্টা বাঁচিতে পারে, পিঠের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকেও এরূপ পারে, এই প্রথম দেখিলাম। আপনাদের সম্মুখে—ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সে কি বলিতে চায়, আমি ম্যাজিষ্ট্রেটকে এখনই সংবাদ পাঠাইতেছি।"

আমরা আরও আধঘণ্টা হাঁসপাতালের দ্বারে বসিয়া রহিলাম। তৎপরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিলেন। তখন আমরা তিনজনে ডাক্তারের সহিত হাঁসপাতালে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, মনিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া শুইয়া রহিয়াছে; সহসা দেখিলে তাহাকে মৃত বলিয়াই বোধ হয়।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার মনিয়াকে উগ্র ব্রাণ্ডী সেবন করাইয়া দিলেন, তখন সে চক্ষু মেলিল; আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনারা আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন, আপনাদের নিকট ঋণী রহিলাম।" তাহার পর সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ম্যাজিষ্ট্রেট?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ ইনিই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, কি বলিবার আছে, বলিতে পার।"

মনিয়া বলিল, "হাঁ, বলিবার জন্যই ডাকিয়াছি; যাহা যাহা করিয়াছি, সব বলিব।"

সে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "এই যে সকল ডাকাতি হইয়াছে, সবই আমি করিয়াছি—যদি অমর বাবু না লাগিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কেহই আমাকে ধরিতে পারিত না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তুমি স্ব-ইচ্ছায় ডাকাতি করিতে—তুমি স্ত্রীলোক—তোমার রূপ আছে, তুমি বড় বাইজী। আমি শুনিয়াছি, নাচিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে, তবে এই রকম ডাকাতি করিতে কেন ?"

মনিয়া বিষন্ন-হাসি হাসিয়া বলিল, "সাহেব, তুমি বুঝিবে না—কর্ম্মফল—ভাগ্য!" তাহার পর নিজ কপালে হাত দিয়া বলিল, "সবই এই।"

সাহেব বলিলেন, "তাহার পর কি বলিতে চাও, বল ?"

মনিয়া বলিল, "আমি কে জানি না, আমার বাপ-মা কে, তাহাও আমি জানি না; লোচনের স্ত্রী বাসমণি—সে আমার দাইএর বোন, আমাকে ছেলেবেলায় চুরি ক'রে আনে। লোচন আমাকে ফয়জাবাদের এক হিন্দুস্থানীর কাছে বেচিয়াছিল। এই হিন্দুস্থানীই আমাকে নাচ-গান শিখাইয়া বাইজী করিয়াছিলেন। এই সময়ে আমি একজনকে ভালবাসি; কিন্তু এই হিন্দুস্থানী তাহাতে আমাদের উভয়ের উপরে রাগত হন, আমি যাহাকে ভালবাসিতাম, একদিন তিনি গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন; সেই সময়ে হিন্দুস্থানী তাহাকে দেখিয়া লাঠী মারেন—উভয়ে মারামারি হয়—হিন্দুস্থানী মরিয়া যান, ইহা কেবল ভিকরাজ বলিয়া হিন্দুস্থানীর একটা বন্ধু জানিতে পারে। সেই পর্য্যন্ত ভিকরাজ আমাদের দুইজনকেই খুনের জন্য ধরাইয়া দিবার ভয় দেখাইতে থাকে। আমি নাচ-গান করিয়া যাহা পাইতাম, সে সবই লইত; তবুও সন্তুষ্ট হইত না, সর্ব্বদাই ধরাইয়া দিবার ভয় দেখাইত।"

মনিয়া ক্লান্ত হইয়া নীরব হইল; তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "সেই দুরাত্মার জন্য এতদিন কত যন্ত্রণা পাইয়াছি, তাহা ভগবান্ জানেন্! আমি যত টাকা রোজগার করিয়াছি, সবই তাহাকে দিয়াছি, তবুও সে

সন্তুষ্ট হয় নাই—আরও চাহিয়াছে। আমি যাহা তাহাকে দিতাম, জুয়া খেলিয়া সে সব নষ্ট করিয়া আসিত, টাকা ফুরাইলে আবার টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিত।”

সাহেব ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, “সে ভিকরাজ দ্বীপান্তর গিয়াছে—কি ভয়ানক লোক—এমন বালিকাকে ডাকাত বানাইয়া ছাড়িয়াছে।”

মনিয়া বলিল, “শেষে ভিকরাজ এইরূপ ডাকাতির মতলব করিল; যিনি আমাকে কিনিয়া লইয়া মানুষ করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে ছেলেবেলায় ঘোড়ায় চড়াইতে শিখাইয়াছিলেন—আমি ঘোড়ায় খুব ভাল চড়িতে জানিতাম, তাহাই একদিন ভিকরাজ আমাকে বলিল, ‘চল, বাঙ্গালাদেশে দিন-কতকের মধ্যে আমরা অনেক টাকা আনিতে পারিব। গান-নাচে যাহা পাওয়া যায়, আর রাত্রিতে ঘোড়ায় চড়িয়া ডাকাতি করিবে।’ আমি তাহার কথা ভাল বুঝিতে না পারায় সে আমাকে শেষে বুঝাইয়া বলিল, ‘আমি সন্ধান রাখিব যে, কখন্ কোন্ পথে কোন্ বড়লোক অনেক টাকার জহরত লইয়া যাইবে; তুমিও বাইজী হইয়া অনেক বড়লোকের সন্ধান রাখিতে পারিবে। আমি লোচনকে তাহার দল লইয়া বাঙ্গালাদেশে যাইতে বলিতেছি—তাহাকে খুব ভাল একটা সাদা ঘোড়া কিনিয়া দিব, সে সেই ঘোড়া লইয়া এক-এক জায়গায় তাদের দলের ডেরা ফেলিবে। কোন বড়লোকের সন্ধান হইলে, তুমি লোচনের ডেরার কাছে গেলে সে ঘোড়াটার রং বদ্‌লাইয়া, কাল রং করিয়া আনিয়া দিবে। তুমি মুখস্ পরিয়া দুই হাতে দুইটা পিস্তল লইয়া বড়লোকের পাল্কীর উপর পড়িবে, তাহারা ভয়েই সব জহরত ফেলিয়া দিবে। তাহার পর জহরত এক জায়গায় পুতিয়া রাখিয়া, কোন চটিতে গিয়া তাহাদের

একটা ঘটীর তলায় সঙ্কেতে লিখিয়া আসিবে যে, কোথায় জহরত পোতা আছে। আমি মাড়োয়ারী ফিরিওয়ালা সেজে চটীতে গিয়ে ঘটির নীচে দেখিয়া জহরত লইয়া আসিব। তুমি যে বাইজী সে-ই বাইজী হইয়া যাইবে—কাহারও বাবার সাধ্য নাই যে, তোমাকে সন্দেহ করে।' আমি ত শুনেই অবাক্।"

মনিয়ার কথা শুনিয়া হাবড়ার ডাকাতির পরদিনের কথা আমার মনে পড়িল; আমি এখন বুঝিলাম যে, মনিয়া রাত্রিতে ডাকাতি করিয়া প্রাতে বাইজী সাজিয়া, পাল্কী করিয়া কলিকাতা ফিরিতেছিল। এখন বুঝিলাম, সে পূর্ব্ব হইতেই জানিত যে, আমি রাসমণিকে কলিকাতায় আনিতেছি, সেইজন্যই ইচ্ছা করিয়া দাইকে গঙ্গার ঘাটে পাঠাইয়াছিল—সকলই পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত। আমি ইহার বিন্দুমাত্র কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

মনিয়া বলিতে লাগিল, "আমি প্রথমে কিছুতেই তাহার এ কথায় রাজী হইলাম না; তখন সে আমাদের পুলিসে ধরাইয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিল—পুলিসে ধরাইয়া দিলে আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহার ফাঁসী হইবে, আমারও দ্বীপান্তর হইবে। দুরাত্মা ভিকরাজ বিদ্রূপ করিয়া সর্ব্বদাই এ কথা বলিতে লাগিল। শেষে আমি বাধ্য হইয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়া ডাকাতি করিতে রাজী হইলাম। তাহার পর সে যেখানে আমাকে পাঠাইয়াছে, সেইখানে লোচনও দল লইয়া ডেরা ফেলিয়াছে; আমাকে ঘোড়া আনিয়া দিয়াছে—এই—এই—পর্য্যন্ত।"

মনিয়া চক্ষু মুদিত করিল, তাহার মুখ নিমেষের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল; তৎপরে তাহার মুখে অপরূপ সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। ডাক্তার সত্বর গিয়া তাহার কপালে হাত দিলেন—বুকে হাত দিলেন—নাড়ী দেখিলেন, তৎপরে ফিরিয়া বলিলেন, "হইয়া গিয়াছে।"

আমরা অতি বিষণ্ণচিত্তে হাঁসপাতাল হইতে বহির্গত হইলাম। এরূপ

দারুণ বেদনা আমি প্রাণে আর কখনও পাই নাই—এমন হতভাগিনীও আর কখন আমি দেখি নাই।

বাহিরে আসিয়া অমূল্য বলিল, "দেখ অমর, লোকে যে যা ইচ্ছা বলুক, আমি এই মনিয়াকে মুর্দ্দফরাস দিয়া পোড়াইতে দিব না—আর কেহ কাঁধ দিক্ আর না দিক্, আমি কাঁধে করিয়া লইয়া ইহার রীতিমত সংকার করিব।"

আমার চোখে জল আসিল, আমি বলিলাম, "আমিও এতদূর পাষাণ হই নাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদিগকে এই হতভাগিনীর সংকার করিতে অনুমতি দিলেন; অধিকন্তু আমরা যাহা চাহি, তাহা দিবার জন্য পুলিসের উপরে হুকুম দিলেন।

আমরা হুগলীর ঘাটে যথাবিহিতনিয়মে গঙ্গাবক্ষে এই মাতৃ-পিতৃহীনা অনাথিনী হতভাগিনীর দেহ চিতাবক্ষে সমর্পণ করিলাম

অমূল্য স্নান করিয়া উঠিয়া বলিল, "এ আর জন্মে আমাদের কে ছিল হে, দেখ না কোথাকার আপদ্ কোথায় আসিয়া জুটিল।"

আমি কথা কহিলাম না, কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না—মন কি জানি, কেমন উদাস হইয়া গিয়াছিল।

আমরা ফিরিয়া হুগলীর দিকে আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে দেখিলাম, ফতে আলি দারোগা লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সবেগে সহাস্যে সেইদিকে আসিতেছেন।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ফতে আলি দারোগা আমার পৃষ্ঠে মৃদুমন্দ চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "ভায়া, তা' হ'লে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ—ডাকাত ধরেছ. কিন্তু মামলাটা একদম মাঠে মারা গেল হে, ধরা প'ড়ে শেষে ম'রে গেল। তবে এমনই বা কে ভেবেছিল যে, ডাকাতি করে মনিয়া বাইজী—তার ঠুংরিতে আমি একবারে ম'জে গেছ্‌লাম, এখনও যেন কানে লেগে আছে" এই বলিয়া হাত নাড়িয়া গুন্‌গুন্‌স্বরে একটু রাগিণী ভাঁজিলেন।

তখন আমার যেরূপ মনের অবস্থা, তাহাতে দারোগার বাচালতা আমার পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর হইতেছিল—আমি কোন কথা কহিলাম না। ফতে আলি অমূল্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাবু, মুসলমানকে শেষে গোর না দিয়ে পোড়ালে, কাজটা ভাল হলো না যে।"

অমূল্য বলিল, "মনিয়া, বাইজী ছিল বটে; কিন্তু সে হিন্দুর মেয়ে, হিন্দু তাহাকে মানুষ করিয়াছিল।"

দারোগা ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "যা হক্‌গে—শেষে ম'রে গেল, এমন ডাকাতকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পার্‌লেম না—হাজার হাজার লোক দেখ্‌তে আস্‌ত, আমারও খোস্‌নামে দুনিয়া ভরপূর হ'য়ে যেত, তা না হ'য়ে সব মাটি হ'য়ে গেল; তবে প্রধান দুবেটাকে ধরেছি—এ ফতে আলি ভিন্ন আর কারও সাধ্য ছিল না।"

আমি দুজনের উল্লেখ শুনিয়া বলিলাম, "দুজন! দুজন আবার কে?"

ফতে আলি উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "হাঁ—হাঁ, অমর বাবু, তুমি ভেবেছিলে, আমি কেবল চোখ বুজে ব'সে কর্‌সী টেনেই থাকি, তা ঠিক নয়, ফতে আলি দারোগা চোখ বুজেও চেয়ে থাকে হে।"

আমি। দুজন কোথায় পাইলেন ?”

ফতে। একজন ত হ'য়েই গেছে—ভিকরাজ ; দ্বিতীয় নম্বর—লোচন—লোচন।

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “লোচন কি ধরা পড়িয়াছে ?”

দারোগা সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, “উঁ হুঁ—এ ফতে আলি ভিন্ন আর কাহারও কাজ নয়—কাল রাতে সে ধরা পড়েছে।”

আমি বিস্মিত হইলাম ; বলিলাম, “কিরূপে ধরিলেন ?”

ফতে। তবে সব শোন—একটা মেয়েমানুষ বাইজী ধরা সহজ কাজ—আসল বদমাইস ধরাই হ'লো বাহাদুরি !”

আমি। আপনি কেমন করিয়া ধরিলেন, সেইটা আগে বলুন।

ফতে। বেদে বেটাদের আমি খুব নজরবন্দীই রাখিয়াছিলাম। কাল রাত্রে বোধ হয়, লোচন-বেটা বাইজীকে ঘোড়া পৌঁছাইয়া দিয়া কোনখানে লুকাইয়াছিল ; কিন্তু সময়মত বাইজী ফিরিল না, ঘোড়ারও দেখ নাই—কেমন করিয়া থাকিবে, বাইজী তোমাদের পাল্কীতে আর ঘোড়া মাঠের মাঝখানে চৌপা তুলে সব শুনিয়াছি—সব শুনিয়াছি ; কাজেই বেটা বদমাইস—তখন বাইজী ফিরে এল না দেখে ভাবিল,হয় ত বাইজী কোন রকমে তাকে না দেখতে পেয়ে ডেরায় ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে গিয়াছে ; বদমাইসদের দিনটা ঘুনিয়ে এলে এই রকম প্রায় বুদ্ধিভ্রংশ হয়, না হ'লে শালাদের ধরা দায় হ'ত।

আমি। তার পর কি হইল, বলুন ?

ফতে। তাই ভেবে সে ডেরার দিকে আসিল—এদিক্ ওদিক্ থেকে উঁকি মেরে দেখ্তে লাগ্ল—অনেক রাত, ভেবেছিল কেউ জেগে নাই—শালা জান্ত না যে, একজন জেগে আছে।

আমি। কে সে—কে সে ?

আমার ব্যগ্রতা দেখিয়া, ফতে আলি হাসিয়া বলিলেন, "সে হীরের টুক্‌রো—সে হীরের টুক্‌রো—তোমার কুঞ্জ !"

বোধ হয়, লজ্জায় তখন আমার মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছিল ; ফতে আলি তাহা লক্ষ্য করিলেন না—কোন বিষয়ে লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি বলিলেন, "কুঞ্জ জেগে ছিল, সেই লোচনকে দেখিতে পায়, তার পর সে-ই বরকন্দাজদের খবর দেয়, আর অমনই তারা গিয়ে বেটাকে একদম্ পিছুমোড়া ক'রে বেঁধে ফেলে ; তার পর আমার আছে আন্‌লে একশো একটা লাথী বেটাকে গুণে মেরেছি—শালা—বদ্‌মাইস—ডাকু।"

অমূল্য হাসিয়া বলিল, "তাহা হইলে দারোগা সাহেব, আপনি নিজে আর ইহাকে ধরিলেন কই ?"

ফতে আলি ক্ষিপ্তগতিতে অমূল্যের দিকে ফিরিয়া রোষকষায়িতলোচনে বলিলেন, "আমি ধরিলাম না ত, কি তুমি ধরিলে ?"

অমূল্য হাসিয়া বলিল, "না, আমি কেন ? এ ত দেখিতেছি, একরূপ কুঞ্জই ধরিয়াছে।"

দারোগা সাহেব নরম হইয়া বলিলেন, "এ কথা কতকটা ঠিক, তবে আমি চন্দন-নগরে না থাকিলে সে ধরা পড়িত না।"

অমূল্য। সে-ও ত আপনাকে অমর বাবু থাকিতে বলিয়াছিল বলিয়া আপনি ছিলেন ; আপনি ত থাকিতেই চাহিতেছিলেন না।

ফতে। কি মুস্কিল ! তোমার মত আহাম্মুখ লোক দুনিয়ায় আর দুটি নাই।

অমূল্য হাসিয়া বলিল, "দারোগা সাহেব ! আপনার ন্যায় বুদ্ধি কয়-জনের আছে ?"

ফতে আলির বিদ্রূপ বুঝিবার ক্ষমতা একেবারেই ছিল না ; অমূল্যের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন, "এখন পথে এস—তোমরা বুদ্ধিমান,

তাই তোমরা দুজনেই আমাকে ঠিক্ বুঝ্‌তে পেরেছ ; জহুরীই জহর চেনে।

আমরা দারোগা সাহেবকে বেশ চিনিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই তাঁহার কথায় রাগ করিলাম না। তবে সময়ে সময়ে ভাবিতাম, ফতে আলি এত নাম করিলেন কিরূপে? একদিন তাঁহার নিম্নতন কয়েকজন পুলিস-কর্ম্মচারীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে তাহারা সকলেই তাহাদের কপালে হাত দিয়া কপাল দেখাইয়াছিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ডাকাতের ব্যাপার একরূপ মিটিল ; কিন্তু আমার কাজ মিটিল না ; বেদেরা দুইটি মেয়েকে চুরি করিয়া আনিয়াছিল—এক হতভাগিনী রূপ, যৌবন, গুণসত্ত্বেও সংসার-চক্রে পড়িয়া, পেষিত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল ; হয় ত পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে এ হতভাগিনীকে কেহ-না-কেহ রক্ষা করিতে পারিত দুঃখ করিবার কিছুই নাই, অদৃষ্টের ফের! যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে ; নতুবা মাতৃক্রোড় হইতে সে অপহৃতা হইত না।

অপরটিকে কি রক্ষা করিতে পারিব না? নিয়তি কি তাহার প্রতিও এমনই ভীষণা হইবে? না, কখনই না ; তাহাকে বাইজী করিবার জন্য কেহ কিনিয়া লয় নাই ; নতুবা সে আজ কি হইত, কে জানে?

সে ভদ্রলোকের কন্যারূপে গৃহীত হইয়াছিল—সেইরূপই লালিত-পালিত হইয়াছে—সুশিক্ষিতা হইয়াছে—সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বগুণে গুণবতী হইয়াছে—আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

তাহাকে কি রক্ষা করিতে পারিব না? কুঞ্জকে আমি ভাল বাসিয়াছি; প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছি—কুঞ্জ আমার অস্থিমজ্জায় মিলিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেদিন গঙ্গাতটে পূর্ণযৌবনা অপরূপসুন্দরী হতভাগিনী মনিয়াকে যখন ভস্মীভূত করিতেছিলাম; বিদেশে, বিভূমে, ন মাতা, ন পিতা, ন আত্মীয়-স্বজন—অপরে ভস্মীভূত করিতেছে—সুন্দরীর দেহ নহে—ডাকাতের দেহ—কুলটা বাইজীর দেহ ভস্মীভূত হইতেছে, তখন মনে সেদিন চিতাগ্নিতে যেন হৃদয়ে অঙ্কিত হইতেছিল—প্রাণের অন্তস্তম প্রদেশ হইতে যেন উত্থিত হইতেছিল, কুঞ্জকে কি রক্ষা করিতে পারিব না? না হইলে এ-ও হয় ত সংসার-আবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় নিমজ্জিত হইয়া যাইবে।

সংসার যাক্—আত্মীয়-স্বজন যাক্—বন্ধুবান্ধব যাক্—সমাজ লোকাচার সকলই যাক্—আমি যদি ঘোরতর পাষণ্ড না হই, তবে কুঞ্জকে রক্ষা করিব—বিবাহ করিয়া রক্ষা করিব। গঙ্গাবক্ষে হতভাগিনী মনিয়ার জ্বলন্ত চিতাপার্শ্বে বসিয়া মনে মনে অনেকবার এ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি স্পন্দিতহৃদয়ে বেদিয়াদের ডেরার দিকে চলিলাম; অমূল্যকে সঙ্গে আসিতে বলিলাম; সে সদর রাস্তায় গাছতলায় বসিয়া-পড়িয়া বলিল, "তুমি যাও, এ মেয়েটা আমার মেজাজ একেবারে মাটি করিয়া গিয়াছে—শেষে একটা বাইজী-ডাকাতও পোড়াইতে হইল!"

অমূল্য কিছুতেই যাইবে না দেখিয়া, আমি অগত্যা একাকী বেদেদিগের ডেরার দিকে চলিলাম।

বোধ হয়, দূর হইতে কুঞ্জ আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল; সে আমাকে দেখিয়া ডেরা হইতে অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিল। ডাকাতের ও মনিয়ার বৃত্তান্ত ইতোমধ্যেই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কুঞ্জও শুনিয়াছিল; সে

আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "মনিয়া যে ডাকাতি করে, এ কথা কে ভাবিয়াছিল ?"

আমি বলিলাম, "তুমি মনিয়াকে চিনিতে ?"

"আমরা যখন পশ্চিমে ছিলাম, তখন মনিয়া প্রায় আমাদের ডেরায় আসিত।"

"তুমি কি ইহার কিছুই জানিতে না ?"

"কিছুই না, কখনও মনে হয় নাই। আহা, এত কম বয়সে মারা গেল ! তবে ভালই হইয়াছে, না হইলে জেলে যাইত।"

"কুঞ্জ, তোমার মত তাহাকেও লোচন চুরি করিয়া আনিয়াছিল।"

এই কথায় তাহার মুখ শ্বেতবর্ণ হইয়া গেল—সে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল ; তৎপরে ধীরে ধীরে অতি বিষণ্ণভাবে কহিল, "ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা খণ্ডাইবে কে ?"

আমি সোৎসাহে বলিলাম, "ভাগ্য তোমার প্রতি এখনও সদয় আছেন ; নতুবা হয় ত কেহ তোমাকে বাইজী করিবার জন্য কিনিত।"

"তাহাই বেশী সম্ভব ছিল।"

"তাহা না হইয়া তোমাকে একজন ভদ্রলোক নিজের মেয়ের মত লালন-পালন করিয়াছিলেন।"

"তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আমাকে আর এদের দলে আসিতে হইত না।"

"এখন আর থাকিতে হইবে না—থাকিতে দিব না।"

কুঞ্জ কিয়ৎক্ষণ কোন কথা কহিল না ; তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "লোচন ধরা পড়িয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তুমি না ধরাইয়া দিলে কেহ তাহাকে ধরিতে পারিত না।"

কুঞ্জ অতি কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "তাহাকে ধরাইয়া দিয়া ভাল করিয়াছি কি না, বুঝিতে পারিতেছি না—এখন একটু কষ্ট হইতেছে ; সে এতদিন আমাকে যত্ন করিয়াছে। ধরাইয়া দিতাম না, যদি না মনে করিতাম, সে তোমাকে খুন করিবার চেষ্টায় আছে ; না ধরাইয়া দিলে তোমাকে নিশ্চয়ই খুন করিত।"

আমি সবেগে কুঞ্জের হাতখানা টানিয়া ধরিয়া বলিলাম, "তবে তুমি তাহাকে আমার জন্যই ধরাইয়া দিয়াছ ?"

সে মৃদুস্বরে বলিল, "তা না হ'লে তাহাকে আমার ধরাইয়া দিবার দরকার কি ? সে আমাকে যত্ন করিত।"

আমি বিচলিতভাবে বলিলাম, "তাহা যাহাই হউক, এখন আর আমি তোমাকে ইহাদের দলে কিছুতেই থাকিতে দিব না।"

কুঞ্জ কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল, তৎপরে অতি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আপনি——"

আমি তাহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলাম, "এখনও 'আপনি' কুঞ্জ ? কুঞ্জ, তুমি আমার।"

সে বোধ হয়, আমার কথায় কাণ দিল না ; বলিল, "সেদিন থেকে আমি কেবল ভাবিয়াছি—আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে ভগবান্ বল দিয়াছেন, তাঁহাকে অনেক ডাকিয়াছি, আমি বুঝিয়াছি, আপনি আমাকে বিবাহ করিলে লোকে আপনাকে উপহাস, বিদ্রূপ করিবে ; ইহা আমার প্রাণে সহিবে না—আমি সুখী হইতে পারিব না—আপনিও আমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইবেন না—বরং ভগবান্ আমার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, আমি সেইরূপ থাকিলে একরূপ সুখে-দুঃখে জীবন কাটাইয়া দিতে পারিব। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, এত কথা বলিলাম, ছেলেমানুষ অবোধ বলিয়া ক্ষমা করিবেন।"

আমি বালিকার এই ধীর-গম্ভীরবাক্যে স্তম্ভিত হইলাম ; কি বলিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। দেখিলাম, কুঞ্জ অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে—তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমি অত্যন্ত বিচলিত হইলাম ; দৃঢ়স্বরে অত্যন্ত বেগের সহিত বলিলাম, "যদি আমি তোমার বাপ-মাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারি, যদি তোমাকে বিবাহ করিলে সমাজে কাহারও বলিবার আর কিছুই না থাকে ; তবে বল, তুমি আমাকে বিবাহ করিতে আর আপত্তি করিবে না ?"

কুঞ্জ কোন কথা কহিল না, আমি পুনরপি সেইভাবে বলিলাম, "বল—বল—তুমি কি আমাকে আজীবনের মত দুঃখী করিবে ?"

আমি দেখিলাম, কুঞ্জের আপাদমস্তক কাঁপিতেছে। সে একবার ব্যাকুলভাবে আমার দিকে চাহিল ; তৎপরে পড়িয়া যাইবার মত হইল ; কিন্তু আমি তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইলে সে অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া দাঁড়াইল ; তৎপরে অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আপনি যান্।"

আমি সবেগে বলিলাম, "যাইতেছি, কিন্তু বল, তাহা হইলে আপত্তি করিবে না।"

অতি অস্ফুটস্বরে সে বলিল, "না, আপনি যান্।"

আমি বুঝিলাম, তাহার নিতান্ত কষ্ট হইতেছে ; আমি আর কোন কথা না কহিয়া ফিরিলাম। সদর রাস্তায় আসিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, কুঞ্জ তখনও তথায় সেইভাবে পাষাণ-প্রতিমার মত নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আমার ভাব দেখিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, অমূল্য আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। আমরা নীরবে আসিয়া নৌকায় উঠিলাম।

সমস্ত পথও আমরা কথা কহিলাম না। দুইজনে নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নৌকায় পড়িয়া রহিলাম।

যথা সময়ে আমরা অমূল্যের বাড়ীতে আসিয়া পড়িলাম। তখন সে-ই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, "এখন কি করিবে?"

আমি বলিলাম, "এই রাত্রেই রওনা হইব।"

"কোথায়—মুর্শিদাবাদে?"

"না, নদে জেলায়—নদে জেলায় গ্রামে গ্রামে গিয়া সন্ধান লইব, কে কবে কন্যা হারাইয়াছে।"

"তোমায় গ্রামে গ্রামে ফিরিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না; সাগর-ডাঙ্গায় আনন্দকুমার মিত্রের বাড়ীতে যাও—তিনি ও তাঁহার স্ত্রী মারা গিয়াছেন; তবে সকলেই তোমাকে বলিবে যে, প্রায় দশ-বার বৎসর হইল, তাঁহার দুই বৎসরের কন্যা হারাইয়া গিয়াছিল, আর পাওয়া যায় নাই।"

"তবে কুঞ্জ যে তাঁহার মেয়ে, তাহার প্রমাণ হইবে কিরূপে?"

"সেই সময়ের অনেক লোক জীবিত আছে, তাহারা কুঞ্জকে দেখিলেই চিনিবে।"

"দুই বৎসরের মেয়ের তুলনায় চৌদ্দ-পনের বৎসরের মেয়ের অনেক প্রভেদ—চিনিতে পারিবে কি?"

"চিনিবার কোন-না-কোন উপায় তাহারা বলিতে পারে।"

"আমি আজ রাত্রিতেই সাগর-ডাঙ্গায় রওনা হইব।"

সেই রাত্রিতেই আমি সাগর-ডাঙ্গায় আসিলাম। অমূল্য তাহার এক আত্মীয়কে পত্র দিয়াছিল। তিনি আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন।

তিনি কুঞ্জ সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আনন্দ আমার খুড়্তুত ভাই। আহা, ঐ মেয়েটির শোকে তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মারা গেছে। বাড়ীর সম্মুখে মেয়েটি খেলা করিতেছিল—আর কোথায় গেল, কেহ কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। আনন্দ যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে—মেয়েটীকে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে সব তাহারই। আমি এখন পাইয়াছি বটে, কিন্তু মেয়েটিকে পাইলে সমস্তই তাহাকে ফেরৎ দিব।"

আমি বলিলাম, "আমি যে মেয়েটির কথা বলিতেছি, এই মেয়েটি যে আনন্দ বাবুর মেয়ে, তাহা প্রমাণ হয় কিরূপে?"

"কেন, সে চব্বিশঘণ্টা আমার ঘাড়ে-পিঠে থাকিত। এমন সুন্দর মেয়ে হয় না! সে যত বড়ই হউক না, আমি দেখিলেই চিনিতে পারিব।"

"আপনি তাহা হইলে কি একবার অনুগ্রহ করিয়া হুগলীতে যাইবেন? তাহারা চন্দন-নগরে আছে।"

"আরও তাকে চিনিবার উপায় আছে, সে একবার প'ড়ে যায়, তাতে তার ডান দিক্কার ভ্রূর উপরটা কেটে যায়। অবশ্যই সে দাগটা এখনও আছে।"

"তাহার কি নাম ছিল?"

"সুষমা।"

"তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া যাইবেন?"

"এ আর অনুগ্রহ কি?"

পর দিবসই আমি তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। তখন আমি অমূল্য ও তাঁহাকে লইয়া পরদিনই চন্দন-নগরে চলিলাম।

তিনি কুঞ্জকে দেখিবামাত্র চিনিলেন—সে-ই সেই সুষমা—যথার্থই তাহার ভ্রূর উপরে একটা কাটা দাগ আছে।

* * * * *

নীলরতন বাবু মুর্শিদাবাদ হইতে আসিলেন। অমূল্যের কথা বাহুল্য মাত্র। কুঞ্জকে অবশেষে হার মানিতে হইল—কাহারই এ বিবাহে আপত্তি হইল না; বরং সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ উৎসাহ—ফতে আলি দারোগার। তাঁহার আনন্দে, হাস্য-পরিহাসে আর মুরুব্বি-আনায় সকলে অস্থির।

* * * * *

অমূল্যের বাড়ীতে অমূল্যের স্ত্রী উদ্যোগী হইয়া নিজে বর ও কন্যা উভয়ের কর্ত্রী হইয়া মহা উৎসাহে বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন করিলেন। এই বিবাহে যদিও সমাজ একটু ভ্রুকুটিনেত্রে চাহিয়াছিল; কিন্তু আমি অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সমাজের অন্তঃসারশূন্য হৃদয় অপেক্ষা সুষমার হৃদয় শান্তিপ্রদ।

* * * * *

লোচন ও ভিকরাজ উভয়েই দ্বীপান্তরে গিয়াছে। তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে কি না, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

এখন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—কুঞ্জ এখনও হাতে লোহা, সীমন্তে সিন্দুর পরিয়া এই বার্দ্ধক্যেও আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা অমৃতবারি সেচন করিতেছে। আর ওই দেখুন, আমার পৌত্র পৌত্রী, এবং দৌহিত্র দৌহিত্রী সকলে মিলিয়া কী মহা আনন্দে খেলা করিতেছে।

সমাপ্ত

সমালোচনা

(স্থানাভাবে সকল পুস্তকের সকল সমালোচনা দেওয়া হইল না।)

নীলবসনা সুন্দরী

"নীলবসনা সুন্দরী। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত ডিটেক্‌টিভ গল্পে পাঁচকড়ি বাবু প্রসিদ্ধ। নীলবসনা সুন্দরীর ভাষা মনোহর, বর্ণনা চাতুর্য্যময়, রহস্য-বিন্যাস কৌতূহলোদ্দীপক, নীলবসনা সুন্দরী এরূপ রহস্যজালে জড়িত যে, ইহা পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়া শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না। এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক ডিটেক্‌টিভ গল্প বাঙ্গালায় বিরল।" বঙ্গবাসী, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ সাল।

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা কবি, "অশোক-গুচ্ছ" প্রণেতা, সুপ্রতিষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা সমূহের লেখক, এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল মহাশয় বলেন :—

"নীলবসনা সুন্দরী। হত্যাকারী কে? শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। এই দুইখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস—আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, আমরা সচরাচর ইংরাজী ও ফরাসীস লেখকদিগের রচিত যে সব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ করি, তদপেক্ষা সমালোচ্য উপন্যাস দুখানি কোন অংশে হীন নহে। ভাষা বেশ সরল, সুন্দর—যেন জলধারার মত বহিয়া যাইতেছে। লেখক সুনিপুণ কৌশলে, মুন্সিয়ানার সহিত, ওস্তাদির সহিত পাঠককে গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে বাধ্য করেন। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এক দুর্দ্দমনীয় ব্যাকুলতা জন্মে। লেখকের পক্ষে ইহা কম বাহাদুরীর বিষয় নহে। লেখক ক্ষমতাশালী, তাঁহার ভাষা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—ইনি প্রতিভাবান্ বলিয়া তাঁহার কাছে এক বিনীত অনুরোধ আছে, শক্তিশালী লেখক আমাদিগকে দিতে পারেন বলিয়াই বলিতেছি, দিন, "The cup that cheers but does not inebriate" জাহ্নবী, ১ম বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা।

"নীলবসনা সুন্দরী।—বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি দে প্রণীত। ইনি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা এই পুস্তক অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ভাল ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ছিল না—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু বঙ্গীয় পাঠকগণের সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সমাদর করি। তাঁহার ন্যায়—প্রতি পরিচ্ছেদে এমন নব নব কৌতূহল সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আর কাহারও দেখি না। যদি এমন উপন্যাস পড়িতে চাহেন, যাহা একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, দশবার পড়িয়া দশজনকে শুনাইতে ইচ্ছা করে, তবে এই "নীলবসনা সুন্দরী" পাঠ করুন। পড়িতে পড়িতে যেন এই উপন্যাস চুম্বকের আকর্ষণে পাঠককে টানিয়া লইয়া যায়। ঘটনা

যেমন কৌতূহলজনক, ভাষাও তেমনি সরল ও তরল, যেন নির্ঝরিণীর ন্যায় তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে। শব্দচ্ছটাও অতি সুন্দর। বঙ্গসাহিত্যে গ্রন্থকারের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের যথেষ্ট আদর আছে; আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে আরও সমাদর লাভ করিবে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু রহস্যবিন্যাসে বঙ্গের গেবোরিয়া, এবং রহস্যোদ্ভেদে কনান্ ডয়্যাল; তাঁহার সৃষ্ট অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় লিকো ও সার্লক হোম্‌সের সহিত সর্ব্বতোভাবে তুলনীয়।" বঙ্গভূমি, ১৯শে মাঘ, ১৩১১ সাল।

"নীলবসনা সুন্দরী। ডিটেক্‌টিভ উপ[illegible]। শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি দে প্রণীত। "অর্চ্চনা"র পাঠকবর্গের নিকটে পাচকড়ি বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। আমরা অতি আগ্রহের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, ঘটনা-বিন্যাস রহস্যোদ্দীপক, কাগজ ও মুদ্রাঙ্কনাদি অতি পরিপাটী। ঘটনা এরূপ কৌতুকাবহ যে, পাঠ করিতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। লেখকের ইহা কম বাহাদুরী নহে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। হত্যাকারী সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, সকলকে বিভ্রান্ত করিয়া নির্ভয়ে সকলের সম্মুখে হাসিতেছে, খেলিতেছে, বেড়াইতেছে, এবং সুনিপুণ গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয় যখন তাহাকে সন্দেহ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না, তখন পাঠক যে কল্পনাতেও তাহাকে ধরিতে পারিবেন না, ইহা স্থির। সকলকেই লেখকের চাতুর্য্যময় বর্ণনা প্রশংসা করিতে হইবে।" অর্চ্চনা, ৫ম বর্ষ। ২য় সংখ্যা চৈত্র, সন ১৩১৬ সাল।

"We have gre t pleasure in acknowledging receipt of an interesting detective story "Nilabasana Sundari" written by the well-known detective author Babu P. C. Dey. One will be awe-struck while going through its pages with the thrilling descriptions and adventures of Debendra Bijoy. We can without any scruple say that Babu P. C. Dey's detective books may justly take a very conspicuous place in this particular class of literature in the Bengali language. The chief reason why he has been so successful in his laudable attempt as a writer of detective stories is to be attributed to the peculiarily novel and attractive way in which he delineates the character of the principal hero. From begining to end there is full of mysteries and wonderful events. The book under review contains more than 300 pages and has been very neatly got up and the printing is highly satisfactory.' The Indian Echo, July 5, 1904.

"NILBASANA SUNDARI"—we are glad to acknowledge the receipt of an interesting Bengali detective novel Nilbasana Sundari, written by the well-known detective story-writer Babu P. C. Dey. It is a sensational story from begining to end and enthralls in a remarkable degree the attentior of the reader. Babu P. C. Dey's ability in writing detective stories is in no way inferior to that of English or French writers of the class. The book nder review is one of his best productions. It is illustrated with a number of beautiful portrait. The Indian Empire. July 10, 1906.

হত্যাকারী কে?

বিখ্যাত “উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম” প্রণেতা, বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, “হত্যাকারী কে? উপন্যাস। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। এখানি একখানি ডিটেক্‌টিভ গল্প এবং সে হিসাবে ইহাতে বিবৃত ঘটনার সমাবেশে এবং অনুসন্ধানের প্রণালীতে কারিকুরির পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয় বাবু যে একজন সুদক্ষ ডিটেকটিভ, ইহা গ্রন্থকার দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। পুস্তকখানির কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, ভাষাও প্রশংসার্হ।” বঙ্গদর্শন—৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

“শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু ডিটেক্‌টিভের গল্প লিখিয়া পাঠকসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন; তাঁহার পরিচয় অনাবশ্যক। “হত্যাকারী কে?” একখানি ডিটেকটিভের গল্প; এই গল্পটী প্রথমে ‘আরতি’ নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। এখন তিনি গল্পটী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া উৎসর্গ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন; ইহা তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। গল্পটী বেশ হইয়াছে, গল্পটা আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পর সত্যসত্যই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, “হত্যাকারী কে?” ইহাতে লেখকের বাহাদুরী প্রকাশ পাইয়েছে। যে পাঠকগণ ডিটেক্‌টিভ গল্প পাঠ করিতে বিশেষ উৎসুক, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে।” বসুমতী—১২শে ভাদ্র ১৩১০ সাল।

“হত্যাকারী কে? উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। গল্প চমৎকার; অতি অদ্ভুত রসাত্মক, কৌতূহলোদ্দীপক, ভাষা উপন্যাসেরই যোগ্য। বঙ্গবাসী—২রা আশ্বিন ১৩১১ সাল।

সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের লিখিত ডিটেকটিভ উপন্যাস আজকাল বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। তাঁহার কৃত গ্রন্থগুলি আজ সর্ব্বত্র সমাদৃত। এই পুস্তকের ঘটনা তেমন দীর্ঘ না হইলেও—অল্পের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়। গ্রন্থকার স্বীয় অপূর্ব্ব লিপিকৌশলে হত্যাকারীকে এমন দুর্ভেদ্য রহস্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন যে, যতক্ষণ না তিনি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গুলিনির্দ্দেশে হত্যাকারীকে না দেখাইয়া দিতেছেন, ততক্ষণ অতি নিপুণ পাঠককেও ঘোর সংশয়ান্ধকার মধ্যে থাকিতে হয়।” বঙ্গভূমি।

"হত্যাকারী কে ? সচিত্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। উপন্যাসখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ভাষা ভাব চরিত্রসৃষ্টি প্রশংসার্হ। ইহার কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণাদিও উৎকৃষ্ট।" বসুধা—৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

"বাবু পাঁচকড়ি দে বাঙ্গলা পাঠকের নিকটে অপরিচিত নহেন। বাঙ্গলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইঁহার যথেষ্ট নাম, ইনি একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প্রণয়নে ইনি যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বড় একটা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। আমরা তাঁহার "হত্যাকারী কে ?" নামক ক্ষুদ্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া যার-পর-নাই সুখী হইয়াছি। আশা করি, তিনি দিন দিন এরূপ উন্নতি করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করুন।" জাহ্নবী—১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

"Hatyakari Ke?"—By Babu Panchkori Dey. The author has already made a name in the field of Bengali literature by his well-known detective stories which are persued with great avidity by the reading public. The present volume entitled "Who is the Murderer ?" belongs to the series and is prepared with such tact and cleverness, that you go through the whole of the book and still you are actually in the dark as to who was the real murderer. The language and style of the composition is all that could be desired and is eminently fitted for the subject it deals. The manner of delineation of the story is happy and your interest for the book grows as you proceed on in its perusal. The two pictures which are beautifully executed evidently enhances the value of the book. All the publications by the author may be had at the Bengal Medical Library, 201, Cornwallis Street, Calcutta.' Amrita Bazar Patrika, 10. January, 1905.

"Hatyakari Ke or Who is the Murderer, a detective tale in Bengali by Babu Panchcori Dey who has already made a name as a writer of detective stories. Well illustrated, and fairly well written the book maintains the reputation of the author. The Illustrated Police News. 15 August 1903.

"Who is the Murderer ?—This is a delightful detective story in Bengali by Babu Panchkori Dey. The story attractive and sensational that one can hardly keep it aside before finishing it." The Indian Empire, February 28, 1905.

"Hatyakari Ke."—Is a detective story, by Babu Panchcori Dey, which can not fail to interest lovers of sensational literature. The **Bengali. June 22, 1906.**

জীবন্মৃত-রহস্য

"জীবন্মৃত-রহস্য। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত, একখানি "হিপ্নটিক" উপন্যাস। হিপ্নটিজম দ্বারা কি কি অদ্ভুত কার্য্য হইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। এ প্রকারের উপন্যাস বঙ্গভাষায় এই নূতন। পাঁচকড়ি বাবু চিত্তোত্তেজক (Sensational) এবং ডিটেক্টিভ গল্প রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এ পুস্তকেও তাঁহার সুনাম যথেষ্ট রক্ষিত হইয়াছে। পাঁচকড়ি বাবু যে উদ্দেশ্যে পুস্তক লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আমার উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য, পাঠকের চিত্তরঞ্জন।' জীবন্মৃত-রহস্য পড়িয়া অনেকেই প্রীতিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।" বঙ্গবাসী—২৭শে চৈত্র, ১৩১০ সাল।

জীবন্মৃত রহস্য। হিপ্নটিক উপন্যাস। হিপ্নটিক উপন্যাস পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যে ছিল না। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু ইহার প্রথম পথ-প্রদর্শক, অথচ ইহা হিপ্নটিক উপন্যাসের চরমোৎকর্ষ। ইহার আখ্যান ভাগ অতীব নৈপুণ্যের সহিত সম্বদ্ধ। বিস্ময়াবহ ঘটনা—ঘটনার প্রবাহ, এমন আর হয় না। অন্যান্য অসার উপন্যাসের অসার ঘটনাবলী পাঠ করিয়া যাঁহারা বিরক্ত এবং আগ্রহশূন্য, ইহা তাঁহাদিগের জন্য—ইহার চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-বৈচিত্র্য, রহস্য-বিন্যাস সকলই সর্ব্বতোভাবে অভিনব, অনাগত এবং প্রশংসার্হ। ইহাতেও হত্যাকারী সংগোপনের সেই অনন্য-সুলভ বিচিত্র কৌশল—পাঠক অনেককেই খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবেন, কিন্তু যতক্ষণ না পাঠ শেষ হয়, ততক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। আমরা এখানে হত্যাকারীর নাম বলিয়া তাঁহার গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে চাহি না—পাঠক পড়ুন, পড়িয়া দেখুন, আমাদের কথাটি কতদূর সত্য। বঙ্গভূমি—৩রা শ্রাবণ, ১৩১১।

"Jibanmrita Rahasya," by Babu Panchcari Dey. Those who like an engrossing story will enjoy this latest production from the pen of a brilliant author. The plot is an original one and so worked out that the authorship of the crime will not readily be detected by readers. Of course there is a love story in connection with the crime and certain domestic incidents interspersed, making the novel altogether a very interesting one. The reader with more than once be tempted to suppose that he is on the right track; but he is always deceived and in the end the guilt is laid on the shoulders of one whom few if any, will suspect. The author's triumph is an uncommon one." The Indian Echo, October 11, 1904.

Jibanmrit Rahashya, By Babu Panchcari Dey. This is a sensational Hypnotic Novel in Bengalee. This we are sure, prove interesting to those who like an engrossing story, and will be much delighted by its reading. The Indian Empire, June 9. 1908.

মনোরমা।

"হেমচন্দ্র" "পঞ্চবটী" প্রভৃতি প্রণেতা প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক হরিদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "ইহা পাঠে আমরা যার-পর-নাই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, আমরা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার যতগুলি ডিটেকটিভের গল্প পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে—ইহার গল্পাংশ অতি সুন্দর ও চমকপ্রদ। আমরা সকলকে ইহা পাঠ করিয়া ইহার সুন্দরত্ব অনুভব করিতে অনুরোধ করি।" প্রভা, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৪ সাল।

হিন্দী সাহিত্যে প্রসিদ্ধ লেখক, "বেঙ্কেটেশ্বর" "জাসুষ" প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালরাম গুপ্ত * মহাশয়ের পত্রের কিয়দংশ :—

আপনার রচিত "মনোরমা" ও "মায়াবিনী" পাঠে আমি প্রীত ও আহ্লাদিত হইয়াছি, এমন সুন্দর ডিটেক্‌টিভের গল্প বঙ্গভাষায় আমি এই প্রথম দেখিলাম। হিন্দী সাহিত্য যে একেবারেই দীনহীন, তাহা আপনার সদৃশ মহানুভব গ্রন্থকারের অবিদিত নাই। সেই দীনহীন হিন্দী সাহিত্যকে আপনার "মনোরমা" ও "মায়াবিনীর" অনুবাদ করিয়া সুশোভিত করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রথমে আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া পরম কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া মহোদয়ের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। ইহাতে আপনার পুস্তক বিক্রয় সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু আপনার যশোবৃদ্ধির সম্ভাবনা। অতএব উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের হিন্দী অনুবাদ করিবার আজ্ঞা দিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন, ইতি।

(স্বাক্ষর) শ্রীরামগোপাল গুপ্ত।"

মনোরমা। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের লিখিত উপন্যাসগুলি বঙ্গসাহিত্যে কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা এখন আর কাহারও অবিদিত নাই; সুতরাং তাঁহার ডিটেকটিভ উপন্যাস সম্বন্ধে কাহাকেও নূতন করিয়া কোন পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক দেখি না। আমরা অতীব আগ্রহের সহিত ইহা পড়িয়াছি, পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। পড়িয়া মনে হইল, যেন দশখানি বড় বড় উপন্যাস শেষ করিয়া উঠিলাম, এত অল্প স্থানের মধ্যে সুকৌশলী গ্রন্থকার এমনভাবে এক জিনিষ সাজাইয়া লইয়াছেন যে, বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না; সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি। বঙ্গভূমি, ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল।

---

* ইনি এক্ষণে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের প্রায় সমগ্র গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। প্রকাশক—

মায়াবী

মায়াবী। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত, একখানি মনোরম ডিটেকটিভ উপন্যাস। আমরা পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখা বড় শক্ত হইলেও আজকাল উহার লেখকের অভাব নাই—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যেমন শক্ত, এ বঙ্গদেশে উহার ডাক্তারেরও তেমনি ছড়াছড়ি। আমরা অন্যান্য অনেক লেখকেরও অনেক ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িয়াছি, কিন্তু তন্মধ্যে কোনখানিই শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বাবুর লিখিত উপন্যাসের ন্যায় হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। হয় ত সেগুলিতে নানা রকমের বীভৎস ঘটনার দ্বারা কেবল একটা গল্প তৈয়ারী করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু কোন বাঁধন নাই, গল্প সাজাইবার যে একটা কৌশল থাকা দরকার, তাহাও নাই। নতুবা হয় ত কোন একখানি ইংরাজী বা ফরাসী উপন্যাসের ধারাবাহিক অক্ষম অনুবাদ। মায়াবীর ঘটনা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ভাষাও গ্রন্থকারের নিজস্ব, যেমন প্রাঞ্জল তেমনি মধুর। গ্রন্থকারের গল্প সাজাইবার বেশ হাত আছে—রহস্য-বিন্যাসের ক্ষমতাও অতুলনীয়, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তি পর্য্যন্ত পাঠককে বিপুল আগ্রহে অগ্রসর হইতে হয়। পুস্তকের মলাটের উপরে গ্রন্থকারের সুপরিচিত নাম দেখিলে স্বতই মনে হয়, নিশ্চয়ই এই পুস্তকের মধ্যে কোন এক কল্পনাতীত বিপুল রহস্যের বিরাট্ আয়োজন হইয়াছে। বঙ্গবাসী, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সাল।

"Mayabee" by Babu Panchcowry Dey. It is full of interest and excitement. The punishment of the murderer and his accomplice beautiful widow is swift and sure and is related in thrilling manner. The reader who once unclos its not likely to lay in down before he comes to the end. For the skill with which worked out the thoroughly dramatic nature of the crime which it records, the mystery which shrouds the perpetrator the means by which that mystery is ultimately solved, all serve to answer to "Mayabee" a high place in the class of fiction to which it belongs." The Indian Echo, Tuesday, August 2. 1904.

ইলাপুল্লি পালঘাট বিদ্যামন্দির হইতে শ্রীযুক্ত কবিরাজ কে, ভি, মেনন গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন :—

25 May, 1903.

Sir,

I, in the name of our Malayalam literature, request you to give in my name the right to translate your sensational novels into Malayalam. I await a favourable reply.

I remain &c.
(S*d*) K. V. MENON.

পরিমল

"পরিমল"—শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। পাঁচকড়ি বাবুর লিখিবার ক্ষমতা বেশ আছে; তিনি বেশ গল্পও সাজাইতে পারেন; কিন্তু তিনি অতি অল্প স্থানের মধ্যে অনেক জিনিষ প্রবেশ করাইতে চান্; সুতরাং তাঁহার পুস্তক পড়িতে গেলে ঘটনার উপর ঘটনার সমাবেশে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তিনি যে ঘটনা অবলম্বনে "পরিমল" লিখিয়াছেন, তাহা ধীরে ধীরে বলিতে গেলে এত বড় তিনখানি বইএর দরকার।" বসুমতী, ২৪শে কার্ত্তিক, সন ১৩০৬।

"পাঁচকড়ি বাবু একজন লিখিয়ে লোক বটেন; গল্পটী অতি সুন্দর—অতিশয় কৌতূহলজনক। আমরা এই গল্পের শেষ কবে পাইব বলিয়া পথপানে চাহিয়া আছি। সকলে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।" সুলভ দৈনিক, ১১ই আশ্বিন ১৩০৩।

"এখানি গোয়েন্দা-সংক্রান্ত পুস্তক। যে কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত ও ধমনীতে রক্তস্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়; এবং গল্পটার সমস্তটা পড়িবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে বলবতী হয়। আজকাল গোয়েন্দা-সংক্রান্ত যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে, এখানি তাহাদের অপেক্ষা কম চিত্তাকর্ষক নহে। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও তেজস্বী।" নবযুগ, ১৪ই আষাঢ়, ১৩০৩।

বাংলোর সিটি হইতে শ্রীযুক্ত ডি, কৃষ্ণমা চারিয়ার মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিতেছেন;—

16th January 1907.

Sir,

I ordered for your famous novels and read them *thoroughly*; I find them much interesting. As it is impossible for the people of our Province to study and enjoy the beauties of the language, I most humbly request you to kindly grant me permission to translate them into our language (Kanarese & Telugu) and spread your fame in this Province by doing so.

Awaiting your favourable reply.

I am &c,
(Sd) D. KRISHNAMA CHARYAR.

"We have been presented with a copy of an interesting detective story Mayabini written by the well-known author of detective stories Babu Panchcori De. We have gone through it and have no hesitation in saying that the author has well sustained the reputation, he holds as a writer of this particular class of literary production. The book is very nicely got up and we hope the author will endeavour to satisfy the reading public with other production of similar nature. Babu Gurudas Chatterjee of the Bengal Medical Library is the publisher." The Indian Echo, Tuesday June 14, 1904.

UDIPI (S. CANARA) 11TH OCTOBER, 1912.

DEAR SIR,

On the 28th August last, I wrote to you for your kind permission to secure for me the right of translation over your Bengali Novels. I am sorry not to have received a reply to the same as yet. The work I have undertaken, as you are well aware of, is more an undertaking of pure self-sacrifice at the alter of my mother-language. As such, I hope you will kindly see your way to grant me the necessary permission and to bless me with your elderly Asirvad and timely advice.

Hoping to receive a favourable reply.

Yours Sincerely
(Sd) Raja Gopalkrishna Rao

মহীশূর প্রদেশ হইতে বহুভাষাবিৎ পণ্ডিতবর এ, এন, নরসিংহ মহাশয় লিখিতেছেন ;—

437, Pandits Agraher,
Mysore city, 19th September, 1911.

Sir,

Let me introduce myself as one of your most ardent admirers. It is true that I have not personally seen you. Your contribution to the Bengali Literature, may show the Literature of India as a whole has been immense and incredibly great. Such of your works (Parimala, Monorama, Mayabinee) as I could get first through the translations of Mr. B. Venkatachar and then in the originals themselves have so much enchanted me that I have unconsciously learnt to admire you most ardently.

I cannot enjoy these Novels of yours all to myself thus keeping my *countrymen (who do not know Bengali) in ignorance of the Gems of Indian Literature produced by the Indians of modern days.*

I request you, therefore to permit me to translate the rest of your novels into Canarese.

Trusting that you will quench the thirst of an ardent admirer.

I beg to remain
Sir
Sincerely yours
(Sd.) A. N. Narasimhiah.

গোবিন্দরাম

গোবিন্দরাম। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত। ডিটেক্‌টিভ গল্পে পাঁচকড়ি বাবু প্রসিদ্ধ। গোবিন্দরাম উপন্যাসের ভাষা মনোহর, বর্ণনা বেশ চাতুর্য্যময়, রহস্যবিন্যাস কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। পাঁচকড়ি বাবু এইরূপ উপন্যাস লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধন করুন। সাহিত্য-সংহিতা, ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ১৩১৩ সাল, আষাঢ়।

গোবিন্দরাম। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর আর একখানি নূতন ধরণের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। আমরা এই পুস্তকখানি খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি—পড়িয়া সুখী হইয়াছি; ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিতে গ্রন্থকারের বেশ হাত আছে; তাঁহার প্রণীত পুস্তকাদি পাঠে আমরা সে পরিচয় অনেকদিন আগেই পাইয়াছি। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প্রণয়নে তিনিই এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী; তাঁহার যশঃ অক্ষুণ্ণ থাকুক, ইহাই আমাদের আকিঞ্চন। অন্যান্য অসার কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস পাঠে সময় নষ্ট না করিয়া এই পুস্তক পড়িলে জ্ঞান ও শিক্ষা উভয়ই লাভ হইয়া থাকে, আমরা সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি। বঙ্গভূমি, ১৭ই বৈশাখ, ১৩১৪ সাল।

গোবিন্দরাম। বিখ্যাত "মায়াবী" প্রণেতা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের একখানি ঘটনা-বৈচিত্র্যময় দুইখণ্ড নূতন উপন্যাস। ইহাতে গ্রন্থকারের লিপিনৈপুণ্য অতি অপূর্ব্ব; সুশিক্ষিত পাঠকমাত্রেই ইহা পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। কন্সাণ্টীং ডিটেক্‌টিভ গোবিন্দরাম যেন মন্ত্রবলে নিজের সমুদয় কার্য্যোদ্ধার করিতেছেন; তাঁহার নৈপুণ্য ও কার্য্যকলাপে পাঠক বিস্মিত হইবেন। অদ্ভুত ক্ষমতা—অখণ্ড প্রভাব ও অমানুষিকী অভিজ্ঞতা, লোকের মুখ দেখিয়া তিনি পুস্তকপাঠের ন্যায় সমুদয় কথাই বলিতে পারেন, কারণও দেখাইয়া দেন; তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তিতে মুগ্ধ হইতে হয়, পাঠকের বিস্ময়ের সীমা থাকে না, সুন্দর কাগজে, নূতন অক্ষরে এই পুস্তক উৎকৃষ্টরূপে ছাপা। যে তিনখানি ছবি আছে, তাহাও অতি সুন্দর। বঙ্গভূমি। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪।